



অথ গণেশ বন্দনা।

বন্দ্য দেব সিদ্ধ নাম, সিদ্ধ কর সনকাম, শঙ্কর  
 শঙ্কর বন্দন। শরণ লইয়া পদে, পুত্র এ গৃহ পদে,  
 নিরাপদ দেহ গজানন। একায় অগ্নি যা গায়, দীন মেন  
 দিন পায়, তব কায় বর্ণিবারে পুত্র। দীনের কি আছে  
 শক্তি, মূল্যধার ভক্তি শক্তি, যথা শক্তি দিয়াছেন  
 শিষ্য। পদ রক্তাশ্রু চারু, উরু জিনি রক্ত। তরু, হৃদ  
 কায় লস্কোর অতি। নাভিপদ্ম কি সুন্দর, মনোহর চতু  
 স্কর, অঙ্গ পুত্র বহি তুল্য জ্যোতি ॥ কিবা ইতানম শো  
 ভা, পুত্রাকর নিন্দ পুত্র, দেখি মোহে ত্রিলোকের  
 মন। মূষিক উপরে স্থিতি, সর্কর তোমার গতি, নানে  
 হয় বিপদ ভঞ্জন ॥ আদ্যাশক্তি তব মাতা, দেব দেব  
 হৃদগিতা, সেই জন্য পূজা অগু ভাগ। স্বর্গ মর্ত্য তিন  
 পুরে, সবে অগ্নে পূজা করে, যক্ষ রক্ষ কিম্ব কি নাগ ॥  
 আমি কি জানিব তরু, তুমিতমো রজঃসত, তুমি ভিন্ন  
 বোধ সবাকার। লীলা অতি চমৎকার, যুগে যুগে অব  
 তার, ভেদ রূপ অংশেতে তোমার ॥ স্বাবর জন্ম আ  
 দি, সকলেরি তুমি আদি, অনাদি পুরুষ সারী ॥ সারী  
 তুমি দিবা তুমি রাত, নক্ষত্রাদি বার তিথি, অসীম  
 করুণা পারাবার ॥ ❧

## অথ সরস্বতী বন্দন

বন্দ্যাতা সরস্বতী সরোজ বাসিনী । বাসু বিদ্যা  
 বিধায়িনী বিপদনাশিনী ॥ রক্ত কৌকনদ পূর্য হেরিয়া  
 চরণে । ভূমে ভক্ ধায় মকরন্দ অনুষণে ॥ খেতাথে  
 ত্রিভক্ ভক্ নরকিম ঠাম । খেত বাণ খেত ভুজে  
 শোভে অবিরাম ॥ মুখ বিভা হেরি লাজে বিভাবরী  
 নাপ । মনে মানে আপনার মানের ব্যাঘাত ॥ জ্ঞান দা  
 ত্রী বেদ বিধি পুবৃতি নিবৃতি । ধর্ম কর্ম জপ তপ তুমি  
 যশোকুণ্ডিত ॥ তুমি বায়, বহি হারি নভোনাগ ক্রিতি  
 দিব । বিভাবরী সঙ্গ্যসকলের গতি ॥ পুরুষ পুকৃতি তুমি  
 জগতের শর্ম । অন্তরে জানিতে পার অন্তরের কর্ম ॥  
 গায়ত্রী সাবিত্রী মায়ী মোহ যোগাযোগ । তত্ত্ব মন্ত্র ম  
 হৌষধি তুমি মহাযোগ ॥ শরণাগতের চিত্তে চিত্ত কর  
 নান । বিনা বিঘ্নে হয় যেন এ গুহ পুকাশ ॥ ওপদপঙ্কজ  
 আরি করেছি ভরসা । কৃপাময়ি কৃপা করি পূর্ণ কর  
 আশা ॥

## অথ দুর্গা বন্দন

দুর্গমে বন্দি মা দুর্গে দরুজ দলনী । দীনে দয়া দান  
 দিয়া । রাখ দাক্ষায়ণী ॥ দুঃখ দেখি দিগম্বর দিয়া পদ  
 ছায়া । দরিদ্রতা দুর্জকর দেবি মহামায়া ॥ দেশে দ্রোব  
 যায় দিন দেখ না গো চক্ষে । দিগম্বর দারা দিন দেহি  
 দাস পক্ষে ॥ কাতরে করুণা ময়ী করি উপাসনা । কাল  
 ভয়ে কি করি বা কহ কালাননা ॥ কালে কালে গত

কাল হয় গো মা কালী । কলির কলুষ ভয়েকরে বধ কা  
লী ॥ বাসে বঞ্চিবারে নন বিরত মদাই । ব্যাধ ব্যাধে  
বহু দুঃখ বহিতে এড়াই ॥ কাশীতে বসতি বাঞ্ছা করে  
হবামনা । সন্তানের স্ববাসনা । সাধ স্ববাসনা ॥ তুমি সর্গ  
ননী বর্গ শৈল আদি করি । ত্রিলোকের ক্ষেম দাত্রী তুমি  
ক্ষেম করি ॥ হাবর জঙ্ঘম ত্বনি তোমাতে সে নব । কল  
রাম কল কালী শূনিতে অসম্ভব ॥ সর্গ বর্ণ মতী সর্গ  
দীতাদি অনীতা । নাশিতে কৌণপ কুল তুমি দেহি সী  
তা ॥ তোমার শ্রীশ্রাদ পদ্ব হৃদে করি আশ । রিক কালী  
পদ করে এগুড় পুকাশ ॥

অথ নানা দেব বন্দনা ও সংক্ষেপে নাম কণন

শ্রীপতির	শ্রীচরণ বন্দিয়া অন্তরে ।
কায়মনে	কালীপদ বন্দি তার পরে ॥
নিজরূপে	লীলা পুকাশিলা নামে কাশী ।
পতঙ্গের	পতনেতে হয় স্বপ বাসী ॥
দয়ানয়ি	দয়া করিদিতেছেন অর ।
মূঢ়জন	মুক্তি পায় সিন্ধু স্থান জন ॥
খোভযায়	খোলসায় বন্দি পদ্ব যোনি ।
পাতকির	পাপ তাপ নাশিবেন তিনি ॥
ঐয়ান যোগে	ধ্যাই ইন্দু চন্দ্র তারাগণ ।
যথাকরে	যথাসাধ্য নাম বিবরণা
	অথ গুহকর্তার পরিচয়

হুগলির পশ্চিম ধাম, ও উচাইগোলতা নাম, পল্লী

৪ ॥ রম্যসকুপুত্রবিলাস ॥

গ্রাম ভদ্রের পুখান । বহু ব্রাহ্মণের বাস, মৎ কর্মে বার  
 মাস, রত লোক করে দান ধ্যান ॥ তথায় শ্রীকালীপদ,  
 স্মরি বাগ্‌দেবি পদ, পুত্রম পুত্র এই গুহে । ছেরিলে  
 এ গুহ দোষ, কেহ না করিও রোষ, যেহেতু নকল ২৩  
 ভ্রান্তে ॥ উৎপত্তি দ্বিজ কুলে, মান্যমান মর্দা তাম,  
 অনুকুলে ব্রাহ্মণ চরণ । শুলের মুখটী গাই, পরি চম  
 স্তন ভাই, গন্ধাধর ঠাকুরের সন্তান ॥ পিতা গঙ্গানাথ  
 রণ, নারায়ণ পরায়ণ, পুণ্যবান ২৪ প্রতিমান অতি  
 নয়টী ভদ্রয় তাঁর, কপে গুণে তুল্যকার, আমি ভাজ  
 তি দীন অতি ॥ মাতাম ঐভরব চন্দ্র, কুল পক্ষে তন্য  
 চন্দ্র, অতুল্য তাহার যশোজ্ঞান । হরিব্রাহ্মণ বন্দিত  
 ছে নদী নরস্বতী, পূর্বে গঙ্গা মধ্যে বান হার ॥ বন্দে  
 পাধ্যায় উপাধিতে, সাগর দএ আখ্যাত, হেতু  
 চক্রবর্তির সন্তান । মাতুল শ্রীভোজনানান, অভেদ  
 ভোজনানান, শান্ত দান্ত গুণে গুণবান ॥ মাতামহ রাখি  
 য়া তাঁকে, গিয়াছেন পরমোকে, পরিচয় শুন মর্জজন ॥  
 পুনশ্চ নিষেদিসবে, গুহেনা হি দোষ নবে, যেহেতু অজ্ঞ  
 ন বর্জন ॥ বিশেষে মনুষ্য মন, ভ্রম ক্রমে মর্জজন, ভ্রম  
 থণ্ডে মাধ্য আছে কার । অসুর অমর নরে, ভ্রম আছে  
 মবাকারে, আমি থণ্ডি কি মাধ্য আমার ॥

অথ গুল্লারম্ভ

পর্যায় ॥

শুন সর্বকুগণরহস্য কথন । অপার আনন্দ রস  
 সিন্ধু বিবরণ ॥ পারস্য দেশেতো এক ছিল মহাজন ॥ পু

তাপে আদিত্য তুল্য সঙ্গ ভাজন। লাবণ্য সুবর্ণ কিবা  
 জিনিয়া সুবর্ণ। হির ধীর বুদ্ধি মান দানে তুল্য কণ ॥  
 দেব স্বর্গ গুরু ভক্ত অসক্ত যম্মেতে। সত্য কেতু মাধ্য ॥  
 তে বিখ্যাত ধরণীতে ॥ সন্তান বিহীনে সাধু আছিল  
 ব্যাকুল। বহু যোগ যজ্ঞ পুরে বিধি অনুবহ ॥ এক কালে  
 হয় তার যুগল কুমার। মোহে লজ ক্রমে ভাগ্যে বন দুই  
 মার ॥ অথবা অশ্বিনী পুত্র হৈল ভয় মন ॥ অঙ্গ বর্ণ ভয়  
 করে সুবর্ণ কিরণ ॥ ক্রমে বাটে শিশু হয় সাধু পায় সুখ  
 ছাড়া মানে অন্ন দিন করিয়া দৌতুক ॥ স্বর্ণমালী স্বর্ণকেতু  
 দুই জনের নাম ॥ বাণ্য হৈতে দুই ভাই বড় গুণ ॥ গাম ॥  
 প্রমত্তে শৈশব কাল সুখে গত হয় ॥ কালে কালে মো  
 হাকার যৌবন উয় ॥ সকল বিদ্যায় তারা হইলে  
 নিপুণ ॥ নগরের মাঝে পুচারিল যশো গুণ ॥ সাধু সা  
 ধু গভীর স্থিতি পুণ্ডর গুণেতে ॥ পুতিষ্ঠা করয়ে পুতিবা  
 নি সকলেতে ॥ বোভাণ বৎসর নয় দৌহারমণ ॥ আত  
 হীন দুই শিশু হইল তখন ॥ পিতার অশেষ মোহে অনু  
 জের সব ॥ কৌতুকে কাটান কাল আনন্দিত মনে ॥ দা  
 রা পরি গৃহে সাধুর নাহি ছিল মন ॥ পর পরামর্শে পুন  
 করিল গৃহণ ॥ পূর্ষাবধি সমাগর বহু ব্যবসাই ॥ নিরা  
 ছিল দুই পক্ষী আক্ষা টির ঠাই ॥ পালন করিলে মোহে ক  
 রিয়া কৌতুক ॥ মনোহর দুই পক্ষী নামে সারি শুক ॥  
 নর শাস্ত্র জ্ঞাত তারা বলে ভবিষ্যৎ ॥ পরামর্শ দিয়া তার  
 খণ্ডায় বিপৎ ॥ দৈব যাহা করে খণ্ডে ক্ষমতা কাহার ॥

## ॥ রস মিশ্র পুণ্য বিলাস ॥

পুনঃব্যবসায় বাইতে বাঞ্ছা হয় তাঁর ॥ মন্ডিকে ডাকিয়া  
 সমগ্নি যান সর্ব ভার ॥ সফর করিতে সাধু কৈল অগমার  
 মনে জানে গৃহে মম আছে সারি সুক ॥ দোহার মন্ত্রণা  
 গুণে মাছি কিছু দুঃখ ॥ এই ভাবি হরি অরি আরোহিল  
 তরি ॥ সুযোগ সময়ে তরি খুলিল কাণ্ডারি ॥ অবিরত  
 চলে নৌকানাহিক বিষ্ণুগম ॥ ছাড়াইল নানা দেশ কত  
 কন নাম ॥ কভু দাঁড় কভু পাল পাইতেছে তরি ॥ দুই মা  
 নে উত্তরিল পূমিল ॥ নগরি ॥ লাগাইয়া তরি ঘাটে উঠিয়া  
 উপরে ॥ ব্যবসার জন্য হির করিল অন্তরে ॥ মনোহর  
 অউল্লিকা তথা করি ক্রয় ॥ কাণ্ডারি ডাকিয়া সর্ব  
 দ্রব্য তলি লয় ॥ নানা রত পটবস্ত্র পুত্তিক করি ॥  
 সদাগর করিতে লাগিল সদাগরি ॥ পুরুষ নাহিক রাখে  
 মতলি রমণী ॥ রমণীয় জানে বঞ্চে সাধু শিরোমণী ॥  
 দুই হ' মকল লোক যেজান সন্ধান ॥ পূমিলার রাজ্যে তাঁর  
 বৃদ্ধি যত মান ॥ দেখে সব লোকে কোন দুবেয় অভাবে  
 অভাবে করয়ে পূজ্য রত সমভাবে ॥ এই রূপ সাধু তথা  
 করয়ে বাপন ॥ অতঃপর কাব্য রস করহ শ্রবণ ॥ সদাগর  
 বাণিজ্যেতে করিলে গমন ॥ সাধু গতি হৈল অতি উচা  
 টিত মন ॥ একেতে পুবল তর যৌবন উদয় ॥ তাহাতে  
 আগত হৈল বসন্ত সময় ॥ আগেতে দূতের মত আগি  
 পিক গণ ॥ সন্বাদ জানাতে সে করিল আরম্ভন ॥ অহং  
 রব করি বসিতরু মূলে ॥ কহিতে লাগিল মতে মূহ ২ স্ব  
 রে ॥ হইল হেমন্ত অন্ত ভূপতি বসন্ত ॥ উদয় হইল আশি

## ॥ রসানন্দ সুমারনাম ॥

স্বমৈন্য সামন্ত ॥ অতঃপর যত আছে রাজ্যে গুজাগণ।  
 কর কর কর সমা ॥ শুনিয়া সৎবাদ যত যুব  
 ক যুবতি। সমাপন কৈ কর হয়ে স্মৃতি ॥ পরেতে  
 কোকিল বরবিরহি সম্মুখে। আদায় করিতে চলে  
 মনের কৌতুকে। সমাচার দিবামাত্র বিয়োগির গণ। দূর  
 দূর শব্দ করি করিল ডাড়া। কুপিত হইয়া তবে কোকিলে  
 র জল। বসন্ত নিকটে গিয়া কহিল আমূল ॥ শুনিয়া  
 পিত ভূপ মদনে ডাকিয়া। পাঠাইল কর জন্য পুত্রর ক  
 রিয়া ॥ তবে মেনা পতি নিয়া ফুল ধনু বাণ। বিরহি না  
 সিতে বীর করিল উঠান ॥ তাহে পুথ্যমেতে যুড়ি শর শ  
 রাননে। হানিতে লাগিল অতি কোপানিত মনে ॥ বি  
 যোগীর পক্ষে যেন বিয়োগী কৃতান্ত। না পুনে বারণ কার  
 নিতান্ত অশান্ত ॥ হেথা শরানাতে বীর মনয় বাতালে।  
 সাধু পতি পড়ি গেল বিসন্ন হতাশে ॥ কাল পায় কাল  
 দেখি পুণ্য যাবে বলি। স্বামির পুণ্য জলে দিল ধলা  
 গুলি ॥ সাধুর আছিল মস্ত্রি উদ্ধত নাগোত্তে। ক্রমে সে  
 রমণী মজে তাহার পিরিতে ॥ দিবা বিভাবরি দৌহে  
 থাকে একাসনে। পুণ্য বাড়িল ক্রমে দুজন্যর মনে ॥ সা  
 ধু পত্নী কতী নিজে সভার উপরে। কেহ কিছু নাহি ব  
 দ্ধে সভয় অন্তরে ॥ ছাপা নাহি থাকে কভু অবস্থা বিষয়।  
 নগরেতে পুচারিল গোল অতিশয়। স্বর্ণনালি জ্যেষ্ঠ জ  
 নি শুনি এই কথা। বিমাতার দুষ্ক্রিয়াতে মনে পাইল  
 ব্যথা ॥ মস্ত্রিবরে আসিবারে করিল বারণ। বারণ তাহা



## ॥ রস সিদ্ধ পুণ্যবিনাস ॥

রসমাধানে বারণ। পুণ্যবর্মে অন্তঃমন করিকরি পুণ্য  
 রসগীতলিনী বনে নিত্য যায় ॥ পরে এক দিন গৃহে  
 সাধুর তনয়। বিমাতার সমীপেতে ক্রোধান্তরে কর ॥ এ  
 কোন বিচার মাতা কহ বিবরণ। উদ্ধত অন্তরে আসে  
 কিসের কারণ ॥ পুন যদি পদাপণ করে সে এখানে। নি  
 শ্চয় কহিনু তারে নাশিব পরাণে ॥ তনয়ের মুখে বাণী  
 শুনি দিচারিণী। অদো মুখী হয়ে রহে না কহিয়া বাণী  
 তদন্তর স্বর্গমালী আসিয়া বাহিরে। বিবরণ কহে সব  
 বিজ্ঞ নন্দোদরে ॥ এখানেতে সাধু দায়া অপমান পেয়ে।  
 যুক্তি করে মস্তি মনে নাশিতে তনয়ে ॥ অতঃপরী যত  
 সব জানিয়া অন্বেষে। শুকের বিনাশ সুখ দুখে আঁখি  
 ধোরে ॥ ভ্রাতৃদয়ে ডাকি তবে করিয়া গোপন। কনি  
 শেক বিবরিয়া সকল কথন ॥ জীবন ধায় যদি চান করি  
 বাণে। এপুণ্য ত্যজিয়া তবে যান আশ্রয় ॥ পাইলে  
 পারিবে পুণ্য সত্ত্বগুণে। আর এক পরামর্শ শুনে  
 দুজনে ॥ এই দেখ দুই পক্ষী তব পক্ষ অতি। দুই জনে  
 তক্ষ্য মোহে পাইবা নিষ্কৃতি ॥ হয়েছে ত্রিকাল গত  
 জীয়ে অল্পকাল। আজি কাল মধ্যে বাছা লইবেক কাল  
 বাসনা সকালে সাধ মিছে যায় কাল। সারির মূণ্ডে  
 গুণে হইবে ভূপাল ॥ মম মূণ্ডে বহু মূল্য পাইবেক নি  
 ধি। ভক্ষণ করিয়া মদানন্দে হাস যদি ॥ যেই অস্ত্রে দুই  
 জনে করিবে নিধন। অস্ত্রের হইবে শক্তি পাষণে ছেদ  
 ন ॥ বিমাতা হয়েছে তব উপপতি রতা। বাঞ্ছাতার কত

কণে কাটিবেক মাথা ॥ স্বপক্ষ বিপক্ষ তম পক্ষীস্বত্র  
পক্ষ ৷ দ্বর্গম ত্যজিয়া ৷ যাহ আরি বিকপাক্ষ ॥ করোনা  
কিঞ্চিৎ মোহ করিতে নিধন ৷ নিধনে হইবে ধনি নন্তরা  
নিধন ॥ দুপক্ষে দ্বপক্ষি যদি কহিল বচন ৷ বিলাপ কর  
য়ে বহু ভাই দুইজন ॥ পূর্ণ আশে অব শেষে নাশি অ  
নি পাশ ৷ ভক্ষণ করিল ভাবিষ্যৎ সুখ আশে ॥ স্বদে  
শে করিয়া ৷ দ্বেষ চানিল বিদেশে ৷ অতিশয় মন গোপ  
নে হৃদয়ের জানে ॥ লেয়া দই হয় হয় গমনে মণীর ৷  
যামিনী যোগেতে হয় নগর বাহির ॥ অবি শূন্ত চলে  
অধ নাহিক বিশুষ্ক ৷ ছাড়াইল বহুদেশ কতকবনাম ॥  
বিপক্ষে সুপথ হয় করে তীক্ষ্ণ অগ্নি ৷ অনির আঘাতে না  
শে বৃক্ষ রাশি রাশি ॥ অরণ্য অগ্নি গিরি লজ্জি নানা দে  
শ ৷ কাঞ্চীপুর সন্নিকটে উত্তরিল শেষ ॥ হইয়া কৌশিত  
তনু ছিন্ন ভিন্ন বেশ ৷ বিশুষ্ক করিতে মন কৈল অব  
শেষ ॥

ত্রিপদী ॥

ভূমি বহু দেশ দেশ, পুস্ত  
রেতে অবশেষ, অব স্থিতি শূন্য নাশিবারে ৷ জন জন  
ক্ষুণ্ণ চিত্ত, স্বপ্নমালা যথোচিত, অনুভবের অনুমতিকরে ॥  
বলে বারি আনি বারে, যদি পার ত্বরাকরে, তবে মম  
রহিবে জীবন ৷ বাহরে জীবন ভাই, জীবনে জীবন পা  
ই, জীবন আশে রহিল জীবন ॥ যে দেখি এ তেপান্তর,  
কাছেনাই সরোবর, জন শূন্য শুষ্ক হেরি ভূমি ৷ বিলম্ব

নাকরি আর, শীঘ্র হও অগুসর, পূর্ণ রক্ষা উপলক্ষ তু  
 মি ॥ শুনিতার সহোদর, অনেকণে সরোবর, দক্ষিণেতে  
 চালাইল হয় ॥ রাখিতে পথের চিহ্ন, বৃক্ষগণে করিছিন্ন  
 কিছুদূরে পায় জলাশয় ॥ বহু কক্ষে পেয়ে পয়, মনেহ  
 র মিত হয়, হয় বরে বাকি তরু মূলে ॥ মনোহর সরো ব  
 র, হেরি হরিশ অন্তর, স্বর্ণ মালী নামিলেন জনে ॥ নহে  
 ক্ষুদ্র জলাশয়, মনে হয় ভল্য হয়, বিরিঞ্চি মানস সরো  
 বরে ॥ সোপান সুন্দর অতি, যেম করী দণ্ডপাতি, বিশা  
 ই গঠেছে নিজ করে ॥ তট অতি সুশোভিত, হেরিলে  
 হয় চিত, তদুপরে পুষ্পের উদ্যাম ॥ সুদগ প্রাচীর তা  
 র, তাহাতেও মুদ্রতার, কালরেতে করে দাঁড়মান ॥ সু  
 বর্ণে নিখিত পথ, সুর মনি পুরিবৎ, কিরণ প্রকাশে  
 স্থানে স্থানে ॥ চৌদিগেতে মধুবন, জ্ঞান হয় বধুবন,  
 বিহজে বিরাজে সে বিপিনে ॥ পুষ্প গন্ধে হৃষটিতি, না  
 না পুষ্প পুষ্প টিতি, জ্ঞাতি স্মৃতি নল্লিকা সেফালি ॥ অশো  
 ক কিং শুক বক, বহু সগন্ধি চম্পক, গন্ধরাজ আর কৃষ্ণ  
 কেলি ॥ টগর সেউতি যবা, সূর্য্যগণি সূর্য্যপুভা, নাগে  
 শ্বর পোলাপ পুভৃতি ॥ চামেলি গাঁদা দোপাটি, কৃষ্ণ  
 চুড়া পরিপাটি, করবীর সুরভী মালতি ॥ ফলের কি  
 কুমার, উপহার অনুপাম, নানা ফল ফলিয়াছে বৃক্ষে  
 পক্ষের পক্ষের কথা, যত নৃজিয়াছেন ধাতা, পুতি পক্ষী  
 সেই বনপক্ষে ॥ নীরের নিখাল ভাব, বায়সের নেত্রভা  
 ব, হির বারি হেরি হরে চিত ॥ স্থানে স্থানে কমলিনী

হয়ে আছে পুকাশিনি, নাথা ভাবে অমুদী মুদিত ॥ ম  
রোরুহ পত্র করে, লয়ে মাত্র বারিকরে, উঠিয়াছে  
নোপান উপরে । হেন কালে ক্রতকরি, সম্মুখে আসিয়া  
করী, ধরিতারে নিলশিরোপরে । কাঞ্চীপুরে রাজ্য শূন্য,  
করীঅনে হয়ে ক্ষুণ্ণ, ভ্রমণ করিয়া বহু দেশ । হেরি রূপ  
মনোহর, লয়ে তারে পৃষ্ঠোপর, কাঞ্চীপুরে করিন ন  
রেশ ॥ নে রাজ্যের এইরূতি, পূর্বাপর আছে নীতি, বা  
রণ মননে হয় ভূপু । শারির শিরের গুণে, মুখে বসে  
সিঁদ্বা মনে, ধাতার লিখন অপকৃপ ॥ এথা স্বর্ণ মালী  
দখি, অনেক বিলহ দেখি, মনে বহু উপজিন ভয় । উ  
দ্বিষ হয়ে মনে, মহোদর অনেহণে, হয়ো পরে উপবি  
ত্ত হয় ॥ হেরি বহু বৃক্ষছিন্ন, পাইয়া পথের চিহ্ন, স  
মোহরে উপনীত হয় । না হেরিয়া মহোদরে, শিরে ক  
রাঘাত করে, পরে হেরে বৃক্ষে বান্দা হয় ॥ জীবন করি  
ক্ষ, পান, জীবনে জীবন পান, শোক চিত্তে দাগান সে  
পানে । বিধিবিধি করে বাহ্য, কহ কে থগুবে তাহা  
দুঃখসুখ অদৃষ্টের গুণে ॥ নৃপ অশ্ব গেছে চোরে, তরু  
রে নিশাচরে, দৈব যোগে উপনীত তথা । হেরি দুই  
অশ্ববরে, বাহিলেক সাধুকরে, বলে চোর আর জাবে  
কোথা ॥ দুখের উপরে দুখ, সাধুসুত অধো মুখ, ঈশ্বরে  
স্মরণ করে মনে । হরষিত নৃপদূত, বাহিলে বণিক সুত,  
আনিলেক নৃপ সমিধানে ॥ স্বর্ণকেতু নৃপবর, না চিনিয়া  
মহোদর, অনুমতি দিল নাশিবারে । কোটালে ধরিয়া

তায়, বিনাশিতে লয়েজায়, স্বর্ণমালী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে  
 কহে হে জল্লাদ ভাই, পুণ ভিক্সা তবঠাই, পাই যদি  
 দিব বহু রত। সদাগর এতবলি, করিয়ে করাঞ্জলি, হা  
 স্য করে করি বহু যত ॥ রতেতে পুণিত কর, করে করি  
 দিয়াকর, পুণ পাইয়া জল্লাদের স্থানে। সে সঙ্কটে পে  
 য়ে আণ, নগরের মধ্যে যান, পুণ তৃপ্ত জন্য জলপানে ॥  
 জলপান করি পরে, পরে জিজ্ঞাসেন পরে, বঞ্চিবারে  
 আগত সর্দারী। কেহ নাহি দিল স্থান, ভ্রুনিছেন  
 নানা স্থান, স্থান জন্য ঠেকে দায় ভারী ॥

পর্যায় ॥

নগরে নাহিক কেহ স্থান

দিল তায়। ভাবনা হইল ভারি কি করে নিশায় ॥ দৈ  
 বের বিচিত্র বল লগ্নে কোন জন। গণিকা আনয় এক ক  
 রিল দশন ॥ সম্মুখে নেহারি সেই পুরী মনোহর। দৌ  
 দারিকে জিজ্ঞাসা করেণ সদাগর ॥ কহ দ্বার গাল ন  
 ত, তরু মমস্থান। কাহার আনয় এই হেরি বিদ্যমান  
 দ্বারি কয় মহাশয় শুন পরিচয়। পদ্মিনী নামেতে এই  
 বেশ্যার আনয় ॥ অপকপ কপতার তদকপ পণ। ঘণ্টা  
 পুতি লক্ষ তক্ষা পণ নিকপণ ॥ এই কপ লয় পণ করিয়া  
 গৌরব। যোজন পর্যন্ত তার অঙ্কের সৌরভ ॥ শুনি স্বর্ণ  
 মালী কহেহয়ে হরষিত। দ্বারেতে আছয়ে কেন ঘণ্টা বি  
 পরীত ॥ ঘণ্টায় নইবে টাকা এই তার পণ। এ ঘণ্টায়  
 কিবাহয় কহ বিবরণ ॥ অনুমানে মনেবুঝি আছে আ  
 দ্য অন্ত। তত্রাপি তাহার স্থানে সুধায় তদন্ত ॥ দ্বারি ক

য যাহাশয় স্বদেশি না হবে । বিশেষিরা সেতদন্তু কহি  
 শুন তবে ॥ যতঘণ্টা বঙ্কিবারে বাক্সিবে যামিনী ৷ ঘণ্টা  
 র ধ্বনিতে মনে জানিবেক ধনী ॥ একবার ধ্বনি কৈল ল  
 ক্ত তঙ্কা যায় । কেমন কপনী ইথে বুঝহ তাহার ॥  
 শুনিলুটি চিত্র সাধু ঘণ্টা পাণেজায় । বাজাইল বহুবার  
 নাহিক নিগয় ॥ শুনিলনি আতশয় হয় ঘণ্টার ধ্বনি । প  
 রিচারিকারে ডাকি পাঠায় অমনি ॥ মন চোরা মরু হ  
 রা নামে দুই দাসী । সদাগর সন্নি ধানে উত্তরিল আনি  
 ঘোড়া কানকপ দেরিহইয়া মোহিত । পরিচয় দিতে বা  
 ক্ত হইল রসিত ॥ মনেভাবে এ ঘোড়ার মধ্যে এক ক  
 ম । গাইলে পবনমুখ সফল জীবন ॥ মনোচোরা দাসীম  
 ন দৃষ্টে করেচুরি । বলবুদ্ধি মরুহর । লিল মরুহরি ॥ চি  
 ত্রকর চিত্রপুায় হয় ছির চিত্র । কহে দ্বিজ কালীপদ এ  
 কোন বিচিত্র ॥ দাসী আনি উদাস করিল বাদিন । সে  
 খণ লাবণ্যদুকে কি হবে তখন ॥

পয়ার ॥ দাসি হাসী সদাগরে করি  
 সমাদর । সমতেতে লয়ে যায় অন্ধর ভিতর ॥ উভয়ে  
 উভয় পদ করি পুঞ্জালন । বসি বারে দিল আনিরত  
 সিন্ধাসন ॥ পূর্বে যে মিষ্টারসব আয়োজন ছিল । স  
 দাগরে সমাদরে ভঙ্কিবারে দিল ॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে  
 পদ্মিনী কপসী । বণিকের সম্মুখেতে উত্তরিল আসি ॥  
 ধরি অপকপ কপ সেই কপ বতী । জ্ঞানহয় কামেছাড়ি  
 আসিয়াছে রতি ॥ তাহার কপের তুল্য অতুল্য রূপতে

অঙ্কের মৌরভ যায় যোজনেক পাথে ॥ তড়িতের ছটা  
 যিনি অঙ্কের বরণ । অনঙ্গ হেরিলে অঙ্গ করয়ে দাহন ॥  
 সুবর্ণ সুবর্ণ নহে সে বণের কাছে । লাঞ্জে লুকাইতে যা  
 য় অনলের মাঝে ॥ বারম্বার তেজে তনু হেরিয়া সুবস্ত্র  
 বস্ত্রের পরশে চায় হইতে সুবস্ত্র ॥ বদনে শরদ চাঁদ তুল  
 না তাহার । অটিল দন্তল করে চামরে ছিকার ॥ তিল  
 কুল পড়ে ধরা হেরি তার নাশ ॥ চুরি করে চাতুরিতে  
 কোকিলের ভাষা ॥ হেরি আখি অরঙ্গিণী বিগিনে প  
 লায় । দন্ত হেরি মুক্তা লাঞ্জে সাগরে লুকায় ॥ শ্রুতি হে  
 রি গুণিনী বাধর হয়েরয় । কণ্ঠেতে অগুতকষু অষু পুবে  
 শয় ॥ সুমেকুর শৃঙ্গ পড়ে হেরিকুচ গিরি । তাহাতে  
 নিশ্চিত লঙ্কা । রাঙ্গন নগরী ॥ কটী হেরি কটীভয় করি  
 করী অরি । কটী লুকাইল গৌরি পদাশুয় করি ॥ নাভি  
 পদ্ম হেরি পদ্ম লজ্জা মানি মনে । অষু মাঝে অঙ্গ রাখে  
 সেই অভি মানে ॥ নেহারিয়া অপকপ নিতম্ব গঠন । ধর  
 ণী কাপিয়া উঠে যখন তখন ॥ রামরম্ভা তরু উক্সর  
 অতিশয় । চরণ তুলনা রক্ত কমলেতে হয় ॥

পয়ার ।

হেরিয়া তাহার কপ সাধুর  
 মন্দন । সিংহাসন হইতে পড়ে হইয়ে অচেতন ॥ সুব  
 স্ত্র বিবস্ত্র পায় দেখিতে দেখিতে । তুরায় পদ্মিনী গিয়া  
 ধরে সাধু মুতে ॥ সুগন্ধি গোলাপ অঙ্কে করয়ে সিঞ্চন ।  
 যে পুকারে সদাগরের হইবে চেতন ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব  
 পরে সন্নিহিত পাইয়া । পদ্মিনীর পুতি সাধু কহে সছো

ধিয়া ॥ বলে শুন সুবদনি আমার কাহিনী । মর্তে নাহি  
 দেখি কতু এমন কামিনী ॥ যে রূপ রূপসী তমি কহনে  
 নাযায় । শরোষ চাঁদের তুল্য হয় কিনা হয় ॥ এই রূপ  
 সদাগর কহে মোহিনীরে । সেই রূপ বারাহণা পুশ্যেনে  
 তাঁরে ॥ এই রূপ বাক্য ক্রমে অধেক কামিনী । তদ  
 শুনে সাধু করে ধরিয়া কামিনী ॥ গণিকার সীতি নীতি  
 আচুয়ে যেমন । সেই রূপ অঙ্ক ভঞ্জে ভুক্ত করে মন । সহ  
 চরি গণে নারী করিয়া বিদায় । সমাদরে সদাগরে পান  
 কে বসায় ॥ খটাই উপরি অঙ্ক বারাহণা মনে । কিসুখে  
 রহিল নিশা ভেবে দেখ মনে ॥ এই রূপ কৌরকে গভ  
 বিভাবরী । তিনির তেজিল তনু হেরি তিমিরারি ॥ ভা  
 স্করে তঙ্কর তুল্য দেখে সাধু সুত । চিত্ত মধ্যে চিত্তিত  
 হইল যথোচিত ॥ গাত্রোপ্থান করি পরে আসিয়া বসি  
 রে । ক্রমে পুাতঃ ক্রিয়া সব সনগণ করে ॥ পরে কহে  
 পুয়সিরে শুনহ কাহিনী । নগর হইতে আন উভয় না  
 চনী ॥ নৃত্য গীত মহোৎসবে লক্ষতক্ষা ব্যায় । করিবেক  
 খদবধি থাকিব আলয় ॥ শুনিয়া সম্রাট তাহে হইয়া  
 যুবতী । নিত্য নিত্য নৃত্য গীতে বঞ্চে রসবতী ॥ এই রূ  
 প কিছু দিন সদানন্দে যায় । উভয়ে উভয়পুয়ে মোহি  
 ত উভয় ॥ দিবা বিভা বরি তাহে গীত বাদ্য রত । বাই  
 থে মটা কতো বাজি করে নানা মত ॥ সদাগর উনমত  
 গিরিতে তাহার । দিনে দিনে মনে মানে স্ত্রী আপনার  
 দেখিয়া তাহার ভাব দ্বিজ কাজি পদ । কহে সাব ধান



সাধু ঘা টেবে বিপদ ॥

লঘু ত্রিপদী ॥

এইকপ নৃত্য, হয় নিত্য, নিত্য বাড়ে নবরস । নিত্য অর্থ কয়, নাহি ভাবে ভয়, পুণ্যের হইয়া রস ॥ একপ নৃত্যেতে, কিছু দিন গতে, ধনের নিদ্রান গায় । অবশেষে ধনি, হইয়া নিদ্রান, বণি করে গিয়া কয় ॥ শুন মহাশয়, অর্থ হৈল কয়, ধনাগা ই হৈল খালি । পূর্বের সঞ্চিত, বা ছিল কিস্তি, বঞ্চিত এবে সকলি ॥ নিত্যাধিক ব্যয়, মাস গত হয়, হিসাবে অতিত কর । শুন পুণ্যদন, দিলে কিছু ধন, সমুদয় যায় মোর ॥ শুনি সাধু পুণ্য, হয়ে হৃষ্টচিত্ত, যাইয়া শু শু আগারে । হাসিতে পুকাশি, রতের রাশি, আসি দিল কামিনিরে ॥ হেরি বহুধন, উল্লাসিত মন, যতনে গৃহণ করে । রমণী বিষয়, হৈল অতিশয়, নিশ্চয় করিতে নারে ॥ বুদ্ধি অতিশয়, গণিকার হয়, ঘোণেরে ভুলিতে পারে । পুণ্ড্র হয়ে রত, বণিকেরে যত, অতিশয় বুদ্ধি করে ॥ সদত মতকে, তকে তকে থেকে, নিশ্চয় করিতে নারে । নষ্টবুদ্ধি মতি, চিন্তাকরি অতি, হৃদয়েতে স্থির করে ॥ বস্তুর গুণেতে, উদর হইতে, উদারয়ে বহরত । নহে মহৌষধি, মন্ত্র তন্ত্র আদি, মন এই যুক্তি ভিন্ন ॥ এইরূপে কত, দিবাহলে গত, সদাগরে গিয়া কয় । শুন মহাশয়, অর্থ হৈল কয়, পূর্বমত সমুদয় ॥ শুনিয়া তখন, সাধুর নন্দন, পুরাইতে সে বাসনা । করি শীঘ্র গতি করিলেন গতি, সঙ্কলিল বারাহুণা ॥ সন্তোষে দম্যতি,

মাধুর সন্ততি, কেমনে জানিবে মনে । পায়ে ধরু গুরু,  
ঘটালেক গুরু বয়ান ঢাকি বসনে ॥ করাত সুধাময়,  
হাস্যেতে পুকাশ্য, অমূল্য নিধি রাশি । থাকি  
পবাক্ষ, নয়নে পুতাক্ষে, দেখে তা গণিকা কপালী ॥  
তা দেখি তখন, ভাবে মনে মন, কিধন আছে উদরে ।  
বলে মরি মরি, বিন মেহ হরি, যেন পারি নরিবারে ॥  
এত বলি বেগে, গিয়া তার আগে, বসে পুর ইয়ে মা  
ধু । হেন কালে ধন, লইয়া তখন, পণিকারে দিন না  
ধু ॥ তৎপরে দুখন, পুঁ - নাসাপন, করি বহুক্ষণ প  
রে । লইলে বামিনী, লইয়া কামিনী, মহা দুখেতে নি  
হবে ॥ অন্ধগত নিশি, ছেদিয়া ভয়ানী, মনে হৈল  
বায়ানন । কিকপে সেধন, করিলে করণ, আরন্তিল  
জনতণা ॥ শেষে সদুপায়, মন্তণাজ পায়, বলে আর  
দোখা যায় । খাওয়াইয়া ফাঁকি, লেব দিয়া ফাঁকি, ব  
ধন করায়ৈ তায় ॥ যদি এ কপেতে, না পারি লইতে,  
অব বিদরি উদর । একপ কুমতি, করিলেক মতি, নি  
ধি অভিভেত মত্তর ॥

পয়ার ॥ একপে পদ্মিনী যুক্তি করি নিজমনে ।  
বমনের দুব্য দিল মাদকের সনে ॥ মাধুসুত পিপাসি  
ত বুঝি দুষ্কমতি । মুরা আনি তার করে দিল শীঘ্র গ  
তি ॥ মুরাপান করিপান বহু বিধ কেশ । বমনেতে  
বাহ্য জ্ঞান হারাইল শেষ ॥ শোণিত উদগারে হয় মন

শয়ন করিল । বহু দুঃখে শুক শির করিল বমন ॥ অব  
 সন্ন কলেবর হরনেত্র তারা । নুটাইয়া পড়ে ক্ষিতি নে  
 ত্রে বহু ধারা ॥ কুলটার কুমন্ত্রণা কে বুঝিতে পারে ।  
 মায়াতে মায়াবী হয় তুল্য নিশাচরে ॥ সাধুসুত নৃচ্ছা  
 গত সেই অনুসারে । গণিকা যাইয়া তথা বমন নেহা  
 রে ॥ বমন ধুইয়া ধান পাইল তখন । মাংস পিণ্ডা  
 করে এক সুবস্ত্র বরণ ॥ নিষিদ্ধানে সেই বস্তু করিয়া  
 ভক্ষণ । পরমুখ করি সুখী হইল তখন ॥ সদাগর অঙ্কে  
 দিয়া অগৌর চন্দন । বহু যতনেতে তার করিল চিত্র  
 ন ॥ সুবন্দু ভোজন দিয়া করি পরিতোষ । পাত বাদ্য  
 রঙ্গ রসে জন্মায় সন্তোষ ॥ তৎপরে অশঙ্ক করে পুণ্য  
 য় গগণে । তানু চনু পুলাখিলা আনিয়া বিমানে ॥ দি  
 বার পুকাশ্ দেখি বণিক নন্দন । সান পূজা আদায়  
 দি করিল তখন ॥ ভোজনাতে আশ্রিত করিল নৃত্য গী  
 ত । নানারূপ রঞ্জে করে মধুর মদীত ॥ গায়ক আময়ে  
 বহু তাহার ভবনে । মধুর নৃম্বর ভরি গায় জনৈকনে ॥  
 এইরূপ সদানন্দে মোহিত সকলে । দিনাঙ্কতে দিন না  
 থ অস্তা চক্ষু চলে ॥ হইল তিমির নয় তিমিরারি গ  
 তে । পরিচায়িকার বাতি জ্বালে চারি ভিতে ॥ পুন  
 কে আলোক জ্বালি করিল সম্পূর্ণ । উদয় হইল যেন  
 আমি নোম পূর্ণ ॥ বিভাবরী হেরি সবে করি ভলপা  
 ন । চর্ষণ করিয়া পান মনে সুখ পান ॥ তানপুরা পূজা  
 পূজা যারিতেছে তান । মধুর তানেতে গায় সুমধুর গা

ন ॥ পাখোয়াজ মন্তুষ্য মধুর মেতারা ॥ তবলা ঢোল  
ক বীণ বাঁজায় মেতারা ॥ বেহালা মন্দিরা বাজে নু  
ধুর বীণা ॥ নাহি কোন অন্যরূপ গীত বাদ্য বিণা ॥ প  
ত্রমার্থ তন্ত্র গায় কীঠনার্থ সব ॥ ভাবকে পাইকে ভা  
ভেবে সারা সব ॥

গীত বখা ॥ এখনহে মানব সব সুখাস্তর উল্লা  
স্যানি ॥ যাঁহিতে পারিবি যাঁহে নিত্যনিক নিবেতন ॥  
ছাড় তবে কদম্ব ভাব, স্বভাবে ভাবহ ভব, আক্ষেপে ভা  
বনা ভব, হয়না কি অরণ ॥ ভাই বন্ধু মৃত দরিদ্র জনে,  
জেন হও নারা, বলা ভাই দারার দারা, হবেনা কাজ কা  
রণ ॥ মানব মরিলে সব, দিব্যাক হইবে মদ, তখন কি  
হবে ভাব, কোথা করিলে গমন ॥

গায়ার ॥ অতঃপর নৃত্যগীত করিয়া রহিত ॥ শ  
য্যোগালে যায় বামা মাধুর সহিত ॥ ভাঁড়িত বরণী ধনী  
পরি সাধুকরে ॥ শয়ন করিল যবে সখ শাম্যোগারে ॥  
পুখমেতে বাক্য যুদ্ধ গারে অজবল ॥ যুদ্ধ চলে রস কী  
ড়া ক্রমেতে পুবল ॥ কতু কতু মল্ল যুদ্ধে উন্মত্ত হয় ॥  
নমান সুরত রণে উন্মত্ত নয় ॥ রঞ্জে বঞ্চে মুণ্ডে মুণ্ডে  
ভুজ তড় তড়ী ॥ করায়াত দস্তাযাত শব্দ চড় বড়ী ॥  
কতু পড়ে কতু উঠে বঞ্চে তাড়া ভাড়ী ॥ গড়া গড়ী যাব  
দৌহে করি গড়া বড়ী ॥ অবশেষে সদাগর পূরিতা স  
কান ॥ কোপকরি কামিনীরে মারে অগ্নিবাণ ॥ বাণহে  
রি বরাননা আতঙ্কে শিউরে ॥ যুড়িল বরুণ বাণ মল্ল

গুণ করে ॥ হতাসন হত হয় জনের পরশে ॥ সুখ বারি  
 হেরি দৌহে সুখার্ভবে ভাসেন ॥ অপরে সম্বরে মুখ অ  
 স্বরেতে লাজে ॥ মদুস্বরে হাস্য করে লজ্জাকর কাজে ॥  
 সুখ সাধে মগ মন বণিক তনয় ॥ বণিক তনয় যেন ব  
 ণিক তনয় ॥ কহে দ্বিজ কালিপদ শুন সাধু সুত ॥  
 ভাবিলেনা পেয়েছোকি শান্তি সমুচিতামামান্য সুখে  
 তে এত মগ করি চিত ॥ শুক নাশা মুখে তুমি হয়েছো  
 বকিত ॥

চুপ্ত সিপদী ॥ একপ দুজন, কথোপ কথন, গপপে  
 শব্দ স্বল্প নরকরা ॥ সুখ হতে শেষ, নিশা হয় শেষ, বিদ  
 য়ে উদয়ে তিমিরারি ॥ ত্যেজি নিদ্রাসন উঠিয়া তখন,  
 পুাতঃ ক্রিয়া ক্রমে সব সায়ে ॥ শিবের অন্ননা, গৌরি  
 আরাধনা, করেদিয়া নানা উপহারে ॥ পূজা সাঙ্গ পরে,  
 বসিয়া আহারে, খাইলেক নানা বিধ খাদ্য ॥ বিকালে  
 সকলে, মহা কোলাহলে, আরম্ভ করিল গীত বাদ্য ॥  
 রজনী যোগেতে, পদ্মিনী সহিতে, সুখেতে বঞ্চে সুখ  
 যামিনী ॥ এই রূপে কত, দিবা হতে গত, সাধু সুতে বি  
 রত কামিনী ॥ দিনে দিনে ধনী, পুসারিয়ে মণি, নগরে  
 তে হয় মহাধনী ॥ সবে জানা জানি, করে কাণা কাণি,  
 নগরে উঠিল মহাধুনি ॥ সারি নিজ কার্য, বণিকেরে  
 ত্যজ্য, করিবারে মনেভাবে রামা ॥ জলটা স্বভাবে, সে  
 চাবে অভাবে, পুমে একবারে দিল কমা ॥ করিয়া ছ  
 লনা, কহিছে লজনা, ধন দিয়া মোরে তোষ নাথ ॥ শুনি

করা করে, গিয়া গুপ্তাগারে, নিধিসূরনে হলে নানাথ ॥  
বিকল সে যত, না কলে সে রত, আসিতে যে কলিন  
অসুখ । দিন হৈল দিন, গতৌ সুখ দিন, বিহনে উভয়া  
হুজ শূক ॥ বলে ন বকিত, করি সুখ চিত, ননো সুখ  
নিজ সুখ নাশি । বিকল সে কন, কলিত যে কল, কিক  
ল হনো শুক নাশি ॥ করি হাণবন, করিল সমন, করি  
ল নিষ্ঠান্ত উদাসি । আমার এ চিত্তে, তুলে পুয় চিত্তে,  
চিস্তিতে হইল দিব্য নিশি ॥ কহে কালি পদ, চিত্ত কা  
লিপদ, কেন এত কর মিছে চিত্তে । চিত্তিলে অচিত্তে,  
হইবে অচিত্তে, অচিত্তায় যাইবে এ চিত্তে ॥

পয়ার ॥ : আশ্বাসে নিরাশ হয়ে জনপের ধন ।  
ক, মনে গণিকার নিকটে গমন ॥ আনন্স বলিন নতি  
তিভূতির মন । নেত্রিতে বহিছে নী বভ্রাবিয়া বিষণ ॥  
লাবণ্য সুবস্ত ছিন জিনিয়া সুবস্ত । দেখ ক্রমে নতি ভু  
মে সেবস্ত বিবস্ত ॥ সদাগরে আনিবারে দেখি দুর হ  
তে । লজ্জায় লুকাই ধনী আপন গুণেতে ॥ মন চাইবগণে  
জাকি কহেন তখন । শুননবে সবিশেষ আমার বচন ॥  
সখ্য নিদন ধন কি দিবে এখন । অতএব আর তারে  
নাহি পুয়োজন ॥ তাই ভাই নৃধাই আর দিবেল ব্যাকি ।  
হবে পুয় দশ লক্ষ মুদ্রা হৈল ব্যাকি ॥ এখন আমার গু  
ণে কেননে বা রণ । হেথা আসিবারে তারে করণে বা  
ণ ॥ শুনি বলে দাসীগণে করি নিবেদন । একপ বনিতে  
তব হয় নি বেদন ॥ অতএব ঠান্ডরাশী ছাড়হ এপণ ॥

দশ লক্ষ মুদ্রা তাঁর বাচা নহে পণ ॥ তাহে সদাগর হয়  
 জ্ঞান বান্ধণী । আমরা সকলে তাহে ধনি মধ্যে গ  
 ণি ॥ যার ধনে আপনার হৈল এত ধন । কেমনে বজ্জন  
 তুমি করিবে সে ধন ॥ তাই বলি এ তোমার নহেতে  
 উচিত । একপ কাঁহিতে তাহে বিদরয়ে চিত ॥ শুনিয়া  
 নোহিনী ক্রোধে কহে দাসী পুতি । একি তোমর রীতি দা  
 সী আমাতে অর্পুতি ॥ আমার মনেতে তাহে হয়েছে  
 বিগুণ । আগুণ তোমার মৃথে কাথানিস্ গুণ ॥ চিরক  
 ল সকলেতে খাও মম পন । নাহি লাজ সুখ্যাতি করহ  
 মম পর ॥ শুনি স্ কঠিন বাণী মথিরা কাতর । শাংগ  
 তি করে গতি যথা সদাগর ॥ বদন চাকিয়া তার, সদাগ  
 রে কয় । ঠাঙ্গরাণীর অনুমতি ত্যজিতে আলয় ॥ এজ  
 ন ত্যজিয়া এবে করহ পুঙ্খান । যে হলেতে বাঙ্খ তথ  
 করণে পয়ান ॥ নিঃসুর উত্তরে মাধু নাকরি উত্তর । অ  
 নি লৈয়া পুরী ছাড়ি চলিল উত্তর ॥ পূর্ণাবধি হুড়ত  
 র সঙ্কেতে আছয় ॥ শুকের শোণিত গুণে তীক্ষু অতিশ  
 য় ॥ কান্দিতে কান্দিতে যায় পেয়ে বহু দুঃখ । দাবান  
 ল সম দুঃখানলে পোড়ে বুক ॥ কভু ভাবে জীবনে  
 দিব বাকি শিলা ॥ নতবা ত্যজিব পুণ গলে হানি স  
 লা ॥ একপ ভাবিয়া প্রাম মধ্য দিয়া যায় । পাপল ব  
 লিয়া লোক ধূলা দেয় গায় ॥ সদাগর বলে নোরে বিবা  
 তা বিগুণ । সেই জন্য দেয় সবে কাটা বায়ে লুণ ॥ এই  
 রূপ বহু রূপ করিল ভাবনা । কি দুঃখে রহিল মবে কর

হু ভাবনা ॥ দাবানলে বন দগু দেখে সৰ্কজান ॥ মনান  
লে পোড়ে মন জানিবে কেমনে ॥ যার মন সেই জানে  
মনের বেদনা ॥ অন্য কি জানিবে বল অনেরে যাতনা ॥  
কাননে পুবেশে শেষে কারনা মজনা ॥ তৎকালেতে শু  
ন এক দৈবের ঘটনা ॥ বিকট দশন এক নিশাচর গতি ॥  
গমনে পবন তুল্য করিতেছে গতি ॥ কিছানি কি মনে  
তার হইল তখন ॥ গতিরোম করিলেই পাইয়া কানন ॥  
অসীত বরণ অঙ্গ তাঙ্গুবর্ত কেশ ॥ তান ক্রম সম হু  
তরঙ্গর বেশ ॥ নেই জলে উল্ল ভুল্য শিরে জটা ভার ॥  
নিখামে নিগত বারু পুন্ডর আকার ॥ মৃ বস্ত্রের কোটা  
ছিল জটার ভিতরে ॥ বাহির করিয়া রাখে ধরণী উপ  
রে ॥ আচ্ছাদন যুক্ত তার করিল যখন ॥ রূপবতী কন  
এক দেখিল তখন ॥ তাহার কাছেতে এক কাম্য কোটা  
ছিল ॥ তাহার ওপেতে সৰ্ক দুব্যাদি পাইল ॥ নানা দুব্য  
আদ্য পায় বিছানা পানহ ॥ রহিল নিদ্রায় শেষ পুমা  
রিয়া অঙ্গ ॥ সিদ্ধ কোটা কোমরেতে করিয়া বন্ধন ॥ নি  
দ্রিত হইল শেষে হয়ে অচেতন ॥ কিবল জাগিয়া মাত্র  
আছিল রূপসী ॥ রূঢ়মান হয়ে ধনী শিররেতে বসি ॥  
যখন আসিতে ছিল সেই নর অরি ॥ লুকাইয়া ছিল না  
ধু বৃক্ষা শুল্ল করি ॥ অসুরে নিদ্রিত দোখ সাধুর নন্দন ॥  
দ্রুতগতি গিয়া তারে করিল ছেদন ॥ নর ভক্তকের ক্রয়  
করি মহাবলে ॥ সেভাবে অভয়দিয়া কামিনীকে বলে ॥  
নাহি ভয় পরিচয় দেখলো রূপসি ॥ কিনার কোপায়



ধাম্ কাহার মহিষী ॥ অনুমান্ হয় তুমি মানবী হই  
 বে । বিকপ ত্যজিয়া রান্না স্বরূপ করিবে ॥ সন্দেহ হ  
 য়েছে দেখে নিশাচর স্থানে । দুজ্জনের মধ্যে বাস হই  
 ল কেননে ॥ অনুপমা দেখি তব রাখিলাম পুণ । ভয়  
 নাহি করি আমি যায় যাবে পুণ ॥ শুনিয়া সুন্দরী ক  
 হে ঘোড় কর করে । নিঃসরে সুস্বর অতি নিমি পিক  
 বরে ॥ অবধান মহাশয় পরিচয় করি । মানব জনেতে  
 জন্ম নিশাচরী মহি ॥ অংন্য দেশ অধি পাতি চন্দ্রসেন  
 রাজা । নর লোকেরে নৃপাতিকে করে সবে পূজা ॥ তাহার  
 তনয়া আমি সত্য পরিচয় । অকপটে কহিলাম বিখ্যা  
 কিছনয় ॥ ভগ্নী ভ্রাতা নাই মম নাম সুধারতী । এক  
 কন্যা জন্ম সবার পুত্র ছিলাম অতি ॥ রাজস মহিতে  
 হয় যে কপে ঘটন । হৃদয়ে পাইবে শোক কারনে শব  
 ৭ ॥ কহে দ্বিজ কালীপদ শুন সদাগর । তোমারি হইতে  
 দুঃখনারির বিস্তর পায়ার ॥ এইযে রাজেন্দ্রমিনাশিলে  
 জীবনে । যুদ্ধেতে জিনিতে তারে নারে দেব গণে ॥ গি  
 লিবারে গিয়াছিল দেব দিবাকর । সেই ভয়ে ভানুরছে  
 গিয়া লক্ষান্তর ॥ আমার পিতার পুরী পুবেশিয়া ব  
 লে । ছল করি শোক এক মহি পালে বলে ॥ রাজ্য স  
 হ যাহে পিতা হইলেন ক্ষয় । এই সেই পুত্র কহি শুন  
 মহাশয় । শোক । অরবিন্দু নামে কন্যা বনমাঝে বাস । অ  
 রণ্য আশু ম কালে জীবন বিনাশ ॥ অসুর মহিষী তি  
 নি দ্বাত সব জন । তার আদ্য বস্ত্র ভূমি করহ গহণ ॥

যে জনে জীবন তিনি করেন ধারণ । সেই জনের পুত্র  
 মেতে করহ অপণ ॥ তাহাতে যাহার নাম হইবে  
 শন । জানিহ পৃথিবী পুত্র হন সেই জন ॥ তাহার ভ  
 কিলে যেবা হয় নন্দাবীৰ । তার শির হিতি হন পুত্র  
 পৃথিবীর ॥ শিব চকু দিয়া তায় করিয়া মিলন । সে  
 জনে এই শির ধরে কোন জন ॥ তাহার নন্দনে ম  
 র্যকন সেই বীর । মধ্যবল বান তার অক্ষয় শরীর ॥  
 সে জনের পুত্র ভক্ষ্য সেই দুঃখ হয় । কেহ তার মাতা  
 মার হইলে তনয় ॥ উত্তর করিতে পিতা না পারিল  
 তার । রাজকন সদনে হন স্ব রাজ্যে নন্দার ॥ সদাশর  
 পুত্র কন শুনহ শুনহি । পুত্রের উত্তর দিতে আমি ন  
 দি পারি ॥ ধনি বলে পুত্র উত্তর কর মহাশয় । বরিব  
 জোনারে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ দুরাচার রাজকন করি  
 যা কিল পান । যে দিতে উত্তর মোরে পাবে সেই জন ॥  
 যেন কপে বহু রাজা হইয়েছে নিধন । অদ্যপি বসিতে  
 না পারিল কোন জন ॥ সদাশর বলে শুন পুত্র বলি  
 তার । অরবিন্দু নামে কন্যা পদ্ম নাম তার ॥ অনুর স  
 সের নাম তাহার মহিষী । বন জীবনের নাম শুনহ  
 কপসী ॥ পদ্মের লইয়া পঃ বনের আদ্যে দিলে । পদ  
 মের নাম তাহে অনায়াসে মিলে ॥ তাহাকে ভকিলে  
 ব্যান বলবান হয় । সকলিতে খ্যাত তার শিরে মণি  
 রয় ॥ মণি অর্থ ৭ মণ্ড শিব চকু অর্থ ৩ তিন । এই শি

রে দশানন না ভাবিছ ভিন্ন ॥ নন্দন কানন তার নাশি  
 ল মারুতি ॥ তারঙ্গিণী ভঙ্ক্যকলা শুন রস বতি ॥ পূরী  
 বধি দেখি ইহা বিধির নৃজন ॥ কদলি ভাঙ্গিলে তরু  
 করয়ে ছেদন ॥ নারি বলে পুণে তুট করিলে যেকপ ॥  
 পুণ বাঁচাইলে তব নহে এ স্বরূপ ॥ অঙ্গীকার করিয়া  
 ছি করিব বরণ ॥ কহ এ কাননে কেন তব আগমন ॥  
 অন্তরেতে বাক্সা বড় হয় শুনি বারে ॥ আত্ম পরিচয়  
 পুণ্ড্র করিবে আশারে ॥ একাকি অরণ্য মাঝে দেখিয়া  
 তোমায় ॥ আনন্দ না হবে ভনি হেন জ্ঞান হয় ॥ হা  
 মিয়া কছেন তবে বণিক জনয় ॥ দেশ ত্যাগি বন বাস  
 সেই ক্রমে হয় ॥ শুনিয়া উভয় দুঃখ দুঃখিত উভয় ॥  
 অবশেষে বরাণনা বণিকেরে কর ॥ সঙ্কটে করিলে  
 কাণ মাঝি দুরাচার ॥ সেই জন্য দিব তব ফল্য পুরকা  
 র ॥ আচ্ছয়ে অপূর্ণ কোটা দুইটের কাঁকালে ॥ বন্ধন করি  
 য়া ফিল শয়নের কালে ॥ কাঁথ্য কোটা নাম তার শুভ  
 অসম্ভব ॥ যে দুব্য চাহিবে তাই করিবে পুসব ॥ শুনি  
 য়া কোটার কথা সাধু হরষিত ॥ কোঁট কাঁট করে তা  
 হা করিল তরিত ॥ সাধু বলে কোটা ভনি যদি সিদ্ধ  
 বান ॥ তুরায় আমারে এক দেহত বিমান ॥ দুজন বসি  
 তে পারি দৃশ্য ভাল হয় ॥ বহনের হয় যেন দৃশ্য ভা  
 ল হয় ॥ শুনহ সকলে সেই কোটার চরিত ॥ নেত্র পা  
 লিটেতে রথ হয় উপনীত ॥ রতেতে থচিত তাহা দে  
 খিতে বিচিত্র ॥ স্থির চিত্তে চিত্র করে করেছে সুচিত্র ॥

স্বর্গ সন দুইথানা মাগিকে চিত্ত । চিত্ত হরা চিত্ত ক  
রা দৃষ্টেহরে চিত্ত ॥ নয় চূড়া অষ্ট ঘোড়া সৎ যুক্ত পা  
খা । পুবাণ স্বর তার মাগিকের ঢাকা ॥ নাগেনেতে  
মাক্কাইল সহিত যুবতী । বিনামে উদয় যেন রতি র  
তি পতি ॥ বিনামে বিনামে করি অনেক ভ্রমণ । অব  
শেষে মৎস্য দেশে স্থির দরশন ॥ অপূর্ণ আনন্দ নল  
অমরের পুরী । বহু অটালিকা বহিয়াছে নারি সারি ॥  
সুবর্ণের ঘর কত সুবর্ণের দ্বার । স্থানে স্থানে অগ্নি ছ  
লে শোভা চমৎকার ॥ এমন অপূর্ণ পুরী সব খুন্স  
কার । নগরের মধ্যে নাহি অমর্য সঞ্চার ॥ বহুক্ষণ  
ধি করি নগরে ভ্রমণ । দেখা কো দায় দুখানতী করিম যো  
দন । বহু অট বুদ্ধাটেরা সাধুর নন্দন ॥ প্রবেশ করি  
ন তার জনক ভুবন ॥ কিন্তু বাসে ভয় বানে অস্তরে  
দোহার । দ্বিজ কালি পদ কহে বচিয়া পমার ॥

॥ ত্রিপদী চন্দ ॥

পুবেলিয়া স্বর্গ পুরী, ননাগরের ভয় ভারি, স্থানে  
স্থানে হেরি নর শির । ব্রাহ্মসে করেছে ক্ষয়, গৃহ অয়  
অহিময়, দৃষ্টেহর কল্মিত শরীর ॥ তখন র যণী কয়,  
কেন মিছে কর ভয়, অনুমতি কর কোটা বারে । যজ্ঞ র  
ক্ষ কি কিয়রে, অমর অমর নরে, ত্রি সৎসারে আর ভ  
য় করে ॥ কাছে আছে কোটা সিদ্ধ, তার বলে কাথ  
সিদ্ধ, অসাধ্য কি আছে এ সৎসারে । পাইয়া অস্তম  
সুখ, হয়ে আছে অধো মুখ, পূর্ণদুঃখ সারিয়া অস্তরে ॥

ভাল শাস্তি দিব তার, তাব নাকি আছে তার, অহি  
 সার করিব তাহার । এতেক কহিয়া ধনি, খুলিয়া তার  
 ঢাকনি, কহে শুন কাহিনি আমার ॥ মনে আছি অ  
 ভি নাথী, মজি দেহ দাস দাসী, করিবারে গুরী পরি  
 যার । যে দেখি এসকল, রাশি রাশি আছে শব, দে  
 খি সব সাপ শবাকার ॥ শুনি বাক্য এসকল, কোটা  
 পুকাশিল বল, যোগ বল হৈতে তার জল । মূন্নি ভূ  
 ত্য বহু জন, করিলেক মমপণ, আদেশ করিল যেই ক  
 ম ॥ বিদ্যানা মশারি গদি-হিরক পুনাল আদি, আয়ো  
 জনে অস্ত্র অনসারে । হেন কালে সিবা কয়, বউন  
 সে তমোবস, আল ঢালি নাশে অঙ্ককারে ॥ অটলি  
 কা পরে গাব, ঘোঁসে আরোহণ করে, গুবে শিল সু স  
 জ্জিত বরে, । নাথরে রমণী কয়, শুন শুধে মহাশয়,  
 লাজ কর কাহিতে তোমারে ॥ বয়ক্রম গত যোল, বি  
 বাহ নারিক হল, চির কাল ভুঞ্জিলাম দুখে । পিতা  
 ভ্রাতা পর লোক, জাগিছে নেহাদে শোক, পুজা পতি  
 আমারে বৈমুখ ॥ বিশেষে করিছি পণ, সাধিবারে  
 হল মন, লহ পাণি বোড় পাণি মোর । এদিন সুদিন হ  
 য়, দীনে দিলে পদাশ্রয়, দুখে নিশি হয় তবে ভোর ॥  
 পেয়েছি এসুখ রাতি, নিশীতে কি বার তিথি, শুভ  
 শুভ সুখি হলে মন । পতি হলেমনোমত, পূজি হয় ম  
 নো রথ, স্বর্গ ভোগ হৈলে ও কানন । সদাগর হাসিকয়,  
 এ বাড়াকি ভাগে দয়, বৃদ্ধা যদি যাচি দেয় বর । না

চি মঞ্জী দেয় কড়ি, ইন্দু দেয় স্বর্ণ ছাড়ি, বশীভূত হয়ে  
থাকে হর ॥ দরিদ্রের পেনে জুখা, সে সময় পেনে ম  
খা, কহ সে কি করেনা ভক্ষণ ॥ খণ্ড যদি পদপায়, অর্কে  
র নোচন হয়, কথা কয় বাক রোধ জন ॥ এরা কিনা হ  
য় সুখী, কহ দেখি বিধ অধি, বাওনের করছয়ে চান্দ ॥  
রমণী বগাধের পায়, পুরুষ নিহক তারি, ধরে পাতি ন  
য়নের কাদ ॥ আমার বিরহানলে, নদত অন্তর জ্বলে,  
সেই কপ বাতনা তোমার ॥ বিলম্ব দিকল আর, করশী  
যু পুতি ফার, কারিবারে শোকের মণ্ড ফার ॥ এই কপে  
আজ্ঞাপন, উভয়ে উভয় মন, শোভ নিধু তারি বার আ  
শে ॥ তহে কবি কালি পদ, পর বলে ভাব পদ, বিরহ  
যাইবে অনায়াসে ॥

॥ একা বসি চন্দ্র ॥

একপ কহিয়া সাধুর নুত, বিবাহ করিতে হৈল উ  
দ্ধত, বলে কোটা শুন আমাদ নাগা ॥ পারি জাত নানা  
বেহতো খানি ॥ চলন অকুশ সুখক বাস ॥ বহু মূল্য  
বহু আনিয়া বাস ॥ পুঞ্জ পুঞ্জ করি পুরী আবাস ॥ পুঙ্ক  
কর নোর মনের আশ ॥ আরমানা দ্রব্য ব্যভাষ্য মতে ॥  
দুরায় তাহারে কহে আনিতে ॥ এতেক কাহিনি শুনি  
তাহার ॥ অনিল সুগন্ধি কনু ম হার ॥ বসন ভূষণ রতন  
আর ॥ মানা বস্ত্র বস্ত্র বস্ত্র ন ভার ॥ খাদ্য নানা বিধ অ  
তি সুতার ॥ ধরণীতে ভ্রম্য নাহিক তার ॥ বিচিত্র বিচা  
না সুচিত্র অতি ॥ কিরণে অরুণ রতন জ্যোতি ॥ মঞ্জম

দি দিয়া সর্বত্র খচিত । দেবতা দুর্লভ সুলভ এত ॥  
 বেল আয়ি বাড় দেয়ান গিরি । সাজাইল গৃহে দু ধারি  
 করি ॥ বহুত পুহরি ঘারে আছয় । মাতকে তরঙ্গে আ  
 তঙ্ক হয় ॥ বহু দাস দাসী পুকাশি বলে । বণিক তনয়  
 নিকটে বলে ॥ মঘল সবল পুবল হল । আরপুয়ো জন  
 কি আছে বল ॥ শুনি সাধু বলে করিয়া হাস্য । নগরে  
 তে কর নর পুকাশ্য ॥ শুনিয়া সে কার্য সাধনে যায় ।  
 যদাধুন হেথা পড়ে বিয়ায় ॥ পারি জাত মালা করি  
 য়া করে । পরস্পর গলে পুদান করে ॥ মূল মন্ত্র মন অ  
 পিয়া তাতে । বিবাহ নির্দাহ গন্ধর্ব্ব মতে ॥ বহু ঙ্গণ  
 পুত্র আলাপ করে । সুখাদ্য দুব্যাদি ভোজন করে ॥  
 যখন দুজন থাইল পান । তখন সখীরা আরম্ভে গান ॥  
 যোগ বলে যত গায়কে গান । যোগানন্দ সম আরিছে  
 তান ॥ ছত্রিশ রাগিণী বড় রাগেতে । গাইছে গায়কে  
 রাগা রাগিতে ॥ ক্রমকে থমকে নাচিছে নাচনি । ক  
 নুঝন কনু নুপুঝনি । দোথয়া মধুর সেকাব্যরসামনোজ  
 শরেতে হোহে অবশ ॥ ঙ্গণেক বিলম্বিতে সুধা বতী ॥  
 দিশ্যাম জন্য দিল অনু মতি ॥ অন্য ঘরে তারা করি  
 নে গতি । পাতি মাথে রহে মাতে যুবতি ॥ শূকার ॥  
 বিরহ অনলে দহিয়া বালা । কান্ত পাশে না  
 শে সে সব জালা ॥ ভবন মোহন গগণ পায় । কামি  
 নী তৎ পরে চন্দ্রোদয় ॥ তারা তারা পায় কি শোভাক  
 রে । চিহ্নর মেঘে ঢাকে সুধা করে ॥ তড়িত উদয়

করিছে হাসি । নিখামে পুকাশ পবন আনি । কঙ্ক  
ণ সুধুনি করিছে ধনি । বিনামে যেমন ঘণ্টার ধনি ।  
অচ চুড়া হেন রথের কেত ॥ কর দিল সাধু সুখের হে  
ত । পানি কৃতি শুন মদনে ধন । দুবতির অতি পুফু  
ল্ল মন । নবীন তরুণী যুবক নেয়ে । অতি বেগে যায়  
তরুণী বেয়ে ॥ সুখান্তব মাঝে নবীন ভরী । তরুণ  
রঙ্গে উঠে সিন্ধরি । বলে উহ আর সহেনা বধু । অ  
কুনে কতই থাকিবে মধু । আজি রতি রহিতে  
মা দেহ । নাপারি সহিতে জ্বলিছে দেহ । সাধ বলে  
রস হে রস রতি । রতি রহ রস সুখের অতি । জানি  
তে পারিবে ক্রণেক পরে । ভয় ভয় ধনি কর অন্তরে ।  
দুখ বিনা সুখ কামার আছে । কহ শুনি ধনি জিলো  
ক মাঝে । দেখে যত দেব অসুর গণে । জলধি অস্থি  
ল সুধা কারণে ॥ বারিষি মড়িয়া পাইল দুখ । সে  
লেখায় সুধা করি কৌতক । তাই বলি তোমায় স  
বাদনি । মন্থনেতে কেন করিছ হাসি । নারী বলে কেন  
ভুলাত ভনি । সে সকল ভাল জানিহে আমি । বল  
দেখি নাথ পরে কি হল । পুন মন্ত্রে কেন উঠে হল  
হল । তাই বলি শুন হে পুণাধিক । পুথমে অসহ  
মহনাধিক । সাধু বলে ধনি ক্রণেক থাক । সুধার  
উত্পত্তি কৌতক দেখ । এই রূপ বহু বুঝায়ে তায় ।  
পুন হাল ধরি বসিল নায় । ঘন আলিঙ্গন করিছে  
দান । কভু মুখা মৃত করেণ পান । রতি আসে তার



দেখিয়া রতি । মন জে ব্যথিত ঘোহেতে অতি ॥  
বহু কষ্টে তারি কিনারা পায় । হালি বাকি মাঝি  
তটে দাণ্ডায় । একপ বিহার ঘোহার হয় । কিশোর  
র শেষ শশী পলায় । কহে কালি পদ তৎ পুনা  
মক । গুরু জন লাজে বস্তুনা শক । তজ্জন্য রহিত রস  
বস্তুণ । ক্রমিবে মেদোষ পাঠক গণ ॥

পয়ার ॥ স্বকার্য সাধিয়া ঘোহে বসিয়া পা  
লঙ্কে । দিব্য কাব্য করে কত নানা রস রঞ্জে ॥ নব  
পুন্ম বুঝি অতি পুন্ম আলাপন । করিতে করিতে হে  
রে উদয় তপন ॥ বলে নাথ দিন মাথ হুয়েছে উদয়  
নিশা । নাথ এত শীঘ্র হইলকি ক্ষয় ॥ মাঝ বলে ব  
রা ননা একি অনুচিত । তপন দিলেক তাপ চিতে য  
থোচিত ॥ বোধ হয় হয় নাই নয় তিন হবে । পাই  
য়া তোমাকে শীঘ্র ত্যজিতে কি হবে ॥ ভুক্তিমেজি  
বা উ পাই দিবা বিভা দুঃখ । অবশেষে এক পাই  
পাইলাম সুখ ॥ এই রূপ ভাকরে রে তিরস্কার করে  
গাত্রোত্থান করে পরে আইল বাহিরে ॥ গুতৃত্যয়ের বে  
ই নিখি আছে নিতি নিতি সেই অনুসারে সব সারে স  
ধু পতি ॥ নগরেতে কলরব মনুষ্যের শুনে । উল্লাস  
ত হইলেন আপনার মনে ॥ হেন কালে কাম্য কৌট  
কর ঘোড়ে কয় । এজনের নিবেদন শুন মহাশয় ॥ অ  
নু মতি করিলেন পূজা সৃজিবারে । মাধ্য মতে বস  
লেম বাসিন্দা নগরে ॥ দোকানি পসারি হাট বাজার

ব্যাপারী। বহুবিধ রূপবতী কুলবতী নারী ॥ চারি ব  
র্ণ সৈন্য করি অগণ্য পুস্তত ॥ জড়ি ধনন্যায় আর ক  
রানি রজপত ॥ অস্থগজ পদাতিক আর পশু নানা ॥ ন  
হবৎ বারিক গড় কে করে গণনা ॥ চিড়িয়া খানায় না  
না জন্তু দেখিতে উৎসব ॥ জন্মায় নরের মনে যে দেখে  
সে সব ॥ সদর অন্তরে ছিল কুসুম কানন ॥ জীবন তা  
জিতে ছিল বিহীনে জীবন ॥ উদ্যান পানকে তাহে ক  
রি নিয়োজিত ॥ ক্রমে সে সকল ফুল হবে পুষ্করি টট  
হাধ্য করে বাদ্য করে বাদ্য কর যারা ॥ করিয়াছি সুজ  
ন সুজন ননোহরা ॥ এমনি মধুরতারা বাজায় সুভাবে  
সে রবে কে রবে বল বিরস স্বভাবে ॥ টকারা টকারা  
বাজে সুমধুর ঢোল ॥ শাণী বেণা তানা বাজে মৃদু  
মাদোল ॥ রায় কাড়া জয় ঢাক বাজে জগ কম্প ॥ নাগ  
রা দগোড় উজ্জা শব্দে ধরা কম্প ॥ ঢামা ঢা ধামা ঢা বা  
জে লক্ষ লক্ষ কাশী ॥ কান্দ্য করতাল বাজে সুমধুর  
বাশী ॥ তুরী ভেরী ধুবুরী বাজায় মণ্ডমরা ॥ থল্লনী ড  
ম্‌ক বাজে মধুর সেতার ॥ শারে আর্গিন বীন বাজি  
তেছে বীণা ॥ ঢোলোক তবলা শিঙ্গা বাদ্য বাজে না  
না ॥ মন্দিরা তানপুরা বাজে বেহালা সারিন্দে ॥ পা  
খোয়াজ মেঘ রবে বাজায় আনন্দে ॥ বৈঠক খানায় হ  
য় বৈঠকো গাহনা ॥ অন্য অন্য দিকে বাজে অপর বাজ  
না ॥ অনুমতি অনুসারে সারিয়াছি কাজ ॥ আর কিক

রিব তাহা কহ যুবরাজ ॥ সদাগর বলে সব হুএছে স  
 ক্ষুণ্ণ । তথাপি না হয় মুখ রাজ্যে পদ ভিন্ন ॥ পাত্র  
 নিরাসভাসে সৃষ্টিয়া সকলে । নমুট করহ মোরে ধ  
 রণীর তলে ॥ শুনি সন্ত সিন্ধু বারি আনিয়া তখন ।  
 অভিষেক করি দিল রাজ্য নিঃস্বামন ॥ উজীর নাজীর  
 কত দেওয়ান মুননী । পেছার জমাদার দারোগা বক  
 সী ॥ পিরাদা পাইক ভাট নমুট সভায় । যোগ বলে  
 প্রকাশিত করিল প্রায় ॥ মৎস্য দেশে রাজত্ব পাইয়া  
 স্বস্ত মালী । সদানন্দে দিনে দিনে করিছেন কেলি ॥  
 মৎস্য দেশ স্থাপন হইল পুনরায় । কহে কাহ কালীপ  
 দ রচিনা ভাষায় ॥

খিগনী ॥ এই রূপ মৎস্য দেশে, সাধু সিংহাস  
 নে টবসে, নিত্য নিত্য ভঞ্জে নানা সুখ । দিনে রাজ্য  
 কার্য করে, রজনীতে অন্তঃপুরে, বঞ্চে কাল করিয়া কৌ  
 তুক ॥ শুনি বলি অতঃপর, কাঞ্চীপুর মহেশ্বর, স্বস্ত কে  
 তু নামে মহারাজ । রাজ্যে নাহি রোগ শোক, সর্বকা  
 ল সুখভোগ, রাম রাজ্য পায় পালে পুজা ॥ চারিটী  
 তনয় তাঁর, রাজা অতি ভাগ্যধার, ধরণীতে সবে করে  
 মান্য । যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত, সংকর্মে সদারত, যুধিষ্  
 ঠির তুল্য তাঁর পুণ্য ॥ রূপ রতী নামে নারী, রূপে নিম্ন  
 বিদ্যাধরী, তাঁর রূপ অসাধ্য বস্তু ॥ সে বরণ সু এমন,  
 নাজ পায় অতরণ, সে নারী রতির অতরণ ॥ রতী রূপে  
 রতি তার, অহঙ্কার ছারফার, হয় রূপ করিলে দমন ।

কে বলে সুবর্ত্ত সোণা, এখনি কি যার শুনা, করে সেই  
 রূপ নিরীক্ষণ ॥ যদি কোন গৃহে রয়, মনে হয় অগি য  
 য়, দৃষ্টে দুব পুরুষের মন ৷ অধিক কি কব আর, গর্জ  
 থক চপলার, লাভে হয় মেঘে সহরণ ॥ নিমির উপমা  
 তার, পক্ষপাৎ বিধাতার বহুশ্রমে করেন মূরন ৷ জা  
 পাদ যন্তক তার, বস্ত্রিবারে সাদ্যকার, অমুগম নাহি  
 ক তেনন ॥ স্থির চিত্তে শুন তবে, সে রূপের তুল্য গা  
 বে, যেইরূপ ধরেনেই ধনী ৷ সুখামনে সরাসরে, নারী  
 য় অশ্রুরেতে, আশ্রয়েন হইয়া মোহিনী ॥ দেখে নে  
 ই পুতি যুঁত, বাতাসে আপন কীর্তি, গুণপতি মূর্ত্তি  
 রাছেন তারে ৷ সে নারী মোহিনী রূপ, সদাজাগে তার  
 রূপ, দিজ কালী পদের অন্তরে ॥

মহারাজ ॥ একদিন মহারাজা যদি সিংহাসনে ৷  
 দেবাং হইল বাঞ্ছন বাইতে কাননে ॥ সৈন্যগণে সাজি  
 যারে করি অনুমতি ৷ মগয়ার সাক পরে পরিণ ভূপতি  
 লক্ষ লক্ষ রথীনায়ে অসংখ্য পদাতি ৷ তিন লক্ষ অশ্বার  
 চ হইলক্ষ হাতী ॥ চালি পাক রায় বাণে আর তিরন্দ  
 ত ৷ সাজিয়া চলিল সবে সহ মহারাজ ॥ কোতুকে ভূ  
 পতি আর মন্ত্রীদুই জন ৷ মনোহর মনোনেতে করি আ  
 রোহণ ॥ গমনে পবন পুয় পুবেশে বিপীনে ৷ নানা ব  
 র্ত্ত পশুগণে নাশিবারে মনে ॥ মহাভয়কর বন দীর্ঘ ত  
 রুবর ৷ নানা পক্ষী বিরাজিছে তালার উপর ॥ তল্লুক  
 শাদুল আর কেশরীর স্বর ৷ চারিদিকে উঠিতেছে বই ৷

মোরতরা। সৈন্যেতে সেবিগিনে পুৰোশ রাজনা বিগি  
 ন ব্যাপিয়া করে পশু আশ্রয় ॥ ধোমান বিমানো পরি  
 করে শরাসন । অধিকাংশ কুরঙ্গেরে কটিছে নিধন ॥  
 বহু বৃক বরাহ বানর আর হরি । স্ববলে সবার গুণ নই  
 তেছে হরি ॥ বহুবল নৃপদত্ত দশলক্ষ হয় । পশুপতি তু  
 ল্য পশুপতি করে ক্ষয় ॥ বিস্তীর্ণ বিগিন পুয় গণ্ডাশ  
 যোজন । মহাধুনি করি সবে করে পলায়ন ॥ দীঘ দীঘ  
 কপি হয় পর্কত আকার । দৃষ্টি মাত্রে সকলেরে করয়ে  
 সংহার ॥ কোপ বাগ্ কৃপ্ আর শাখা পঙ্কজেতে ।  
 সবে যায় সে সবার সমুখ হইতে ॥ এ কাণ্ডেও সুরা  
 রায় করিছে শীকার । তৎকালেতে শুন এক কাব্য চম  
 ওকার ॥ দৈব যাহা করে তাহা হইতেই চায় । সমুখ  
 তুরঙ্গী এক দেখিলেন রায় ॥ উঠে শূরা তুল্য বজ্রী না  
 বণ্য সৌন্দর্য্য । রক্তত বরণ অঙ্গগমনে মাধুর্য্য ॥ অখা  
 কাঙ্ক্ষী হয়ে ভূপ্ বলেন স্বীয় বলে । সমুখতে তুরঙ্গী  
 রে ধরহ সকলে ॥ যদি কার কাছ দিয়া তুরঙ্গী পলায় ।  
 অসির পরশে তারে নিব যমালয় ॥ নৃপতির অনুমতি  
 অতি ভয়ঙ্কর । গুণ ভয়ে সকলের কাপিছে অন্তর ॥  
 মহাবল বান্ তারা অতুল্যদ্ববল । সকলে মেলিয়া ধ  
 রে অখী মহাবন ॥ রাজন্যথন্ তায় হইল সওয়ার ।  
 মহাবেগ ভরে ঘুড়ী উড়ে শূন্যগগর ॥ ধরেশ্বর অখি  
 হৈতে হইয়া অধর । অবিরত স্রোত বহে নয়নের ধারা  
 ভাবে রায় গুণ যায় পড়িয়া বিপাকে । বলে হায় এ

কিহায় অধিনীর পাকে ॥ সমিলাম পুণ্ড্রপরি হেরি  
মনোহরা ॥ মনোহরা হয় হয়ে হয় পুণ্ড্র হরা ॥ চায় হা  
য় কি হইল অরণ্যেতে আসি ॥ হারাইলাম পুণ্ড্র  
পুণ্ড্রের পুণ্ড্রী ॥ অধিনী হইল মম মরণের মূল ॥ এই  
রূপ ভাবে ভূপনা দেখিয়া কুল ॥ অতি অল্প দিবা জা  
ছে এমন সময় ॥ বিক্ষয় গিরি পর্বতেতে উভরিল হয় ॥  
সকলে বিখ্যাত শৈল মহা ভয়ঙ্কর ॥ যাহার শব্দেতে  
চাকে দেব দিবা কর ॥ অগস্ত্যের আসা আশে অদ্যাপি  
মে আছে ॥ অবস্থিতি কৈল অখী গিয়া তার আশে ॥  
রাজা অচেতন্য সেই তুরঙ্গীর উপরে ॥ পীর ধীরে ধরা  
কাতো রাখে ধরাপরে ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার হইলে  
চেতন ॥ অক্ষি উন্মিলিয়া দেখে মহা যোরাবন ॥ স্বপক্ষ  
নাহিক কেহ কাছে অধি মাত্র ॥ স্থির ভাবে ভাবে যেন  
পুত্রলিকা চিত্র ॥ তৎ কালেতে শুন এক অপূর্ব ঘটন ॥  
দিন মণি অন্ত যায় নিশা আগমন ॥ নিশাকর অরণ্যে  
তে পুকাশিলে জ্যোতি ॥ পূর্বরূপ ত্যজি অখী হয় রূপ  
বতী ॥ কিবা অঙ্গবস্ত্র বস্ত্রে ছেন কোন জন ॥ যা দেখি  
কুদিত স্বস্ত্রে ঘৃণা করেমন ॥ বিনাযিত বিনে  
কুর বিভায় ॥ ব্যথিত হইয়া ব্যাল বিলে নিবসয় ॥ কিছু  
ছি ছি চামর চয় সে চিকুর তুল ॥ যারা করে অধিক অ  
রসিক সে গুলা ॥ কপাল ভূপালে শোভে সিন্দুরের  
বিন্দু ॥ জ্ঞান হয় অনন্যেতে সরোজীর বন্ধু ॥ সুধাংশু  
র অংশু মনে করিয়া বিশ্বাস ॥ অধরে কুমুদী গিয়া করি

যাচ্ছে বাস ॥ হেরি নিজ ধরুর স্বরূপে অনাদর । মানি  
 নী পদিনী পশে সলিলা ভিতর । তুর দেখি জ্ঞান হয়  
 মনে জেতু ধন । সকলে শাসিতে রাখি গিয়াছে অতন  
 খণ্ডম গণ্ডম দুই রঙ্গনায়া আখি । ক্রতি মনে নিম্নল  
 বশের গুব পাখি ॥ তিন ফল নহে তিন তল নাতে না  
 জা ॥ মনে কর পুরুষ কলের ধৈর্য নাশ ॥ পদ্মরাগ দপ  
 পদ্মকে দুই গণ্ড ২ চন্ডল করে করে যোগির যোগ  
 গণ্ড ॥ হায় সে দশনে তুলা এ দাড়িষ বীজ । যা হেরি  
 নিবীজ গণ হইল নিবীজ ॥ মানে নাহি কাল রেখা শো  
 ভিছে তাহার । তাহার সঙ্গেতে দিব উপমা কাহার ॥  
 চিবুকে কনাথে স্বামী বিন্দু পরায়েছে । নিম্নল শশি  
 তে যেম কলঙ্ক বটেছে ॥ গলদেশ কভুনয় বস্ত্রণ বিষয়  
 কণ্ঠে নীল কণ্ঠকুণ্ড হয় অতিশয় ॥ পরিসর উরে কচ কো  
 রক উভয় । যাহা হেরি মেরু চুড়া বলি ভয় হয় ॥ তদ  
 পরে গুভাবে বলকে মুক্তাহার । হিমালয় শৃঙ্গ কিম্বা  
 সুরধনা পার ॥ উদরে ত্রিবলী বলিবারে কেবা পারে ।  
 অম্বথের উচিত্তে সোপান বলি যারে ॥ গভীর নাভির  
 তুলা সরোবরে হয় । মনে নাহি মানে বলে হয় কিনা হ  
 ঞ্জ ॥ তাহাতে এমন ভাবে উঠে লোমাবলী । কুচকোক  
 ধিবারে যেম ব্যালা বলী ॥ বিপুল ভাবিনী বাহ বল  
 ন নুন্দর । দরশন করি করিশু ও ভাবে ডর ॥ চম্পক ক  
 লিকা গুলি অঙ্গু লি শোভায় । করমূলে বলয় সে সুন্দর  
 বলয় ॥ নিতর সুভার ভারি দেখি তার ঠাম । বিপন্নয়ী

রথচক খুইয়াছে কি নাম ॥ হায় হায় তত্পরে শোভে  
চন্দ্রহীন ॥ কি বাহার কি বাহু রত্ননিব তাহার ॥ কেশ  
দী কিশোর কোটি কনকীয় অতি ॥ কদলীর ক্রম দলি  
উরু রসবর্তী ॥ রত্নকোক নদমদ খণ্ডি শদধর ॥ নিম্নল  
নখেতে অতিশয় পুকাশয় ॥ সু রসিক কান্দোপদ ভাবি  
কালীপদ ॥ ভাবিতে ভাবক বলে বলে বলে গদ ॥

॥ পয়ার ॥

হেরিয়া তাহার রূপ ভাবিত ভপতি ॥ হয় হয়ে না  
সী হয় চমৎকৃত অতি ॥ বলে একি নিশাচরী কিম্বা বি  
দ্যাধরী ॥ আইল কাহার নারী বৃন্দিবারে নারি ॥ হেন  
অঙ্গরূপ রূপ কোথাও না দেখি ॥ একদৃষ্টে রহে রায় না  
ফেলিয়া অর্থি ॥ ভূপের বিকণ মন দেখিয়া কপনী  
অধরে নাথরে তার অউঅউ হাসি ॥ মহারাজা বহুরূপ  
চিন্তাকরি মনে ॥ অপরে জিজ্ঞাসা করে রসনার স্থানে ॥  
কহ শুনি মৃদঙ্গী কাহার কামিনী ॥ মদন মোহিনী কি  
ম্বা ইন্দুর ইন্দুনি ॥ যেকপ কপনী তুমি কহনে না যা  
য় ॥ যোগী ত্যজে যোগামন দেখিলে তোমায় ॥ স্বরূপ  
করিয়া রান্না করিবে আগায় ॥ মায়ারী মানবী কিম্বা  
ব্রাহ্মসী পায় ॥ সত্য কহ মুলোচনা পাইয়াছি তায় ॥  
এভয়ে ॥ অভয় দিয়া দেহ পরিচয় ॥ আছিলে অর্থি  
এখন দেখিয়ে মোহিনী ॥ সেকপ ত, কিম্বা মনে কহ  
বরানগী ॥ ধনী করি হাস্যধনি বলে দণ্ডধর ॥ ত্যজি ভ  
য় মহাশয় শুন অতঃপর ॥ মায়ারী দানবী নহি মুর পু



স্রী রাম । ইন্দুর নর্তকী আমি তিলোত্তমা নাম ॥ দি  
 খ্যাত এ ত্রিজগতে জানি নৃত্যগাত । দৃষ্টে অমরের হয়  
 চিত্ত পুলকিত ॥ একদিন সুরপুরে পরাশর পাবি । কৌ  
 তুক দেখিতে যায় হয়ে অভিনাষী ॥ মুনি রাজে সুরেশ্ব  
 র দেখিয়া তখন । পাদ্য তদ্য দিয়া দিল বসিতে আসন  
 মুনি বলে কহ ইন্দু তোমার কুশল । শক্র বলে তব কৃপা  
 গুণেতে মঙ্গল ॥ পরে কর লোড়ে বলে সহসু লোচন ।  
 কহ মুনিরাজ তব কোন পুরোজন ॥ ভাগ্য বলে যদি  
 আসিয়াছ তপোধন । কহ কি করিলে তব তুষ্ট হয়ন  
 শুনি মুনি বলে শুন মুনির নন্দন । অন্য কোন বিষয়ে  
 তে নাহি পুরোজন ॥ তবে যদি ত্রিজ্ঞাসা করিলে সুরেশ্ব  
 র । নৃত্য দেখিবারে বড় বাঞ্ছিত অন্তর ॥ আছে যে নর্ত  
 কী তিলোত্তমা সু কপসী । তার নৃত্য দেখিবারে আছি  
 অভিনাষী ॥ শুনি বজ্রপানি ডাকি আনিয়া আমারে ।  
 সহস্য বদনে বলে নৃত্য করিবারে ॥ কহিলেন তিলো  
 ত্তমা নর্তকীর পুথানা । তব নৃত্য দেখিবারে মুনির কাম  
 না ॥ শুনিয়া ইন্দুর বাণী দেখি মুনিবরে । মৃগ চক্ষু ব  
 সিয়াছে সভার ভিতরে ॥ গজেতে তুলসী মালা শিরে  
 জড়িত । অঙ্গেতে বিভূতি মাখা বিকৃতি আকার । শ  
 রীর হয়েছে শুক তপস্যায় অতি । সে অঙ্গের মহাতেজ  
 অনলের জ্যোতি ॥ ভষ্মের ভূষণ অঙ্গে দেখিয়া তাহার  
 অন্তর সদৃশ জ্ঞান হইল আমার ॥ মনে করি বজ্রধারি  
 আনিব আমারে । ইহার নিকটে নৃত্য করিবার তরে ॥

হেনকপ তুচ্ছ জ্ঞান করি মুনিবরে । অন্তরের কথা আমি  
জানিল অন্তরে ॥ যোগ বলে নাহি কিছু অগোচর তার  
ডেকে বলে তিনোত্তমার বড় অহঙ্কার ॥ হত শুদ্ধা কর  
মোরে যৌবনের ভরে । পশু যোনি হয়ে ভ্রম লভ মন্ত্য  
পুরে ॥ শুনিয়া তাহার বাক্য উড়িল পরাণ । চরণে ধ  
রিয়া বলি কর পরিভ্রাণ ॥ করোঁ কু কর্ম আমি করি অ  
হঙ্কার । তার নমুদিত ফল ফলিল আমার ॥ অলস্য  
তোমার বাক্য লগ্নে কোন জন । কপাকরি কর পুতুখা  
প বিমোচন ॥ তুমি মহা যোগেশ্বর যোগেশ সমান ।  
আমি কি জানিব নারী অতি অল্প জ্ঞান ॥ বহুস্তব হুতি  
পরে মদয় হইয়া । শাপান্ত বিধান মোরে দিলেন কহি  
য়া ॥ যাও তিনোত্তমা কেন করিছ রোদন । অতি দীর্ঘ  
হবে তব শাপ বিমোচন ॥ ভূমিবে অরণ্যে দিনে হয়ে  
তুরঙ্গিনী । রজনী হইলে হবে গরম মোহিনী ॥ ইহা কহি নু  
নিরাজ হৈল অন্তর্ধান । তদবধি মন্ত্যপуре আমার প  
য়ান ॥ দিবসে অখিনী রূপে ভূমি বনে বনে । পাপুহুই  
নিজরূপ নিশা আগমনে ॥ পূর্ব বিবরণ যাহা বটেছে  
আমারে । সকল স্বরূপ কথা কহি নু তোমারে ॥ শুনিয়া  
নন্তু ক্ত নৃপ পাই পূর্ণ আশ । দ্বিজ কালীপদ করে ভাবা  
য় পূকাশ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুনিয়া তাহার বাণা উল্লাসিত নর মুনি, ত্যজিলেক

হৃদয়ের ভয়। ভাবে আজি সু মঙ্গল, বিধি নিধি মিল  
 ইল, শাপে হয় মম বর হয় ॥ একপ ভাবিয়া রায়, মে  
 হিনীর পুতি কর, শুন শুন অনন্ম মোহিনী। শুনয়া তে  
 মার দুঃখ, নদাস্থে জলে বুক, যে দুঃখ ভোগিছ তুমি  
 ধনী ॥ কেন মিছা চিন্তাতার, ভাবিলে কি হবে আর,  
 মনি শাপি এতদ্বিবার নয়। ইহলোকিছু দিবান্তর, ইহবে  
 ল শাপিতর, কাল কমে যাবে ইন্দ্রিয় ॥ অতএব বি  
 নোদিনী, আমারে ভিন্ন হ ধনী, তবে মম দেহে হবে পু  
 ণ। নচেৎ তব বিদ্যমান, অবশ্য ত্যজিব পুণ, দুরা ক  
 রি কর যে বিধান ॥ শুনিয়া মোহিনী কয়, একি কথা ন  
 হাশর, করিবারে অন্তর কয়। কমা কর নর স্বামি,  
 নরোরে করিতে স্বামী, নারী নারি করিতে অধম ॥ এ  
 কেতো অধম ফলে, পুণ রক্ষা বৃক্ষ ফলে, বিকল সে  
 সুখ স্বগ ভোগ। করি নৃপ অনযোগ, মিছা কেন ভোগা  
 ভোগ, মম সহ করি সহযোগ ॥ আর কেন কলেশ্বর, গ  
 ণেশ্বরে দিয়া কর, রোদন করিছ বার বার। এসকল সু  
 রেশ্বর, শুনিবেহ মহেশ্বর, মহা শান্তি হবে দু জনার ॥  
 রায় কান্দে ধরি পায়, বলে পুয়ে পুণ যায়, পুেম দা  
 য়ে লইনু শরণ। অনুগত পদানিত, হয়ে পুয় জ্ঞান হত,  
 কদাপিও করণা বঞ্জন ॥ শুনিয়াছ শিবরায়, রাখি বৃ  
 জ্ঞের কায়, নিজ কায় বিলায় বৃকেরে। দণ্ডী হয় কৃষ্  
 রিপু, ভীম তার রাখে বপু, সনর অমর সহকরে ॥ কত  
 শত আছে আর, কত নাম কব্ কার, সব রাখে শরণ।

গতেরে। যে ত্যজে আশ্রিত জনে, নাহি পায় নারায়ণে  
 ধন্য গিয়া অদ্য নক্ষারে ॥ অতএব ক' শুনি কেমনে  
 ত্যজিবেন মনি, অত্যাশ্রিত দেখি। আমারে। রাজার কো-  
 মল বাণী, কোমনাক্ষ হুই জনি, উদ্বিগ্নে জায়ায় যত  
 করে ॥ বুঝি মগ তার ভাব, ভাবি মনে পুণ্য ভাষ, উ-  
 জাসিত হইল অস্তরে ॥ পুণ্যে পদাঙ্কিত তার, ভুবন  
 চৌদিকে চায়, অনেক, কুল ক' জান। হেন কালে, মন  
 খেতে, দক্ষিণে আঁঠুতে, পুঙ্খুচিত পুষ্প অগণ ॥  
 কান্দিল ক'রবার, ভূগাত যতন করি। উল্লসিত পুষ্প  
 চন্দন ॥ কোতকে বসুধা ত্যজ, পদাশ্রয় দিয়া গমন-  
 পদাঙ্ক করিল কাননেতে ॥ ত' ম বলিখ নারী, নহকে  
 সরসানারী। নারি নাপদারে উপরে ॥ তুনি যে দান  
 ম আতি, না জান পীরিতির দি। তয় পদে সরস বি-  
 ভোগ ॥ আন করি অপমান, তব পুণ্যে নাপি পুণ্য, ভ-  
 জিমান তোমার সাহিত ॥ তুনিমে আমার সঙ্গে, অরণ্যে  
 তে রস রঙ্গে, রাল। নুখে হইল ক'রিত ॥ কহিনু একপ  
 ভূপ, যদি পার এইকপ, করিবারে কাননেতে বস। ত-  
 বে তব নহবানে, থাকিয় মনোজ্ঞাসে পুরাইব তব  
 ন আশ ॥ শুনি স্বর্ণ কেতু রাঘ, স্বীকার পাইয়া তার, নু-  
 খে বঞ্চে কাশিলী নারীতে। দিনে নারী অধীকণে, ভূষ-  
 ণ করায় ভূপে, নারীকপ ধরে রজনীতে ॥ হেনকালে গি-  
 রি পরে, নায়ী বলে পরীকরে, পরস্পরে করে সুখ ভো-  
 গ। কহে কবি কালীপদ, রচিয়া এ রস পদ, নথ্য দ্বন্দ্ব

করি সহ যোগ ॥

॥ পয়ার ॥ অথ ষ্যার্থ যমক ॥

কামিনী লইয়া সুখে ভূধর হৃদয়ে । যামিনী যোগে  
 তে থাকে ভূধর হৃদয়ে ॥ হেন কপে তথা দিল করেন যা  
 পন । তিনোত্তমা করাইয়া ছিলেন যাপন ॥ মহাসুখে  
 রাজা দিন করেন বঞ্চিত । পরিবার রাজ্য সুখে হইয়া  
 বঞ্চিত ॥ তৎ কালেতে দুরবস্থা কাঞ্চীপুর দেশে । পূজা  
 গণ হত হয় হিংস্রকের দ্বেষে ॥ রাজ্য হীন রাজা রাজ  
 সিংহাসন শূন্য । সেই জনে ছিন্নসব ছিন্নভিন্ন শূন্য ॥  
 পরস্পরে হয় সবে মহা অত্যাচারী । দমন করিতে না  
 রে রাজ্য শিশু চারি ॥ নাহিক বিচার হয় পাপাচারী  
 সব । সেই জন্য কোপান্বিত হইয়া বাসব ॥ অনাবৃষ্টি  
 করি ধান্য করেন বেজায় । দেখিয়া সবার অতি বিষম  
 বেজায় ॥ ভূগতির দারা সারা পতির স্বভাবে । দিবা  
 বিভা বরী সতী ভাবিত স্বভাবে ॥ একদিন দৈব যোগে  
 বারিদ উদয় । দেখিয়া সবার হয় সুখের উদয় ॥ মহী  
 নদীতলে মত্ত নৃত্য করে ঘন । কৃশ ছিল কবী চাসে নাদে  
 থিয়া ঘন ॥ ঘন দেখি ক্ষিতি তারা ত্বরায় করে ঘন । যা  
 হে শস্য হৈতে চায় অতি ঘন ঘন ॥ বারিদ হেরিয়া ধ  
 নি করিছে মোহিনী । শুনিয়া মোহিনীর ধনি মোহিত  
 মোহিনী ॥ ধরা হইতেছে দক্ষ বিহীনে জীবন । অন্নভা  
 বে টেনে পূজা ত্যজিছে জীবন ॥ সকনে পাইবে পুণ  
 ফলিনেই কল । যদি মেঘ গজ্জনেতে না হয় নিষ্ফল ॥

এই ভাবি রাজ রাণী আছিল মোহিতে । তৎকালে দেখিল জল পৃষ্ঠিত মহীতে ॥ কিন্তু কান্তা কান্তা ভাবে দিবানিশি জলে । সে জ্বালা যাইবে কিসে এ সামান্য জলে ॥ যদবধি নরপতি ত্যজিয়াছে দেশ । তদবধি রাজ রাণী ওদনেতে বেধ ॥ কতুকান্দি বলেপতি হাহা পুণধন । তোমার বিচ্ছেদে ত্যাগিব পুণধন ॥ কেমন কৃষ্ণগে গিয়া পুবেশিলে বনে । অধিনীরে ডুবাইয়া শোক সিন্ধু বনে ॥ হাহা পুণ হাহা পতি জীবনের তারা । তোমা হারা হয়ে হারা নয়নের তারা ॥ অদ্যাবধি আছে পুণ করি তব আশা । জানিনা হজনা কেন আপনার আশা ॥ বহুদিন গত কোন সম্বাদ নাপাই । সেই জন্যে কোন সুখ গৃহেতে নাপাই ॥ তুমি গতি বিধি মম মন পুণ সব । তোমার বিচ্ছেদ ভাবে হয়ে আছি শব ॥ এসময় অসময় আসি দেখা দেহ । দেহেতে রাখহ পুণ দেখা ইয়া দেহ ॥ এইরূপ বিনাইয়া কান্দে রাজ দারা । শৈল হয় শত থান সে শোকের দারা ॥ কহে কবি কালী পদদয়ার সাগর । ভাবনা কি রাজ রাণী পাইবে নাগর ॥ জাননা পুরুষ রীতি অতি কদাচার । মধু তত্ত্বে মস্ত মন না করে বিচার ॥

॥ ত্রিপদী ॥

এই রূপ রাজ রাণী, হারা হয়ে নর মণি, নিত্য নিত্য কান্দে সুবদনী । উদরে না ধরে অন্ন, শরির হয়েছে জীর্ণ, ভাবনায় দিবস রজনী ॥ এখানে অরণ্য মাঝে, ভূপ

তিস্রার মোহে, নিত্য নিত্য করে সুখ ভোগ। দিনে  
 নারীঅধী রূপে, ভ্রমণ করায় ভূপে, কাল ক্রমে গন্তের  
 সৎ যোগ ॥ নারী গন্ত বতী হলে, ভূপতি তাহারে বলে  
 চল পূয়ে আনয়ে আমার। দেখে অরুণ্য মাঝে, আপনার  
 কেবা আছে, কার কাছে থাকিবে হে আর ॥ বিশেষে  
 গহণ বন, পশু পক্ষী অগণন, চারি দিগে করে কনরব।  
 তাহে তুমি রূপ বতী, হইয়াছ গন্ত বতী, বল আর কি  
 রূপেতে রব ॥ দিনে হও অধী বেশ, পশুগণ মধ্যে দ্বেষ  
 শেষ করিবারে সবে চায়। তোমার পক্ষের বলে, গমন  
 করহ বলে, পশুবলে ধরিতে নাপায় ॥ একগে গন্তের  
 ভরে, যাইবারে মৈন্য ভরে, তব মাধ্যনা হইবে আ  
 রা একপ ভূপের বাণী, শুনিহিত মনে মানি, শীঘ্র যায় আ  
 লয়ে তাহার ॥ অতিশয় বেগভরে, বিমানে গমন করে  
 ধামান আছেন পৃষ্ঠে পরে। পাণ পণে করে গতি, পাণে  
 রে জিনিয়া গতি, নিমেষে পুবেশে কাঞ্চী পুরে ॥ চারি  
 দণ্ড দিবা কর, যখন বিমানো পর, দণ্ড ধর পুবেশে আ  
 বাসে। ভূধর বিচ্ছেদ ভাবে, শোকাঁকুল ছিল সবে, হে  
 রিত্তারে সুখাৰ্জবে ভাসে ॥ রাণী শুনি সু সৎবাদ, করে  
 যেন করে চাদ, পাণ নাথের পুত্যাগমনে। না ছিল পুত্যা  
 শা তার, দেখাহবে পুনরীর, বহুদিন গত যে কারণে।  
 রাজা অশ্বিনীর পাকে, পড়িল বিষম পাকে, পাছে টের  
 পায় পুত্রগণে। দিবা পুন্ম শেষ শেষ, তুরঙ্গিণী নারী বে  
 শ, হবে শেষে শশি আগমনে ॥ এই জন্য মহী রাজ, না

করিয়াকাল ব্যাজ, অন্তঃপুরে রাখে তুরঙ্গিনী । কহে ক  
বি কালীপদ, কেন রাজা এ বিপদ, এক হ যুগল মো  
হিণী ॥

পয়ার ॥ ভূপাল বিচ্ছেদে মবে ছিল শোকাকুল ।  
নরেশে দেখিয়া শেষে মানে সুপুত্র ॥ আনন্দের নাহি  
সীমা নানা বাণ্য বাজে । নৃত্য গীত মহোৎসব কাঞ্চী  
পুর মাঝে ॥ রাজার তনয় চারি আসিয়া নিকটে । চরণ  
বন্দিয়া অগ্রে রহে কর পুটে ॥ কুশল বারতা রাজা জি  
জ্ঞাসি তখন । পরস্পর কোড়ে করি করিল চুম্বন ॥ তৎ  
পরেতে পাত্র মিত্র সভা সৎ যত । সকলে সম্ভাষণ করে  
রাজ নীতি যত ॥ এই রূপ পরস্পর মোহিত যখন ।  
দিবাপুত্র তেয়া গিল নিশা আগমন ॥ পরিচার কেহ  
হেরি হইল ষাণ্মিনী । ঝাড়ে ঝাড়ে বাতি সব জ্বালিল  
অননি ॥ রজনী হেরি এ রাজা যায় অন্তঃপুরে । অশ্বিনী  
মোহিনী রূপে আছে যে আগারে ॥ সে ঘর সুন্দর অতি  
বগনে বিস্তর । স্থানে স্থানে মণি জলে দৃষ্টে মনোহর ।  
তরুণী বনিতা সহ অবনীর পতি । হাস্য পরি হাস্য ক  
রে আনন্দিত মতি ॥ রাণির বান্ধনী গণে মোহিনী হে  
রিয়। । স বিশেষ কহে তারা মত্তরা হইয়া ॥ অবধান ঠা  
অরাণী নিবেদি চরণে । অসম্ভব কাব্য এক দেখি নয়  
নে ॥ যেই তুরঙ্গিনী রাজা রাখিল ভবনে । তিন যে মো  
হিণী রূপ দেখি নয়নে ॥ মায়াদরী অপূরী কি হবে  
নিলাচরী । মায়ারূপে আসিয়াছে দেখ পাটে খরী ॥



ভূপের একপ কন্ম শুবণেতে শুনি । মোহিণীয়ে দো  
 বায়ে চলিল মোহিণী ॥ সখিরা বে কপ বলে সকল  
 কপ । সৰূপ দেখিয়া রাগা হইল বিরূপ ॥ নিজ ঘা  
 আসি গারে হয় ভাবান্তর । হরিষে বিষাদ তার পুনে  
 শে অন্তর ॥ শোকাধর পরি সেই পৰ্য্যক উপর । শুই  
 শবের প্লায় হয়ে শোকান্তর ॥ হেন কালে নরাধিপ প  
 বেশি আগারে । জ্বলন্ত মাজেতে দেখে শুয়ে মহিষারে  
 অপকূপ কপ তার সে কপ কি চাকে । অককারে আলোক  
 রে লুকাই কিসে তাকে ॥ নাছিল আলোক তথার নগী আ  
 জ্ঞায় । লাবণ্য জ্যোতিতে গৃহ ছিল জ্যোতি ময় ॥ ভা  
 বে ভূপ ভাবান্তর হেরিয়া মোহিণী । তুরহিণী নারী  
 বুঝি দেখিয়াছে ধনী ॥ এই কূপ কিছু কণ চিন্তাকরি ম  
 নে । মহিষারে তুষ্ট করে মধুর বচনে ॥ বলে কেন বিধু  
 মুখী একপ নিরখী । সে কূপ ত্যজিলে কিসে মত্যক  
 হ দেখি ॥ স কূপ কহিবে এবে বিরূপ নাহবে । কি বি  
 রাগে এবিরাগ পুকাশিলে এবে ॥ তালতিওট গীতঃ  
 ত্যজ পুণ দুজ্জয় মান, রবে উভয়ের মান, আমারে  
 অপমান পুণ করণা । আমার একথা মান, রবে উভয়ে  
 র মান, নতুবা হবে কি বল যাতনা । হেরি তোর চন্দ্রান  
 ন, অস্থির হয় পুণ, মুস্থির করলো মুলোচনা ॥  
 এই কূপ তিন দিন সাধে রাজা তাকে । অম জল ত্যজি রা  
 গী সদা ভাসে শোকে ॥ বিশেষ বিষয় কত আর করিব ব  
 গন । বহু কষ্ট পরে হয় দোহার মিলন ॥ ভূপতির মুখ

ভোগ নহে কোন দিন । পুষ্প দুহনার মান ভাঙ্গে পুতি  
 দিন ॥ কভু তিলোত্তমা মৌনী কভু বিতা বতী সাধিতে  
 সাধিতে তার ঘায় দিবা রাতী ॥ এই রূপ কিছু কাল  
 কাল কবে যায় । অখানি মোহিণী রূপ রাষ্ট্র রাজ্য ময়  
 হইলে দশম যাম গন্তের যাতনা । উদয় হইল আসি  
 পুনর বেদনা ॥ জামিনাতে সে কামিনী পুনবে নন্দন ।  
 তাহার রূপের তুল্য অভুল্য ভুবন ॥ বিজাতার তুল্য  
 রূপ নিম্ন নিজ মাতা । অপকূপ রূপ তার দিয়া ছেন  
 ধাতা ॥ রাজার হইল পুত্র জাত সর্বজন । মহা কোণা  
 হল ধ্বনি করে পুজাগণ ॥ এই রূপে দুই চারি পাঁচ মা  
 স যায় । ছয় মাসে অম্বদিতে নহা ধুম হয় ॥ অখানির  
 গন্ত জাত হইল নন্দন । অথ মন্ত্র বানি নাম রাখিল রা  
 জন ॥ আধু আধু মধু বাক্য স্পষ্ট নাহি হয় । কমে পঞ্চ  
 বৎসরের হইল তনয় ॥ ভূপতির চারি পুত্র আচ্ছয়ে অ  
 গুতে । নিযুক্ত থাকয়ে তাহা রাজ্যের কার্য্যেতে ॥ নৃপ  
 তি থাকেন সদা অন্তর মধ্যেতে । তরণী ভাষ্যরসহ পু  
 ম আলাপেতে ॥ দূত মুখে বাতা পেয়ে কলিক ভূপতি  
 আক্রম করিল আসি সৈন্যের সহতি ॥ শুনিয়ায় তনয়ে  
 র বীরত্ব পুকাশ । তিলোত্তমা ত্যজি রহে বিভা বতী বা  
 স ॥ তাহার নিকট রাজা ছিলেন যখন । মূনি শাপ বি  
 মোচন তাহার তখন ॥ নারিল যাইতে যগে তনয়ের  
 সহোদর বধির বধিতে কিস্তি পতি নান্য মোহে ॥ ভূ

স্বামী ত্যজিল তায় এমন সময় । সে দুঃখ পানতো তা  
 মা দেখিয়া তনয় ॥ অথ নৃপ্তার বিদ্যা বৃদ্ধি কি কহিব  
 আর । চারি বেদ চোদ্দশাস্ত্র মুখাগুণ্ডে তার ॥ ষোড়শ  
 বৎসর বয় হইলে নন্দন ॥ নৃপতির মূর্ছাপীড়া জন্মিল  
 তখন ॥ পুঁতি দিন তিনবার যেন কেহ কয় । রক্ষমে বি  
 ক্রমাসিত্য মতীত্ব নাশয় ॥ তৎকালেতে হয় এক আ  
 র্ত্তিন ধনির মহীপতিমোহ যায় সেই শকু শুনি ॥ বহু  
 কষ্ট পায় রায় পুনঃস্থান পায় । বৈদ্যের নিদানে কিছু  
 ঔষধি নাপায় ॥ ডাকি চারি তনয়েরে কহে নয় মণী ।  
 আনহ তদন্ত কোথা হৈছেত হয় ধনি ॥ তোমরা সুপুত্র ম  
 র বংশের তিলক । হেরিলে বয়ান হয় হৃদয়ে পুলক ॥  
 ক্রি ক্রিমাহিক বাঙ্ক । পাঠাতে বিদেশ । কিছু দিন জ  
 ন্য সবে ছাড়হ স্বদেশ ॥ শুনি শীঘ্র চারি জনে পিতার  
 বচন । যাযা করি করিলেক তরি আরোহণ । বহু হয় গজ  
 লয় লক্ষ লক্ষ সেনা । পুবাল মনুতা জাদি অর্থ লয় নামা  
 এইকপাধুম ধান করিয়া সকলে । গীত বাদ্য কোণাহ  
 তে সদানন্দে চলে ॥ তৎকালেতে অথ নৃপ্তা অশ্বির ন  
 ন্দন । জোড় করে নৃপতিকে করে নিবেদন ॥ অবধান ন  
 রমণী সম নিবেদন । বাঙ্ক । হয় তববাঙ্ক । করিতে সাধ  
 ন ॥ অতএব অনুমতি কর মহাশয় । শব্দের তদন্ত জানি  
 কহিব নিশ্চয় ॥ শুনি ধরণীর পতি মন্তানের বাণী । জা  
 নিবারেতে তদন্ত কহিল শুনি ॥ পিতৃ বাক্যশিরে ধ  
 রি শুধর তনয় । জননী সদনে সব বিশেষিয়া কয় ॥ যা

ইব বিদেশে মাতা অনু মতি দেহ । পিতৃ বাক্য না পাছি  
লে বৃথা বরা দেহ ॥ শুনিয়া সজল নেত্রে তিলোত্তমা কয়  
যাইবে বিদেশে বাছা শুনি ভয় হয় ॥ রাজার কাষের  
জন্য বাধা দিতে নারী । যে হেতু কয়েছে বিবি ভুঞ্জে  
র নারী ॥ অতএব লহ ধন দিলাম অঙ্গুরী । জীবনের  
ভয়নাই রাখ করে করি ॥ যক্ষ রক্ষ কিম্বার কি মায়া ধ  
রী হয় । নহিবে কাহার শক্তি করিবারে ক্ষয় ॥ যথাই  
ছা তথা করে যাহ বাচু মন । একগেতে অমরা পুরে  
আমার গমন ॥ যখন এখানে তুমি আসিবে নন্দন । অ  
রণ করিলে মম পাবে দরশন ॥ এত বলি তিলোত্তমা  
স্বামিরে কহিয়া । ইন্দ্রানয়ে গেল শাপ বিমুক্তি পাইয়া  
দুঃখ চিন্তে অশ্রু মণ্ডা মায়ের আদেশে । উত্তরে চলিল  
সেই শব্দের তল্লাসে ॥ পূর্বের সজ্জিত এক ছিল অশ্ব ব  
র । দৃষ্টিতে জঘন্য কিন্তু গমনে সুন্দর ॥ সেই অশ্বের  
পৃষ্ঠে বসি নৃপতি নন্দন । বিমানে বিহঙ্গ পুায় করিল  
গমন ॥ পুয়সী বিচ্ছেদ ভাবে কাতর ভূপতি । তাহা  
তে পুত্রেরা করে বিদেশেতে গতি ॥ মহীপালের চিন্তা  
দেখি কালীপদ কয় । ভাবনা কি কায্য সাধি আসিবে  
তনয় ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥ ১০০ ॥

একপ কজন, ভূধর নন্দন, সাজন করিয়ে চলে । অ  
শ্রু মণ্ডা তার, অগেতে সবার, যায় অশ্রু পক্ষ বলে ॥ ল  
ক্ষী রাজ্য কত, শৈল কত শত, অবিশ্রান্তে চলে হয় । হে  
রি মহা সিদ্ধ, নৃপ সত কিন্তু, হয় কিন্তু কিন্তু নয় ॥ অনা

শে তাহারে, অপহেলা করে, পার হইল অধর । হেরি  
সিন্ধু পার, রাজার জমার, নাবিল ধরণী পর ॥

অথ দ্ব্যর্থ যমকঃ ॥

তৎকালেতে অধ, হইল অদৃশ্য, অধ মঞ্জা পায় ভয় ।  
তৎ পরেতে অধ, হইল অদৃশ্য, অধ মঞ্জা পায় ভয় ॥  
পলাইল হরি, পলাইল হরি, সমুদয় হইল হরি । হেরি  
সোমো দয়, ভয় সমুদয়, রাজ পুত্র হরি হরি ॥ অরিয়া  
শ্রীহরি, করিল শ্রীহরি, অধু পতি তট পরে । ক্রমে য  
ত উঠে, তত ভয় উঠে, পুবেশে অরণ্য পরে ॥ অটবী  
দুহর, পশুর নিকর, নিকর নাহিক হয় । দেখে সে সক  
ল, হইয়া বিকল, কভু বা মূচ্ছিত হয় ॥ বলে এ মন্ডটে  
সমন নিকটে, নিতান্ত পুণাস্ত হল । অধ ছিল আশা,  
তার বলে আসা, মম আসা কাল হল ॥ বলে পুণ হ  
রি, মম পুণ হরি, কোথায় যাইলে হরি । আছিল যে  
আশা, সে আশা নিরাশা, বিবরে ঘেরিল হরি ॥ হরির  
উদয়ে, হরি সমুদয়ে, ভয়ঙ্কর ধ্বনি করে । শাখা পরে হ  
রি, বি বরেতে হরি, পুণ যায় হরি করে ॥ ফণা ছাতা  
সম, হইল বিসম, হরি সম সব হরি । যথৈ হল হল,  
করে হল হল, গিলি বারে পারে হরি ॥ আসিতে ছেঁ ছে  
রি, কোথাকছে শ্রীহরি, পুণ রাখ হরি হরি । নতুবা আ  
সারে, করিবে উদরে, বনে পুণ ধরি হরি ॥ জয় গোব  
ন্দন, গোপীকর ধন, গোপন পালন হরি । নমস্তে বাস  
কতই হাসব, অঙ্গ-অঙ্গ ভয়ে হরি । জয় শ্রীনিবাস,

গায়ে নিবাস, বিবরে হইল কান্তে । জয় শ্রীচৈতন্য,  
 মিত্য জনাদন, দামোদর হে শ্রীকান্তে ॥ জয় দীন নাথ,  
 দীন জন নাথ, কৃপাকর হে মাধব । থাকিয়া গোজলে,  
 থাকিয়া গোজলে, বাঁচায়ে ছিলে মাধব ॥ কুবকে বি  
 পিনে, বাঁচালে বিপিনে, তোমা বিনে কেবা পারে ॥ বি  
 পিন বেহারি, জয় রিপ হারি, মরি হেঁ সিকুর পারে ।  
 মরুটে পুহাদে, রাখিলে আহাদে, হরি বিধ হরি তার  
 অহিবিধ স্বায়, নিবেদিতোন্নায়, বিধ হল সুধাতার ॥  
 জয় কতে জয়, করিয়া বজয়, বাঁচাইলে ধনঞ্জয়ে । আ  
 মায়ে এবারি, রাখ মারাত্ মার, হিংসুক ভীবের ভয়ে  
 তোমাবিনে আর, কে আছে আমার, কাকার মরণ ল  
 ব । তুমি ভয় তাতা, বিধাতার ধাতা, মরুতীবে মম ভা  
 ব ॥ না দেখি উপায়, রাখ রাজ্য পায়, পতিত পাবন  
 শ্যাম । করিব পরীক্ষে, মরুটে না রক্ষে, করিলে ডুবিলে  
 নাম ॥ এই রূপ স্তব, করিতে কেশব, কৃপা পুকাশিয়া  
 তায় । দেখাইল পথ, অতি মনোরথ, বিপিন মধ্যেতে  
 রয় ॥ অপূর্ব পুস্তর, তাহার উপর, আচ্ছাদনে দ্বার রু  
 য়ে আছে তাহার, কাক দুই ধার, পদগলে হস্ত মুদ্রা ॥  
 রাজার নন্দন, বিপিনে যখন, কান্দিয়া ব্যাঙ্গল হয় ।  
 দৈবের ঘটন, তাহার লোচন, আচম্বিত মনে তায় ॥  
 হেরিয়া সুভদ্র, পুলকিত অঙ্গ, অবিলম্বে তথাযায় । দে  
 খে সে পুস্তর, অতি গুরু তর, নাপারে নাড়িতে তায় ॥  
 বহু কষ্ট পরে, তুলিয়া পুস্তরে, সুন্দর সুভদ্র পায় । যায়

গারে পায়, কত ভয় পায়, যদি কিছু ঠেকে পায় ॥  
 বিন সুখের, সুবর্ণেতে তার, সোপান নির্মাণ হয় । হে  
 রিপ সূত, হয়ে হৃষ্ট চিত, ক্রমে ক্রমে পুবেশন ॥  
 যোর অঙ্ককার, আছে সাধ্যকার, তাহাতে পুরেশ করে  
 তাহে নিশাকাস, কাল সম কাল, দৃষ্টি করি বারে না  
 রে ॥ নাগিয়া কি করে, পশুর নিকরে, কি করে পাইবে  
 ভাণ । ভাবি এসকল, হইয়া রিকল, পুবেশে রাখিতে  
 পুণ ॥ কিন্তু দিবাকরে, শীঘ্র দিবা করে, নিশা করে ক  
 রে গতি । অরুণ কিরণ, করিল তখন, বিলের মধ্যেতে  
 জ্যোতি । রবিব পুভাব, পাইয়া অভাব, হইল তিমির  
 ভাব । যুবা দৃষ্টি করে, অঙ্ককারে হয়ে, ত্যজিল মনের  
 ভাব ॥ অনেক কষ্টেতে, সুড়ঙ্গ হইতে, বাহির হইয়া  
 যুব । পাইল শহর, যেন সহ হর, কৈলাশ গরে আবি  
 ভব ॥ বলে ভাগ্য ভাল, জীবন বাচিল, পাইয়া নরের  
 বাস । ধন্য হে ঈশ্বর, দয়ার সাগর, পুরালে মনের আ  
 শ ॥ একপা তখন, নরেন্দ্র নন্দন, উল্লাসে ভাসে অন্তরে  
 দেখে গৃহ শোভা, চন্দ্র জিনি পুভা, নানা স্থানে দৃষ্টি  
 করে ॥ হেন কালে তার, নয়ন পোচর, হৈল অপরূপ সা  
 জার । ছেরিয়া বাজারে, যুবা মনে করে, করিতে কিছু  
 আহার ॥ কহে রুকী, লদ, খণ্ডিল বিপদ, কহ হে কি  
 চিন্তা আর । আচ্ছ উপাসঃ পুরাণ গিয়া আশঃ বাজারে  
 করিয়া ফলার ॥

॥ অথ অন্ত যমক ॥

পর্যায় ॥ কিবা বাজারের শোভা দৃষ্টে মন হরে ।  
 কথায় ভুলায়ে কেহ কড়ি পাত হরে ॥ দিবা বিভা ব  
 রী তথা হয় বেচাকিনা । বগাবসা দারে বগাবসা করে  
 করে বেচাকিনা । কাহার ঘরেতে আছে মোটা মোটা কড়ি  
 কেহ কেহ জমায়েছে কত টাকা কড়ি ॥ নানা দ্রব্য ব্যব  
 সায় বগাবসায়ী রত । নাহি শুম উপ সম রত অবিরত  
 কেহ বেচিতেছে আলু করে করি তুল । বলে নাহি পা  
 বে ভাই এর সম তুল ॥ কেহ কহে এই দরে মিলে কি বে  
 গুণ । সকালে জলাতে এলে মরি কি বেগুণ ॥ কেহ বে  
 চিতেছে মাচ চাঁদা পুঁটি চুণো । শফেদ ইইল তারা হা  
 রাইয়া চুণো ॥ কেহ কেহ কহে দেহ মাগুর আর কই ।  
 মেচনী কহিছে মাচ লবার দাম কই ॥ বাজারেতে দে  
 খিলাম বেচে নারিকোল । বড় বড় খোল পূর্ণ করা না  
 রিকোল ॥ কেহ বলে লহ ভাই আমার এ দই । পাই  
 পাই বেচি ভাঁড় তোমার মাদই ॥ কেহ বলে আছে মা  
 খন আজিকার তোলা । পাই দরে দিব পাত শীঘ্র করি  
 তোলা ॥ কেহ বলে লহ ভাই আমার এ ঘুটে । হেন ক  
 প নাহি পাবে এ বাজার ঘুটে ॥ বাইন্ ঘাড়েতে করি  
 ডাকে কন্মকার । কহ ভাই শীঘ্র করি আছে কন্মকার ॥  
 কেহবা বেচিছে আনি ইক্কু বোমবাই । বলে ভাই ই  
 হাতে বিনাশ করে বাই ॥ পাল মের শাক আনি বেচে  
 এক বুড়ী । বলে বাছা বেচিতেছি আঁটি আঁটি বুড়ী ।  
 ময়রাণী আনিয়া মোয়া বলেন ও বেচে । যোড়া যোড়া



পয়সা আন ওপাড়ায় বেচে ॥ কোন ধনী বলে দেয় ॥ অ  
 মার ক্রীকলে ॥ গৃহণ করিলে তার অনামে ক্রীকলে ॥ কে  
 হ বলে আনিয়াছি মকের জলপান ॥ কেহ বলে জহ ভা  
 ই ভাল চুঁচি পান ॥ কেহ বলে লহ দুখ মুখ হয়ো না  
 ই ॥ নাই কড়ি দিয়া কালী তাহে ক্ষতি নাই ॥ কেহ বলে  
 গয়লা দিদি ক্ষীর ভাঁড়ি ডি দেনা ॥ গয়লা নো বলিল দেনা  
 পয়স কার দেনা ॥ সে বলে পাইবে কড়ি ভাবনা কি  
 তার ॥ কিন্তু তাই তবক্ষীর হয় কি বেতার ॥ কাকি দি  
 য়া লঙটা কা করে ভাল বেশ ॥ ক্ষীরে রশ্মনের গন্ধ মুখে  
 বল বেশ ॥ গয়লা মাগি বলে কথা শিকেছ মেকার ॥  
 ক্ষীর খায়ে জাদু তোর হয়নি তো নেকার ॥ ধারে ক্ষীর  
 পেলে ভাল হইত তার তার ॥ কড়ি চাহি য়াছি বলে ব  
 লিলে বেতার ॥ এই কথা বলে গালি মন্দ দিয়া পরে ॥  
 অন্য পরে দেয় ক্ষীর পয়সা পেলো পরে ॥ কেহ কেহ ম  
 যরাণীর দোকানে রত যায় ॥ মিষ্ট বলে মিষ্ট লয় তুষ্টি  
 হয় যায় ॥ বলে ময়রা মাশী আমি তোরে ভাল বাসি  
 নিত্য আমি তবু মোরে মশু দেও বাসি ॥ ভাল ছিল  
 বাসিতোর মা বুড়া মাগি ॥ খাসা মশু দিত খেতে জবে  
 আমি মাগী ॥ ময়রা মাগি বলে আইস বৈস ওরে বাছা  
 খাও দেখি এ সন্দেশ রাজারের বাছা ॥ এই কপ চারি  
 দিগে হয় দেনা নেনা ॥ কেহ বলে দেনা দেনা কেহ বলে  
 নেনা ॥ কাপুড়ে কাপড় বেচে বিলেতিয় থান ॥ স্বস্ত  
 বেণে স্বস্ত কবে কত সত থান ॥ যুব রাজ হাট দেখি

করে কালী পদ। ধমক বেমাতি বিরচিল কালীপদ ॥

—\* লঘু ত্রিপদী \*—

একপ বাজার, সব অনাচার, ব্যাপার করিছে যারা।  
সকলি কুদাঁড়া, সবধর্ম ছাড়া, অর্থের জন্যে তেসারা ॥  
খালি জুরাচুরি, ফন্দী জোরাবুরী, কত জনে করে কত।  
দেখিয়া সে ভাব, সরল স্বভাব, রাজ সুত হত চিত ॥  
আসিয়া বিদেশ, বাজারেতে ঘেঁষ, মনেতে জন্মিল ত।  
র। কিন্তু কুধানল, হয়েছে পুবল, পদ নাহি চলে আর।  
তাবিয়া সুধীর, হৃদে করে স্থির, এক দোকানেতে গি  
য়া। ভুঞ্জে দুব্য কত, মন বাধা মত, কিছু অর্থ ভারে দি  
য়া ॥ তৎ পরে সে স্থান, হইতে পুহান, করি পূর্ব দি  
গে যায়। কত শত গলি, ছাড়ি যায় চলি, কত পাত্তা  
নে চায় ॥ ক্রমেতে সুধীর, মনহলে কসবীর, আসি উপ  
নীত হয়। দেখে কত সন্না, করে আনা গোনা, লহা কো  
চা বুট পায় ॥ কানে গোজা ফুল, টেড়ি কাটা চুল, বিপ  
রীত পৈতা মোটা। পরি ধেনু ধুতি, মনোহর অতি,  
আঁর রাক্ষা আস্তেন ঘোটা ॥ চাদর কোমরে, যাইছে  
গোমরে, গায়েতে চন্দন মাখা। করে ফুল তোড়া, মা  
চাঁ জোরি মোড়া, ফুল হার ফুল পাখা। বেটারা কি স  
ঘরে নব ডন, অন্ন পুত্ৰ হন মেনে। আতর গোলাপ, মা  
খা ট স্বভাব, লহা লহা কোঁচা দোলে ॥ করে ককা গ  
প, সে নহে তো অঁপ, লোচ্চ। দোরি এ স্বভাব। পায়

যত কেশ, তত ভাল বেশ, পত্রে ল। কহে অভাব। বাহ্য-  
 ন্দ। উপরে, ঢাকাই সাটটি পারে, নব বেশ্যার বাহার।  
 নানা অলঙ্কার, গলোতে সবার, তাহে কুমুমের হার ॥  
 কি শোভা করেছে, কি মাল্য পড়েছে, জত উল্টার বা-  
 লা। সে পাপ যেরূপে, তাহে গিয়া যেরে, গোড়া মদ-  
 নের জ্বালা। বজ্রের কুল, দিয়া বাঁধা ছুল, বগ্নি অ-  
 লোচর জন। যাই বেশ মাল্য, তাতে আছে মেল,  
 গোলাপ পুত্তি কুল ॥ হেরি বেশ্য চার, রাজার জ-  
 মার, অরণ্য করিয়া হেরি। ছাড়িয়া, তা দিগ, যায় অন্য  
 দিগ, আশ্রয় তরা করি ॥ রকেখন্য কাল, ধন্য ভাবি ব-  
 লি, সকলি করিলে নাশ। তেমনি কারণে, মরে, সার-  
 বস্তু অশেষ, করিয়া আশ ॥ একপ আকোপ, করিয়া  
 নিজেপ, করিতেছে বেগ পদ। পায়ের তরুতলায় মনে  
 রম্য হল, করিলেন গতি রোখা ॥ ফেন কাঠোতোর, নগ্ন  
 কণোচর, হইল এক যবর্তী। সে নারী স্বরূপ, বর্ণিবে কি  
 রূপ, অপ রূপ অদ্বৈত ॥ থাকি যোগমদনে, যোগে  
 শেধে প্রায়শ, কামনা মনোজ্ঞ বর। অতি ভক্তি ভাবে  
 জ্ঞানোত্তর গেরে, করিয়া কঠোর তর ॥ ভূধর তনয়, হ-  
 ইক বিহার, হেরি রূপ মনো হর। জাকর উদয়ে, শঙ্ক-  
 রে লোভয়ে, করিয়া স্তুতি সিক্তর। সময়ে সে ভাবু, ত্য-  
 য়াপি তরু ধনির ভাবিল ধ্যান ॥ পুত্রে অভাবে, তা-  
 বে ভব, দুখে, নিশ্বাসে ছটীয়ে, মান ॥ ভাবিলে সমা-  
 ধি, দেখে রস বর্তী, মথুখে ভূধর সুত। হেরে সে লাব

৩১, হয়েছার শূন্য, হইল ধরা পতিত। তৎকালেতে  
 ত, গিয়া রাজ সুত, ধনির সম্বিত করে। আত্মপরিচয়  
 বিশেষিয়া কয়ঃ আসাহল যে পুকারে ॥ শুনিয়া রনণাঃ  
 কহিছে অমনিঃ করিয়া হান্য বদন। তোমার কারণঃ  
 সেবি পঞ্চাননঃ দিয়া পুত্র সচক্ষন ॥ অসম্ভব আশাঃ  
 তোমার অনাদাঃ যে হেতু নারীর পার। শিবের গুণাৎ  
 পেলেন অপুমানদেঃ ধন্য দাস দেহু তাঁর ॥ গুণকের হান  
 তব বাস হানঃ সকল পাইয়া আমি। হরে বলি পতি  
 সেবি পশু পতিঃ এবে গতি বিধি ভবি ॥ যুকাননে ব  
 নীঃ একি কথা শুনিঃ আপনি ধরিবে মোরে ॥ আমি ভা  
 গ্য ধরঃ আমার সোমরঃ সংসারে না দেখি কারে ॥ অ  
 ব যুথ ছবিঃ জিন্দা করি রবিঃ পানুধ একরে অধরে। শু  
 নু মান করিঃ ভবি কি সুন্দরীঃ হরিরে বেথেছ হরে। এ  
 রূপ বচনেঃ মদনের বাণেঃ ঘোহার পীড়িল দেহ। পাক  
 রিয়া ব্যাজঃ শীঘ্র যুব রাজঃ তারে করিল বিবাহ ॥ প  
 রে কেশ বতীঃ লয়ে নিজ পতীঃ ঘাইয়া আপন লগনে ॥  
 যৌবনের জ্বালাঃ তখন সেবালাঃ মন মুখে শেষ ন্যশে ॥  
 একপ দুজনেঃ পুত্র আলাপনেঃ বহুদিন গন্ত হয়। কহি  
 তে সেরসঃ মনকে অবশঃ রনেতে রমিয়ে যায় ॥ বিশে  
 যে পুস্তকঃ হয় যে অধিকঃ সন্মানে একি সপুতি ॥ যেক  
 হে একাসনেঃ থাকে নিশিদিনেঃ হৃদয়ে বর পুত্র যুতী ॥  
 ছারি পাচু নামঃ কেশ বতীবাসঃ একপে কিশোর বয় ৫  
 এক দিন তারেঃ কর বোত করেঃ কিশোর কিশোর ৫

নপুণপতিঃ আমার মিনতিঃ কৃপাকরি শুণমণি। করি  
তব আশঃ মম দুই বসনঃ পূজিতেছে শুল পানি ॥ তারা  
সহোদরাঃ যদি কৃপা দ্বারাঃ গৃহণ করয় দার ॥ নহে পুণে  
সারিঃ হইবেক তারাঃ বিধান করহে দ্বার ॥ তারা কি সু  
ন্দরীঃ কহিকারে নারিঃ যে হেতু হয়েছি নারী। হলে দর  
শনঃ জানিবে কেমনঃ স্বরূপ রূপমা ধুরী। শুনিয়া কিশো  
রঃ যৌবন হয় বরঃ পীড়িত পাকশরেতে। বলে সু বদনিঃ  
কহে দেখি শুনিঃ আমি পাব কি রূপেতে ॥ শুনিবু যেক  
পঃ করিব কি রূপঃ দেখিতে সে বনীরূপ। বলহ স্বরূপ  
দোহে হেনরূপঃ শুনেমনে জাগে রূপ। কহেকালী পদঃ  
স্বাধুর বিপদঃ পুণ ফাঁদ দিলধনো। শুনে রূপ ধুনিঃ নি  
ব্বরে না ধুনিঃ দেখিলে কি হবে ধনী ॥

॥ পয়ার ॥

কেশ বতী কন্যা বলে শুন পুণপতি। তব জনে পূজি  
মবে দেব পশুপতি ॥ আমার পূজার ফল দিলেন শক  
র। তোমা বিনা শোকান্তরে তার। নিরন্তর ॥ এই রূপ  
স্ববরাজে কহি কেশবতী। দেখাইয়া দিল সহো দরার ব  
সতি ॥ যুবাবলৈ পুণ পিয়ে দেহ নিদর্শন। যাহে তব  
ভগিনীর বসিবেক মন। শুনে কেশবতী কেশ ছিণ্ডিয়া  
তখন। হাস্য করি কান্ত করে করিল অপণ ॥ কেশদিয়া  
করে করে মধুর কোত্তক। লহপুণ নাথ তব বিবাহ যৌ  
ত্তক ॥ আমার নাথার চুল হবে চোদ্দহাত। হেনকেশ মর্ত্য  
পুরেকার নাহি নাথ। শুনি সুন্দরির কাহ তুচ্ছ স্ববরাজ।

নিদর্শন নিয়া যায় সাধিবারে কাষ ॥ চিত্র বতী নাম  
 তার করিয়া শ্রবণ ৷ পুতি বাসি সমিধানে জিজ্ঞাসে ত  
 খন ॥ সদয় হইয়া তারাকিশোরেরে কয় ৷ যেই কুটী রে  
 তে চিত্র বতীর আনয় ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তার নিকট যা  
 ইয়া ৷ বলে চিত্র বতী ঘর দেহত চিনিয়া ॥ এইকথা বলি  
 তার যায় বাছ জ্ঞান ৷ চিত্রবতির রূপহেরি হয় হতজ্ঞা  
 ন ॥ বিচিত্র তাহার রূপ নয়নে হেরিয়া ৷ চিত্র পুত্তলিকা  
 তুল্য রহে দাণ্ডাইয়া ॥ চিত্রবতী কহে কহ শুনি বিবর  
 ন ৷ তাহার কাছেতে তব কোন পুয়োজন ॥ উত্তর না  
 পায়ে কন্যা হইল দুঃখিণী ৷ উত্তর কে দিবে তার নাহিক  
 সখিণী ॥ বারবার ডাকে নারী মধুর বচনে ৷ অন্তর অন্তর  
 তার শুনিবে কেমনে ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে সবিত পা  
 ইয়া ৷ মনোচনা সম্মুখেতে কহে সখরিয়া ॥ শুনহ মো  
 হিনী ধনী আমার বচন ৷ দেখাইয়া দেহ চিত্র বতীর ভ  
 বন ॥ শুনি চিত্রবতী কহে আমি চিত্রবতী ৷ কহো সুপু  
 রুষ তব কোথায় বসতি ৥ বারবার কেন তুমি সুধাইছ  
 নাম ৷ তাহার কাছেতে তব কিবা মনস্কাম ॥ শুনি সব  
 শেষ তারে শুনায় কুমার ৷ যে আশাতে আসা হলো নি  
 কটে তাহার ॥ চিত্রবতী সতী অতি জ্ঞাত সর্কজন ৷ ময়  
 নে ন্যাদেখে কভু পুরুষ বদন ॥ শুনিলেন নিজ পতি আ  
 সিয়াছে কাছে ৷ বিলম্বত কেশবতী বিয়া করিয়াছে ॥  
 ইহা ভাবি নেত্র তুলি নিরখে বদন ৷ অমনি অবনী পাড়ে  
 ঘেরিয়া মদন ॥ নারীর চন্দ্রাস হেরি ধরাপতি মূর্ত ৷ ধার

গন্ধরিল ধরা হয়ে জ্ঞানহত ॥ পুতিবানি পুতি পুতি রা  
 নিকহে হামি। হেঁদেনো দোহার তাক দেখে সিয়া আ  
 মি ॥ এই কথা বলি তারা স্বরায় আসিয়া। দোহার চে  
 তন করে যতন করিয়া ॥ তদন্তরে বিবরণ করিয়া অবগ।  
 করিষে আপন বাসে করিল গমন ॥ চিত্রবতী অশ্বমথ্য  
 উভয়েতখন। পরস্পরলাবণ্যেতে মোহিত দুজনা কেশব  
 জীরকেশব দিয়া নিদশন। করিলেন যবতির মংশয়  
 ভঞ্জন ॥ মারিবনে শঙ্করের সাধন। সফল। কুটিল বিবাহ  
 রফল ফলিবেক কল ॥ আশাতিত আশা তব গুহে গুণ  
 জগি। এখন পুরিকা আশা মেরে শূলপাণী ॥ তব নাম  
 পুনাকুর উনিয়া অবগে। যদন্তরে রোপিয়া ছিল। মনন  
 রূপ বনে ॥ আসা অনুশোচ বারি দিয়া কয় মসি। করি  
 তে ছিল। তার আসা ফল আশ ॥ মন মন উদ্যানেতে  
 সেই বৃক্ষ ছিল। সময় পাইয়া তাহে কুমুদে ব্যাপিল ॥  
 ফুল দেখি ফুলধনু হানিলেক বাণ। সেই জন হইয়া ছি  
 ল। ম হত জ্ঞান ॥ বিশেষত ভুরু তব তুল্য শরাসন। লো  
 চন কটাক বাণে বিহিলেক মন ॥ এই রূপ কৌতুক করি  
 য়া কিছু ফণ। সু যোগ সময়ে ধনী করিল ধরণ ॥ আছি  
 ল পুসাদ মালা শঙ্কর গুজার। সেই মালা গলে দেয় দে  
 হেতে দোহার ॥ একপ গজরু রিচ্চ। করি সমাপন। প  
 রম আত্মাদে কাল করেন যাপন ॥ কিশোরের হয় কবে  
 যুগল মাহিষী। কহে করি কালা পদ পোল তা  
 নিরাঙ্গী ॥

॥ অথ বসন্ত বসন্ত ॥

অথ লক্ষ্মীপদী

একপ যতন, বাড়ে দিন দিন, উভয়ে উভয়ে অতি ।  
 আহার বিহার, সুখের অপার, সেরস বসন্ত অতি ॥ ক  
 ত মত রঙ্গ, করে পতি সঙ্গ, অনঙ্গ পুসকেতে । হেনুত্তর  
 কর, বসন্তের জ্বর, উদয় জ্বর জগুতে ॥ কোটে কত কুন,  
 হুই আলিঙ্গন, বঙ্গল বিরাহ কুলে । কর জন্য হরি, ব  
 শি শাখারি, মুহু মুহু মবে বুলে ॥ হিন্দো নিশেখ, ব  
 মন্তের দেশ, আদেশ করিল রাজ্য । আশিত্য চর, শুদ  
 হ ভূচর, যত আছ তীর গুজা ॥ শীঘ্র দিয়া কর, ভূপেত  
 ট কর, তবেসে নিজায় পাবে । নহে অতুষ্টি, হবে  
 কোপ অতি, মহাশক্তি সঙ্গে পাকে ॥ একপ কোকিল,  
 নকলে নাদিল, নকলে নাদিল কর । কেহ কেহ দিন, কে  
 তা তাড়িল: যত আছে দেহ বর ॥ বনেরে কোকিল: তু  
 অতি কাল: কখন শর তোর স্বর । মরিকিবে কসম  
 গ এতদ্রুপ: সৃজিয়া ছেম কে স্বর ॥ শুনরে ল্যাপি ফট  
 জ্য ময় রাষ্ট্র বাবস উচ্ছিষ্ট ভুক । অবলার কুলে  
 কপ জ্বালে: বধ কিপাই বিসুখ ॥ যারি তোম গুণ  
 নাটা ঘায়ে লগ, বিরহিহে খুন কর । মোরা যত ভাগী  
 য়েছি বিয়োগী, বলরে কে দিবে করা ॥

অথ আদ্যন্ত মধ্য যমক

কর রকে পায়, কর রকে পায়, এমনি উপায় কর ।  
 ররে শ্রীভবি: নগায় শ্রীভবি: জাহ্নবী নগায় নগায়



ন ওহে হরিঃ তাঁরমন হরি, আনি উপকার কর । তবে  
 দিব করঃ সাকী দিবা করঃ বলি বলি কোরি যোড়কর ॥  
 বিচ্ছেদেতে দহিঃ দিব কার দহিঃ যাববা কাহার কাছে ।  
 কাছে নাহি পতিঃ দেখে তব পতিঃ কাল হয়ে আসে কা  
 ছে ॥ কোন কোন ধনীঃ করি উচ্চ ধনিঃ বলে ওরে কাল  
 হরি । বড় ব্যস্ত করঃ করে কর করঃ দাঁড়া ডাকি কাল হরি ।  
 আনিয়া সে হরিঃ তোমারে সে হরিঃ কহিলে লইবে ক  
 বে । বল দেখি ধনঃ হইলে নিধনঃ কর জন কেঁদা কবে ।  
 নাহি কাল কালঃ সকাল বিকালঃ কত কাল জিয়ে রবে ।  
 তুমি বড় কুঃ কর কুকুঃ কুলে কে রবে কুরবে ॥ দেখ  
 তোর পাকেঃ ফেরে পাকে পাকেঃ যত নিবাদ সকল ।  
 লাগিলে আটা পাথেঃ পড়ি ঘিরে পাকেঃ দেখ সাত নলা  
 সকল ॥ একপ বিরাহঃ পিক গণে কহি, যায় সব স্বীয়  
 বাসে । বিরহির বলেঃ চলৈ পিক বলেঃ বনস্ত রাজার  
 পাশে ॥ শুনে মহীপাল, কাল পায় কাল, দল বল নিয়া  
 সাজে । সেনা পতি কার্যঃ করে ধুম ধাম । পুবেশি বির  
 হি মাঝে ॥ পাকে নানা ফল । রসাল রসান কেত কব  
 ডার নাম । কাল দোষ করে । শরমেতে ডরে । যোগি  
 রে সধারে কাম ॥ দেখে চিত্র বত্তী । হুঙ্ক চিত্ত অতি ।  
 পতি আছে তার পাস । সদা সুখি বালা, নাহি কোন  
 জালা । নাথারে ক্ষতর ত্রাশ ॥ কিছু দিবা পরে । রমণী  
 যুবারে । বলে শুন পুণ পতি । বিবাহ অজাবে । মজে

তব আস।। কাম্যপায় শবাকার। কিন্তু সে দুকর। বিদাহ  
তাহার, তোমাবিনে সাধ্য কার ॥ রাজ পুরী মাঝে, ব  
ন্দি রহিয়াছে, মহা কুহ কিনি পাস। যাইতে বিহক,  
হৃদয়ে আতঙ্ক, মানে সে রাজার বাস ॥ কহে কবি বর,  
শুনহে কিশোর, আসিলে কি শুব্রকণে। ধন্য হে তো  
মায়, নারি গণে পায়, ধরি নারি দেয় যেনে ॥

ত্রিপদী ॥

রাজ পুত্র এত শুনি, বলে কি

শুনালে ধনী, বাক্য শুনি সন্দেহ জন্মিল। তোমরা ক  
টীর মাঝে, মেয়ে কুহকিনি কাছে, রাজ ঘরে কেমনে  
পড়িল ॥ কুহকিনী কেবা হয় কেন তার কাছে রয়, শু  
নাইয়া সন্দেহ বিনাশ। শুনে বলে চিত্র বতী, কহি শু  
ন গুণপতি, যে কপে সে রহে রাজ বাস ॥ কহকিনী  
কেহ নয়, রাজ বাড়ি দাসী হয়, ধাত্রীকর্ণে করৈছে পা  
লন। রাজ মন্ত্রী ছিন্নপিতা, সে আশে বিষুখ খাতা, হ  
রি তার হরেছে জীবন ॥ পিতার বরণে মাত, হইলেন  
সহ মৃত্যু, মপে দিয়ে সিলন ঈশ্বরে। গোরা তিন স  
হো দর্য, শোকেতে হলেন মার্য, হারাহরে ঘোহে এ  
কে বারে ॥ তিনে অতি শিশুমতি, দয়াকরি সব গু  
তি, মপক হইল পুত্র পতি। সে সময়ে শোকাভর,  
নারে ভানি নিরন্তর, যে হেতু মপক পুত্রপতি ॥ রা  
জা অতি ভালবাসে, কিছুদিন রাজ বাসে, বকিয়া শু  
নিমু সব শোক। রাজা কন্যা সমজ্ঞানে, সেহ করে দি

নে দিনে; মোরা ভাবি জীবিত জনক ॥ খেলি, রাজ ক  
ন্যাসনে; মস্তোষ জম্বায় মনে; সদানন্দে কিছু দিন য়া  
য়। তৎপরে ঘৌবন কাল; পুকাশিল পুায় কাল; ভূগা  
ল জীবিত অতিশয় ॥ গগক আনায়ে বাসে; রাজন তাঁ  
রে জিজ্ঞাসে; গণিবারে মোসবারপতি। গগক গণিয়া ক  
য়; শুন রাজা মহাশয়; বিবাহের ব্যতি ক্রম অতি ॥  
যে হেতু সিদ্ধুর পার; আছে বর এ সবার; লজিয়া আ  
সিবে মহো দধি। অত এব ক্রিতি পতি; দেহ নবে অনু  
মতি; পুজিবারে দেব পশুপতি ॥ রাজাবলে আমানবে  
সদানন্দে সেব শিবে; নিরানন্দে হবে তবে পার। শু  
নিতার অনুমতি, তদবধি তারা পতি; পুজি পতি পাই  
তে সুন্দর ॥ পুতা বতীর পুতা হেরি; ভূপতি যতন ক  
রি; রাখিয়াছে পুরির ভতরে। স্বতন্ত্র মহোল তার,  
ষায়েষায়ে চৌকিদার, কুহকি তাহাকে সেবাকরে ॥ কি  
কিব দাসীর বিদ্যা; পুত্যক সে মহাবিদ্যা, সকলেতে ব  
লে সিদ্যা বতী। স্বগ, মর্ত্য তিন পুরে, পারে তত্ত্ব বলি  
বারে; যদিদেখে ভূসে খড়ি পাতি ॥ কত এব গুণ মণি।  
এক যুক্তি অনুমানি, কার্য সিদ্ধি হখে অনায়াসে। সি  
দ্ধি খড়ম আছে বাসে, অনাসে তাহাতেই বসে, বাইতে  
পারিবে তার পাশে। যুবাবলে বিধু মুখি; কই শীঘ্র  
আন দেখি, দেখি গিয়া সে কল্পকেশন। পুতার লাবণ্য  
লনে; কেশমে পুবোধি মনে; পুণ করে কেশন কেশন ॥  
পরে চিত্রকর্তী ধনী, খড়ম অগেতে আনি, যুবাবলে ক

ব্রিল পুদান। রাজপুত্র দিলে পায়, সেপায় কিশোভ  
পায়, শশি তুল্য পাদুকা কিরণ ॥ শোভে যেন শিবা  
পায়, রাধা পায় ভবা পায়; সেই রূপ নিরখি সে রূপ।  
বিচ্ছেদ বিবাদি ঘারা, দেখে সারা হয় তার। পুচীনা  
র জাগে কাম কুপ ॥ রাজপুত্র হরি আরি, উঠিয়া বি  
মানো পারি, পুরোমিরীক্ষণ করে তার। তখন শরীরী ভারী  
দ্বারে দ্বারে জাগে দ্বারা, ঘন ঘন ছাড়ে হৃৎকার ॥ থড়  
মের গুণে করি, অনাসে পুবেশে পুরী; অতিশয় সত্য  
অন্তরে। দেখিলেন পুভাবতী, পুভারে নিন্দিয়া। জ্যোতি  
নিদ্রিত সুবস্ত্র খটোপরে ॥ নানা দ্রব্য ভক্ষণীয়, চর্ক্য চ  
য্য লেহ্য পেয়, মণিময় পাত্রে পুষ্ট আছে। তৎ পরে  
দেখিতে পান, বিট বন্দি আছে পান, সুবস্ত্রের রেকা  
বির মাঝে ॥ ধীরে ধীরে গিয়া যুব, ভক্ষণ করিল সব,  
কামিনী নিদ্রিত অ বহায়। শেষেতে থড়মে বসি, চিত্র  
বতী গৃহে আসি, বিশেষিয়া কহে সবতায়। ওখানেতে  
পুভাবতী, নিদ্রাহইতে যুবতী; নয়নেতে বারি দিল না  
রী। কুধায় পীড়িত হয়ে, ভক্ষণ করিতে যায়ে, কিছু  
নাই দেখিল সুন্দরী ॥ পুতেহয়ে কোপমতী, বলে  
কুহকিনী পুতি, অতিশয় কুচ্ছিত বচন। শুনে কহে কু  
হকিনী, ক্রমহ রাজ নন্দিনি, অবধান মম শিবদমন।  
নিত্যনিয়মিতমত, আয়োজন ছিল যত, মিছে কেন দেহ  
মম দোষ। আপনি যুমের ঘোরে, ভোজন করিয়া পরে  
নিদ্রোথিরে কেন কর রোষ। কুহকিনী যত কয়, তাহা ক

রি অ পুত্ৰ্য, গালিদেয় ভুবন মোহিনী । দেখিয়া তার  
বিগদ, সাক্ষ্য দেয় কালী পদ, সত্যসে নিদেখি  
কুহকিনী ॥

পয়ার ॥ পরদিবা শরীরীতে ভূগতি তনয় । পু  
তাবতীর শয্যা গারে হইল উদয় ॥ দেখে পুতাবতী স  
তী অশোর নিদ্রায় । ধীরে ধীরে যুবরাজ নিকটেতে যা  
য় ॥ কিন্তু সে রজনী রান্না আছিল ভাগিয়া । গত রজ  
নীর চিন্তা অন্তরে চিন্তিয়া ॥ যখন সে ঘরে যবা করিল  
পুবেশ । ভাবিত হইল সতী দেখি তার বেশ ॥ বলেবে  
শ দেখিবেন গঠন সুন্দর । কেজানে কেমনে এল আমা  
র অন্তর ॥ আকার নরের মত এত নয় নর । ভাকর কি  
পুরুষের কথা শশধর ॥ মায়াধারী অবশ্যই নাহিক স  
ন্দেহ । মহীতে এক পনাই দেহ ঘর দেহ । পূর্বে শুনিয়াছি  
গম্প বিদ্যার সুন্দর । সুড়ঙ্গ কাঁটয়া অতি পরম সুন্দ  
র ॥ বিদ্যাবলে বিদ্যালয় করিয়া গোপন । কি আশয়ে  
আশা এর নাজানি কারণ ॥ নরাগম্য হয় এই রাজার ভু  
বন । কেমনে এমন গৃহে আইল এজন ॥ নভবা এহার  
ঠাই সিঁদ কাটা আছে । সুন্দর সুড়ঙ্গ মত সিঁদ কাঁটীয়া  
ছে ॥ এই রূপ রসবতী ভারিছে যখন । তখন কিশোর  
সুন্দর করিছে ভোজন ॥ এক বার চোরে ধরি করি মনে  
ভাবে । সুন্দর বলে কানাই এক । যে কি হবে ॥ একায়ে  
একায়ে হাত দিববা কিরূপ । কিরূপে ধরিব বাধ্য ক  
রিয়াছে রূপ ॥ এই রূপ বহু রূপ চিন্তাকরি ধনী । বিন

দেয়করে পরেধরে বিনোদিনী । চোরেয় চাতুরী ছুর চতু  
 রার করে । চোরেয় মতন যুঝা রহে চুপকরে ॥ মনীষনে  
 গুণমণি দেহ পরিচয় । দেখিয়া তোমায়ে বড় পাইয়া  
 ছি ভয় ॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব কিশা হইবে কিম্বর ॥ পরিচয়  
 দিয়া ভয় করহ অন্তর ॥ দুর্গম আলয় এই রাজার ভুব  
 ন । অন্যকে আসিবে ভয় বাসেন পবন ॥ এইরূপ বার  
 বার कहিয়া সুন্দরী । পরিচয় চাহে দুই চরণেতে ধরি ॥  
 দেখিয়া মিনতি তার মহীগতি সুত । বলেতবে সেনক  
 ল কর অবগত ॥ মহি সুরাসুর নাগ জন্মনর জন্মে । সা  
 মান্য মানব জাতি বাস মহীতলে ॥ নারী বলে একি ক  
 থা कह মহাশয় । সত্য না বলিলে পুণ ত্যজিব নিশ্চ  
 র ॥ ভুলিও রমণী বলি করি এইছল । নরেকিবল বলে  
 আসে এইছল ॥ একপ জীবন পণ করিল রমণী । অথ  
 যজ্ঞাধাকরোধ পণ কথা শুনি ॥ ভাবে কি বলিবে তায়  
 বাক্যনাহি মুখে । বিশ্বাস না করি যদি পুণ ত্যজে দুঃ  
 খে । একপ নিমেষ মাত্র চিন্তাকরি মনে । সপ্তমে স্বক  
 প সব কহে নারীজানে ॥ স্বকার্য সাধন জন্য আসি  
 মিকু পারে । বিষম শঙ্কটে পড়ি অরণ্য মাঝারে ॥ বহু  
 বন জন্তু দেখি ভয়ে হইকিল । কিন্তু সে বৃথায় কিন্তু তা  
 রাহয় কিল ॥ ভাবিদিবা জন্য মতে দিগ্দিগধাম্যনি  
 শাতে নাশিবে পুণ সন্দেহ কিতায় ॥ একপ আঁজলম  
 ন অজলে যখন । পুকাণ্ড পুস্তর এক দেখিনু তখন ॥ তা  
 হারতলেতে দেখি অপূর্ব সুউজ । পুবেশ করিয়া তায় যুচি

ম আত্ম ॥ চৌদিগে অনুয্য বাস হেরিনু যখন । বেকপ  
 আনন্দ তাহা অতীত বস্তু ন ॥ তৎপরেতে কেশবতী আ  
 রুচিবতী । দুইনারী বিবাহ করিয়া রসবতী ॥ খড়মে  
 র শুণে আগিলাম তববাসে । আশারসুসার কর আসা  
 যে আশাসে ॥ এতবলি নিদশন দিলেন যখন । বিষয়  
 হইল ধনী দেখিয়া তখন ॥ চিনিয়া খড়ম সিন্ধু কেশব  
 ত্রি কেশ । যুবরাজে মাল্যদান করিলেন শেষ ॥ করেতে  
 ধর্মিয়া কর লইয়া পালকে । আরম্ভ করিল গঙ্গা নানার  
 ল রঞ্জে ॥ কিন্তু সে কিঞ্চিৎ শুখ না রহিল পরে । কার্য  
 অনুসারে রামা যাইল বাহিরে ॥ মেকালে নিজার বস  
 হস্ত যুবরাজ । পরেশুন সভাজন অহকির কাজ । গগনা  
 তে মেনেই রাঝা তদুজানি তার । রাখিল যুবারে নিম্না সি  
 কুর মাঝার ॥ কন্যার বিবাহ দিতে নাছিল বাসনা ।  
 সেইজন্য সিন্ধু ঘোঁপে করিল চালনা ॥ তৎ কালেতে গু  
 ভাবতী আসিয়া বাহিরে । কাণ্ডে না হেরিয়া ভ্রান্তে মূ  
 ছা যায় ডরে ॥ কি বলিব মন্ত্রবল অপকৃপ অতি । পা  
 লক সঙ্কিত চাকি রাখিল কুমতী ॥ যাইয়া জনধি মাঝে  
 গুজ । পতি সূত । অল্পপতি কলরবে হইল জাগৃত ॥ পাল  
 কেতে হস্ত দিয়া তদু করে দারা । কিন্তু সিন্ধু দেখি কিছু  
 চক্রে বহে ধারা ॥ কতু ভাবে স্বপ্নে ব্যক্তি হইতেছে এস  
 ব । কতু জল জন্ত শব্দ ভয়ে পায় শব ॥ কতুবলে বি  
 ধিকেন আশাতে অ পুতি । কিদোবে একপ রোষকর ম  
 স পুতি ॥ হায় কোথা রহিল সে পিয়ে পু ভাবতী । কো

থাবা সে রাজ পূরি এবে অষুপুতি ॥ অকুল জনধি  
 নে কিমেপাই হল । কেপারে নইতে পারে হয়ে অনুকু  
 ল ॥ নাহি জানি হল কিমে এখানেতে আসা । এখন সে  
 হলকিমে আশা নাশা আসা ॥ কে করিল এ দুদশা ভা  
 কি আশার বানা । অজ্ঞে আনিয়া মূল হল পুণ্য না  
 শা ॥ এখন যে পুণ্য পাই আছে কিমে আশা । যে আশ  
 য়ে আসিলাম কোথাবা সে আশা ॥ পিতার পিড়ার জ  
 ন্য আমা সিকু পার । কার্মিনীর আশে হয় মেআশা ম  
 হার ॥ এইরূপ বহুরূপ করিতে রে দন । পরে হেরে পু  
 র্বদিগে উদয় তপন ॥ পুতাকরে পুতাকরে হরে অন্ধ  
 কার । পয়োময় হেরি যুবা করে হাহাকার । কুল কুল ক  
 নরব করে জনপতি । কি কব তরঙ্গ কথা ভয়ঙ্কর অতি ॥  
 কলেবর কম্পান্বিত করি দরশন । কভু উঠে কভুপড়ে ক  
 ভু অচেতন ॥ এইরূপ শোকাকুল পড়িসিকু তটে । পরে  
 শুন সভাজন যে বিপদ ঘটে । হইল মধ্যাহ্নকাল থর ত  
 র ভানু । তাহে কৃপা পিপাসায় ক্ষীণ অতিতনু ॥ হেনকা  
 লে দেখে সেই ভাটনার তটে । পুরজ তরঙ্গ নীরে একজা  
 নু উঠে ॥ হুটুহুয়ে দ্রুতগতি স্বানতার পাশে । সুধার বি  
 বম ব্যাধি তরিবার আশে ॥ কিন্তু সে ফলেতে তার ন  
 হিল সে ফল । ফলের বৃত্তান্ত শুন ফলিল যেফল ॥ রসা  
 ল রসাল দেখি করিয়া গৃহণ । ঘুণায় জানি বারে মুখ  
 দু কেমন ॥ কিন্তু সে তাহাতে দুখ বাড়িল বিস্তর ।  
 নানিকা হইল লক্ষ তুল্য করীকর ॥ রসালে বিশাল না



ক বিপরীত কথা। যুবক বাড়িল আর শতশ্রুণ ব্যথা।  
নামিকা লুটায় ক্ষিতি বিপরীত অতি। কহুবা মুচ্ছিত  
হয় হয়ে শোক মতি ॥ যুবর বিবম দুঃখ ভনে করি ন  
র। একাগ্ন নিমগ্ন শোকে তাহার অন্তর ॥

অথ পুতা বতীর বিরহ বস্তুনা ॥

॥ অন্ত গমক ॥ ॥ পয়ার ॥

এখানেতে আপনার গৃহে আসি পুতা। কান্তে না  
হোয়িয়া তার হয় হীন পুতা ॥ চমকিত হয়ে ধনী আত  
কে সিহুরে। ধরায় পতিত হয়ে জ্ঞান বুদ্ধি হরে ॥ পুণ  
য় না হতে হয় দারুণ বিচ্ছেদ। ধরণী লুটায় পুয় তরু  
শাখা ছেদ ॥ বলে মম পুণ পতি কেবা লৈল হরি। র  
মণীর অগ্নি মম শব দেহে হরি ॥ অধিনীরে পারি হরি  
হইলে অন্তর। অদর্শন বহিঃকপে দহিছে অন্তর ॥ কেন  
বা হইল তব এখানেতে আসা ॥ আসি বাড়াইলে মাত  
মনের সে আশা ॥ এতদিন শঙ্করেণে পূজে মন মাথে।  
আশা পূর্ত্ত হয়ে কেন আসা বাদ মাথে ॥ সেমাধ বিবা  
হ মাথে ভগিতেছি ভাল। এখন কেনাথে স্বাদ তার ভা  
ল ভাল ॥ ভালভাল খেদ নাই ॥ গড়েছে সেকাল।  
একালে আমারে বুঝি পায়বা সেকাল ॥ সেকাল স্বকাল  
হয় বিচ্ছেদের পাকে। হায় হায় কব কার পড়েছি বি  
লাকে ॥ লুতিকার পুতিকার জন্য কব কারে। কিকরে  
হইব আমি মৃত এইকারে ॥ অনুমানি লক্কিনী এ আ  
শুণ জানে। আমাধের করিল বন্ধ বিচ্ছেদের জানে ॥

অথ আদ্যন্ত যমক ॥

করে মাধ্যম আছে আর করে এ পুকার। কায়নাশী  
দাসী যা করিল সঙ্গীকার ॥ বিবাহে আমার তার চির  
কাল ঘেব। বিপাকে কেনেছে তাই তারে কোন দেশ ॥  
গুরু যদি এ শব্দে আমাকে ড়রায়। গুরুতর শাস্তি দা  
শী পাইবে ড়রায় ॥ বিনাসে বিনাশে পুণ্য কব গিয়া  
কায়। বিসম বিষের জ্বালা হইতেছে কায় ॥ জীবন ত্য  
জেন যদি জীবনের পতি। জীবন মণিব গিয়া জীবনে  
র পতি ॥ সে রূপ স্বরূপ হয় নিন্দিয়া মেয়ার। শেল স  
ম শোক বুকে বাজিছে আমার ॥ কেমনে রাজনে আমি  
জানাইব গিয়া। কেমন করিছে মন তাহার লাগিয়া ॥  
বহুদিন সাধন করিয়া তার। পতি। বহু রূপ পতি পাই  
নিছি তার। পতি ॥ কিন্তু তার কিছু নাহি পাইলাম তা  
র। কিন্তু হয়ে আছি গৃহে অদর্শনে তার ॥ চারি দণ্ড হ  
য়ে নাই ছিলাম সেমাথে। চারিণী অমনি পুস্তক মাথে বা  
দমাথে ॥ সে শপি মুখের হাসি মনে ভোলা তার। সে  
ই জর। বৃদ্ধি এত বিচ্ছেদের তার ॥ বালা কান্দে বিনাই  
য়া হারাইয়া বর। বাসরে বিচ্ছেদ গীত গায় কবিবর ॥  
পতি —\*# ১ পয়ার ॥ \*—

এইরূপ পুভা বতী বিচ্ছেদে তাপিত। নত্যা  
পেতে বস্ত বস্ত হইল আসিত। নাকুচে ওদন মুখে সদা  
শোকে ভাসে। পরে জিজ্ঞাসিলে পরে পরেকট ভাবে।

সখীরা করিল তুল বনিয়া রাতুল ৷ তুলিলে নৃপের কা  
 গে পাড়ে হুল হুল ॥ বৈদ্য গণে আশ্রিত্য করে পুতি  
 কার ৷ কথর পুতি কার তার ৷ করে পুতি কার ॥ বিচ্ছেদ  
 সিকার তার হইছে শুবল ৷ কি করিতে পারে আরে শু  
 বধির বল ॥ বৈদ্য গণে বলে ব্যাধি চিনি আরে নারি ৷  
 রোধি হয় উপ দেবে পাইয়াছে নারী ॥ এই বলি পরি  
 হরিতারাসেরায় প্রাজ্ঞ করে চিন্তা যা হে কন্যা তান হয়  
 ছুড়ে রোজায় আনি করি অনিয়ুক্ত ৷ তাহাতে হইল আ  
 রোগ বৃদ্ধি যুক্ত ॥ ভূত জ্ঞানে সকলোতে জ্ঞানিল অন  
 ল ৷ আশ্রমে দিগুণ আর বলে অনানল ॥ ভিতর বাহির  
 তার জলে সমভাবে ৷ যেদুস সে বুক দেখি করি অনুভ  
 বে ॥ এই কপ রহে বালা বিবাদ অন্তর ৷ যুবার বিষয়  
 হবে শুন অনন্তর ॥ নাসিকা লইয়া যুবা ব্যস্ত অতিশয় ৷  
 মনুষ্য পরাণে নাহি এত দুঃখ ময় ॥ দাঁড়াইলে পড়ে কি  
 তি নাক বিপরীত ৷ বালির ঘর্ষণে বহে তাহাতে শোণি  
 ত ॥ কভ কাকি বলে ওরে রিখাতা বিপক্ষ ৷ নালিলে  
 জীবন মানি তোমাদের উপক ॥ বাঁচিতে বাসনা নাই  
 রামনার শেষ ৷ এখন যে স্ববাসনা হইবারে শেষ ॥ এই  
 কপ তিনদিন পাবে বহু কৌশ ৷ জীবনে জীবন দিতে চলি  
 লেন শেষ ॥ হেনকালে দেখে আর এক আমুকল ৷ তা  
 সিয়া যাইছে বেগে সেই সিক্ত জল ॥ রাজ পুত্র বলে ধ  
 রিবলেন বিস্তার মরণের বেশি দুঃখ কখন নাই ॥ সে  
 ই দুরা দুই আর্তি বাঁটল আমারে ৷ এই তাবি ঘাণ লয়

মৃত্যু কাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু সে কালেতে বড় কলিকৈক কল।  
নাসিকা হইল কয়। বাঁচিল পুৰল ॥ সহজ নাসিকা দে  
খি রাজার নন্দন। জীবন ত্যজিয়া যুবারাশি জীবন।  
দেখিলেন অমরনে ঘটে সু মঙ্গল। সবতনে বসন্ত মথ্যে  
বাঁধিয়া রাখিল ॥ পরদিবা চারি দণ্ড উদয়ে ডাকর।  
দেখিল জাহাজ এক আনে পাকভর ॥ আনন্দে উত্তরী য  
জ্ঞ উড়ায় তখন। দূরবীনে নাহিক তীকরে দরশন ॥ জ  
হাজের পতিছিল অতি দয়াবান। তরির উপরে নিরা  
দিল পাণ দান ॥ তদন্তর কুসারে কহেন। তারাসবে। এ  
রূপ ঘটন তব হয় কোন ভাবে ॥ সরল স্তারেতে যুবা  
কহেন তখন। কহে কবিপুঙ্গব রসালিঙ্গ বিবরণ।

### ত্রিগদী

তরির আরোহী যত, জ্ঞান বান ভদ্র সূত, আলোপে  
তেমবে বশ হয়। সকলে সরল ভাব, ভাবক দেখিয়া  
ভাব, দিনে দিনে বৃদ্ধি অতিশয় ॥ কে বুঝে দেবের অম  
কছু হয় কোন কথ, সিন্ধু মাঝে তরঙ্গ জমায়ে। পুৰল প  
বন বলে, জাহাজ নিমগ্ন জলে, জলপতি করে সবে ক  
ল ॥ যুবার অঙ্গুরি গুণে, জীবনে বাঁড়ি জীবনে, বহু ক  
ষ্টে উঠিলেন তটে। অস্ত্রেতে নাহিক বল; খাইয়া অনে  
ক জল, ভাগ্য ফলে, বাঁচিল শঙ্কটে ॥ সবল হইলে প  
রে, বিষম অটবী হেরে, তত্ব করে অনুযোয় কাম। পরে  
দেখে লোকালয়, সকল সেবন যায়, নৃশংস নকর আ  
বাস ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে, বাঁচিল উদ্ভিগে কয়ে;

মনোহর মনের আলয়। দেখিয়া। সুন্দর হাস, যুচিল অ  
 নের হাস, গুণেশ করিল শীঘ্র তায় ॥ কি কব পুরের  
 শোভা, রজনী হলেও দিবা, নানা স্থানে নানা রত্ন জ্যো  
 তি। কিন্তু পূবে শিয়া পুরে, দেখিতে না পায় কারে, অ  
 তরেতে ডরে শেবে অতি ॥ ভাবে এ কাহার পুরী, কি  
 ছুই বুঝিতে নারি, যোগবল কিম্বা মায়াময়। লোক ভ  
 ন্ন নাহি বাসে, আইনু কাহার পাশে, নান্দবুঝি এবার  
 নিশ্চয় ॥ তরিয়া তরঙ্গ নীরে, এবে আসি এই পুরে, এ  
 কে বারে হারালেম গুণ। মনে অনুমান হয়, হইবে রা  
 কসা লয়, এ শব্দটে রক্ষ ভগবান ॥ এই রূপ মনে করে,  
 মরে ঘরে তড়করে, শেবে হেরে এক স্বর্ণ গৃহ। দেখে তা  
 য় নিদ্রা যায়, সুবস্তু লতিকাকায়, একনারী আরনাই কে  
 ছ ॥ স্বরূপ সে রূপতার, তপ্ত হৈম তুল্যাকার, ইন্দুরয়  
 আনন অপুতে। কুন্তল কি চমৎকার, বিনায়ন সর্প কা  
 র, কাকপক্ষী স পক্ষ তাহাতে ॥ কালগুণির শরাসন,  
 ভুরু অতি সুশোভন, সর্ষদাই হরয় আচ্ছন্নত। ফালগু  
 ণে পুবল আর, মণ যোগেতে নেত্র শর, দৃষ্টে হয় মবে  
 হত চিত ॥ শ্রুতি অতি চমৎকার, ন্যাসিকার তুল্য ভ্র  
 র, শুষ্ক বিষ্ণু ফলের আকার। ঢল ঢল করে গগন, দৃষ্টে  
 মোহে এবুজ্জাগু, তপ্ত করে যোগী যোগাচার। গীবা অ  
 তি সুশোভন, শোভে নানা অভরণ, রূপে গৃহ করিছে  
 শোভন। দেখি হেন জ্ঞান হয়, যেন এতড়িত চয়, হির  
 রূপে করিছে ভরণ ॥ লোচন যদি লে রূপ, দৃষ্ট হয় তদ

রূপ; দেখি মোহে ভূধর নন্দন। অনেক ক্ষণের পরে, স  
ম্মিত পাইয়া করে, মোহিনীর কাছেতেগমন। তনু অতনু  
র স্পর্শে, অস্থির হইয়া করে; মোহিনীরে করিতে চেতন।  
কিন্তু সে মায়ার ভাবে; নারী থাকে সেই ভাবে; কোন  
মতে নাই হয় চেতন ॥ অনেক প্রমত্ত পরে; দেখিলেন সে  
ই মরে; শুভ্র বস্ত্র শিলা এক স্থান। তদপরে দুই চাবি;  
মধ্যস্থ পুষ্কর রবি; স্বস্ত্র রৌপ্যে হয়েছে নিখাণ। যুব  
চাবি নিয়াকরে, গঠন পুশ্যনা করে, দৈবে পড়ে কামি  
দ্রী তনুতে। কঁকর চাবির স্পর্শে; রত্নী উঠিয়া বৈমো;  
যুবরাজে দেখে সম্মুখেতে। লাবণ্যে হয়ে মোহিতে, পু  
না পড়িল অসীতে, যুবরীর সচঞ্চল ভাব। তাহে একি  
রূপ ভাঙ্গি; মারোত্যজি নিদ্রাভাব, পুন কৈমধরে পূর্ণ ভা  
ব ॥ এই রূপ যুব রাজ, চিন্তাকরে হৃদি মাঝ; স্থির কভু  
করিতে নাপারে। পরে নারী জ্ঞান পায়; যুবর ধরিয়া  
পায়; পরিচয় চাহে ন কাতরে। কহেন শ্রীকবির, দেখ  
ধনী যুবাবর; তববর যোগ্য হবে কিনা। তোমার ভাগ্যের  
ফলে; ভাসিয়া এসেছে জনে; যৌবন মূলেতে লভি কিনা।

অথ যুবরার পরিচয় জিজ্ঞাসা ॥

ত্রিপদী ॥ নারী চায় পরিচয়; কে আপনি জ  
হাশয়; কি আশাতে হেথা আগমন। অমর মনে এই নয়  
হইবে দেব তনয়, নিশ্চয় হেনই ন্যায়জন ॥ আপাঙ্ক  
ভাবিয়া ধোরে; কহ পুঙ্খ সত্য করে; অপূরেতে কোম পু  
য়োজন। হেন রূপ কেবাধরে; কেবা হেন রূপ সুন, পু

বেশিতে পারে এ ভুবন ॥ শুনি কহে যুবাবির; নহি দে  
বজ্ঞাতি নর; সত্য পরিচয় শুন ধনী । নিকুপার মম ধা  
ন; কাঞ্চীপুর নামে গ্রাম; তথা স্বর্ণ কেতু নরমণি ॥ পঞ্চ  
ম তনয় তার; শুন বলি সারোদ্ধার; আমি হই কনিষ্ঠ  
মদার । পীড়ায় পড়িয়া রায়; পাঠানেন মো সন্মায়; তাই  
সে এসেছি সিন্ধু পার ॥ তদন্তরে যাহা হয় কহে সব  
পরিচয়; শুনিয়া বিস্ময় হয় ধনী । বলে একি অসম্ভব;  
নরেকি সম্ভবে সব, দৈত্য পুরে আসিলে আপনি ॥ অ  
মার পণিয়া তায়; কহিলেন পুনরায়, তবে তার পুত্র  
স্বভায়ায় । দানবের বিবরণ; কহি বারে করে মন; হেন  
কালে দেখে দিবাক্ষয় ॥ হরিল কিরণ হরি; করিল কি  
রণ হরি; নারীর হইল বড় ভয় । বলেছে জুগতি সুত;  
বাক্য কর অবগত; বিপদ হইল আতি শয় ॥ অতএব শু  
ণ মণি; রাখ অগ্নির বাণী; গোপনে থাকিয়া এই ঘরে ।  
হইল সর্করা ভারি, আনিবে সে নর আরি, সংহারিবে  
দেখিলে তোমারে ॥ একথা বলিতে ধনী, শুনিয়া উৎক  
ট পনি; গৃহেতে আসিছে দৈত্য পতি । আমার পাইয়া ভ  
য়, হুলাই সে গৃহে রয়, যেই রূপ কহে রসবতী ॥ রমণী  
অমনি ছলে; শয়্যাপরে অঙ্গ ঢালে; নিদ্রা মত করি নিদ্র  
কায় । তৎপরে জনক আরি; কামিনী চেতন করি, বলে  
ধনী ভয় আঘাতাদি বলে দুরাচার; একি বাঞ্ছা অনাচা  
র, জন্মায় যাইকে যমালয় ॥ সত্যনে আমার বান্ধি যদি  
পাশে করহানি, তবু কাহি পাইবে আমার । তবু টে

তৎ ধরি পদে; বুঝাইছে নানামতে; কারনা কারিনী সহ  
 কালে। দেখি শূর দুরাশয়; রমণী পাইয়া ভয়; বিক্রম  
 আদিত্যে; ডাকে জামে। দানব সে নাম শুনি; করিয়া চীৎ  
 কার ধনি; স্বাদশ যোজন পথ যায়। বিক্রম আদিত্য রা  
 য়; শাস্তি দিয়া ছিল ভায়; তাই সেই নামে ভয় পায়॥  
 এইরূপ দুরাচার; পুহুরাতে তিন বার নিত্য রজনীতে  
 করে ধনি। মৎস্য দেশে স্বস্ত বৈত; ঐ সে শব্দের হেতু  
 মুচ্ছা হয়ে দুটান ধরণী ॥ নিশা অবশেষ কালে, রমণী  
 রে মোহে কেনে দৈত্য যায় করিতে ভ্রমণ। পূর্ভাতে রা  
 জার পুত্র, হয়ে অতি হুই চিত্ত; রমণীরে কষণে চৈতন ॥  
 খাদ্য শ্রব্য নানামত; গৃহেতে আছিল যত; দুই জনে ক  
 রেণ ভক্ষণ। এইরূপো নিত্য নিত্য উত্তয়েতে পুন্ম ম  
 ত, দৈত্য তত্ত্ব নাক্সানে তখন ॥ এক দিন দুজনায়; পু  
 মে মত অতি শয়; দিবাক্ষয় নাদেধে নয়নে। দেখি সব  
 দৈব গতি, রজনী হয়েছে অতি; দৈত্য পতি উদয় ভব  
 নে ॥ বাইবে কোথায় আর; পুণ বাচাইল ভায়; আছা  
 ডিয়া পড়ে সেই থানে। তথা তাম্র কুণ্ড ছিল; অঙ্গুরিকা  
 পরশিল; তাহে দৈত্য জন্মেদশ জনে ॥ কর ঘোড়ে তা  
 রা কয়; ভয় কিহে মহাশয়; আমরা করিব তারে কয়।  
 এই বলি ক জনায়; মিলি দৈত্য পাশে যায়; কিন্তু তা  
 রা মানে পরাজয় ॥ সে হয় অসুর গতি; ভয় করে সুর  
 পতি; মৃত্যু পতি হইল সবারা পরে অঙ্গুরিকা গুণে; ম্  
 জিবহু শূর গণে; মহাসুরে করিল সমহার ॥ পরে সব



শূরগণে, কহে কিশোরীরে স্থানে; এখন দেহছে অনুমতি।  
 বিপদ হইল পরে; ডাকিবেন মো' সবারে; একগুণে  
 আবাসে করি গতি ॥ এত বলি দৈত্যগণ; হইলেন অদ-  
 শন; ছাড়ি সেই যুবকযুবতী। তৎপরে আনন্দ মনে; বি-  
 বাহেতে দুই জনে; পরস্পর হইল সম্মতি ॥ অসুর হইল  
 চুর; আতঙ্ক যাইল দূর; আনন্দে আতিল দুইজন। আনি  
 য়া কুমুম তুলে; পরস্পর দিয়া গলে; বিবাহ করিল সন্না-  
 পন ॥ গন্ধক শাস্ত্রে কয়; একপ বিবাহ হয়; যদি হয়  
 মন দুজনার। পাপের নাহয় ভয়; সত্য সত্য নমস্ শয়;  
 এই হয় বড় সু আচার ॥ পূর্ককার দুঃখ যত; সে হইল  
 স্বপ্ন বত; পরস্পরে মিলনে দুজনে। দ্বিজ কালীপদ কয়  
 দুঃখ দিনা সুখোদয়; কহহার নাহয় কোন থানে।

॥ পয়ার ॥

একদিন অশ্বমজ্ঞা শয়নের কালে। শূরের স্বরূপ তত্ত্ব  
 কহিবারে বলে ॥ কেমনে আইল দৈত্য আছিল কোথা  
 য়। কিরূপ এ লোকালয় বনময় হয়। কিদ্বা দৈত্যের পু-  
 রী হইবেক সত্য। বিশেষিয়া কহ পুিয়ে শুনি সেইতত্ত্ব।  
 ভবিষ্য কাহার কন্যা আছিলে কোথায়। কেমনে এমন  
 পুরে আনিল তোমায় ॥ এত শুনি কহে ধনী শুন শুন  
 পুণ। আমার জনকালয় হয় এই স্থান ॥ সম্ভ্রামি নগর  
 নামে ছিল এই দেশ। ভদ্রসেন নামে পিতা আছিল ন-  
 রেশ ॥ কোথা হৈতে দুরাচার আসি এই পুরে। নগর ক-  
 রিল বন নাশ করে নরে ॥ শুনিয়া সকল তত্ত্ব রাজার

নন্দন। বুঝাইয়া যত্নতে তুষ্ট করে অন ॥ পূর্বে নারী ক  
হেনাই দানবের ডরে ॥ এখন সে অকিঞ্চিৎ শুনায় কি  
শোভন ॥ এই কথা সদনন্দে কিছুদিন যায় ॥ ক্রমে সে  
অবিস্মরণীয় ॥ রক্তসিদ্ধ ফুরায় ॥ অসহ্য অত্যন্ত অতি দে  
খিয়া তখন ॥ অক্লান্তি ॥ গুণে দৈত্য করিল অরণ ॥ অ  
নন্দে দৈত্য গণে অসিয়া নিকটে ॥ পুণ্য করিয়া  
রহে অগ্নে কর পুটে ॥ তখন কিশোর কন সুন দৈত্য গ  
ণ ॥ আশা দোহে বৈরাটল যাইব তখন ॥ আর আট ক  
নে বুঝ করে অনুমতি ॥ চন্দ্র সেন নামে আছে মিনন  
তপতি ॥ পুভাবতী নামে নারী আছে তার পুরী ॥ আ  
মারে মিলিও জানি থাকিতে শরীরী ॥ আর দুই নারী  
আছে নহর যাকার ॥ শূন্য করে সুধাকরে অধরে সব র ॥  
শীঘ্রগতি তা সবরে করহ মিনন ॥ জীবন ব্যাকুল হয়  
নাকরি দশন ॥ বুঝার পাইয়া আজ্ঞা দৈত্য কর জন ॥  
শীঘ্রগতি করে গতি যথা কন্যা গণ ॥ নিতায় আচ্ছন্ন  
তার আপনার বাসে ॥ শয্যা ॥ সহ আনিলেক অশ্রু নজ্র  
পাশে ॥ তৎপরে পূবেশে গিয়া কাঞ্চী পুর দেশ ॥ তখ  
ন মাঝিনী পায় হইয়াছে শেষ ॥ দেখিতে দেখিতে অ  
ন্ত হইল শশাঙ্ক ॥ তখন কামিনী গণে নিতায় করে ভঙ্গ ॥  
অখিমেলি স্বাতন্ত্র্যে অক্লান্তি ডরে ॥ বলে শিবে  
রক্ত সব রক্ত এবে করে ॥ পারন্ত বধন পতি দেখিল  
সবাই ॥ কদরে যে পায় সুখ তার নীমারাই ॥ মনে তা

বোঝানামান্য মানবতো নয় । যে হেতু করিল কথ্য অর্থ  
 ন দৃষ্ট হয় ॥ এই কালে কারী গণে করয়ে বিচার । যুকা ব  
 লে পুষ্পসীরে চিত্ত । নাহি আর । জাতি ভাঙ্গি ক্রান্তি  
 । বে কর নিরীক্ষণ । তোমাসভে হারাইয়া । তাপিত্ত জীব  
 ন ॥ অতএব তোমা সবে করিয়া হয়ণ । আনিয়াছি ক  
 থা কয়ে বাঁচাও জীবন ॥ তদন্তরে বদরিয়া । ইলেন  
 সব । শিকু মাঝে বটে যাই । কথ্য অর্থ সমস্ত ॥ বিপরীত  
 নাক কলে কলের কারণ । তার সাক্ষী এই কল কর নিরী  
 ক্ষণ । কলের পুত্র কল দেখাইলে পরে । সকলে বিস্ম  
 য় হয় কল দৃষ্টি করে ॥ একপ যখন কথা হয় পরস্প  
 রে । মহারাতে সমাচার দিল অনুচরে ॥ চর বলে মহ  
 রাজ করিনিবেদন । বধু সহ আসিলেন তোমার নন্দন ।  
 অনুচর সঙ্গে তাঁর দশটা । দানব । দেখিয়া । পায়েছি ভয়  
 আশ্রয় মানব ॥ অমর হইয়া করে মানবের সেৱা । হে  
 ন অপরূপ কাব্য কোথা দেখে কেবা ॥ দেখিলামি চারি  
 কন্যা । পরম সুন্দরী । অনুমান হয় হবে সুবরাজ নারী ॥  
 কিন্তু না পারিনু কাছে যাইতে তাহার । দেখিয়া হইল  
 ভয় দানব আকার ॥ রাজা বলে ওরে দূত কি কহিলে  
 স্তম্ভিত । হেন অপরূপ কন্তু শুনিবাই আমি ॥ আনবে সে  
 বয়ে দৈত্যে । একি চমৎকার । দেখাইতে পার যদি পা  
 বে পুরস্কার ॥ রাজা উঠিলেন অটালিকার উপর । অ  
 দৃশি হেলায়ে তাঁরে দেখাইল চর ॥ তদন্তর নরী রাজ  
 ডাকিয়া কাহারে । পাঠালেন বধুগণে আনিবারে পুরে ।

রাজ্যধনে দৈত্য গণে নাহি ভয় । আমার পুণ্ড্র  
 তারা সেবা দান হয় ॥ আশ্রমে বিধান করি বাহক  
 নকলে । উপনীত হয় গিয়া মহা নৌলাহলে ॥ যুরার  
 চরণ তলে করিল পুণ্ড্র । কহিলেক রাজার যে রূপ অ  
 নুমতি ॥ দেখ যুবা সম্মুখেতে চতুর্দশ দল । লইতে আ  
 নিছে চর ভূগতির হল । এতবলি মহাপান নাবায় ন  
 কলে । রাজপুত্র তখন সে দৈত্য গণে বলে ॥ যাহুদৈ  
 ত্য গণ এবে আপনার স্থান । কথ্য অনুসারে তোমাদি  
 বে বিদ্যমান ॥ তোমা দেরি দরশনে রাজ্য পাষে উন্নয়  
 ত এবে অদর্শন হও শীঘ্রতর ॥ শুনিয়া অসুর গণে বন্দি  
 য়া চরণ । অতিশীঘ্রগতি তারা হয় অদর্শন ॥ তখন সে  
 অশ্বমজ্ঞা তার গণসনে । মহা পালে আরোহিয়া পুবে  
 শে ভুবনে ॥ উলু খণি দিয়া তবে যতরামা গণ । স যত  
 নে গৃহে লয় করিয়া বরণ ॥ অশ্বমজ্ঞা মহারাজে বন্দি  
 য়া চরণ । শব্দের বৃত্তান্ত তারে করায় অবগ ॥ শুনি ছুটি  
 চিত্ত রায় পুত্রকরে কোলে । লক্ষ লক্ষ চুইল বদন কঙ্ক  
 লে ॥ বলে পুত্র করিয়াছ অশ্বকপ কাজ । ঘূষিকোতো  
 মার বশ এ সংসার মাঝ ॥ তদন্তর ছারি পুণ্ড্র ডাকি ন  
 রপতি । সভামাঝে করিলেন সবাবদুর্গতি ॥ রাজ্যধনে  
 হও তবে অপরাধী ভক্তি । অকৃতী অধম্য আর অধিক  
 কুমতি ॥ তোমার নিম্নাশ করিয়াছ মম শত্রু । পুতারণ্য  
 করিহকৈ ছিলে পুত্র ॥ অশ্বমজ্ঞা জনকেরে সব স্ত  
 তি করে । কোপাননা পাতিল করিল তারপরে ॥ তদন্তর

শ্রীমদ্ভাগবত উদয়তপন। যুবাক্ষান অন্ধরেতে বঁধা রথুগণ।  
 দেখে এক গৃহে বসি নারী কয়জন। যুবাক্ষ বারতা সঙ্গে  
 করে আন্দোলন ॥ হেন কালে যুবাক্ষ দিল প্রশমন।  
 কিশোরে দেখিয়া তারা আরম্ভে রোদন ॥ পুত্রা বতী চ  
 রণেতে ধরিয়া তাহার। বলে গতি এদুঃখি করিলে স  
 কল ॥ পুত্রার সে পুত্র। ভ্রমি পুত্র। তবদাসী। হোমাবি  
 কা পুত্র। করে হেরিতরে। রাশি। কহ কিম্বী হয় পুত্র দুর্গ  
 তিরামূল। উপযুক্ত শাস্তি তার। যুড়াইতে চুল ॥ আনিয়া  
 অখ্যাত্তে জমিকরিয়া ছাণ। নহে রাজ। যদিকি ডি। হা  
 র্যতন পুণ ॥ ভোমার বিচ্ছেদ বালে ভাষিতাম শো  
 কে। পাগল বসিয়া সব জ্ঞান করে লোকে। কতশত বৈ  
 দ্য আনি করিল নিযুক্ত। দেখিল তাহাতে হয় রোম বৃ  
 দ্ধি যুক্ত ॥ ভূতে পাইরাছে শেষে সকলেতে বলে। ভূত  
 ডে রোজার। আমিরে অগি জ্বলে ॥ অন্ধর বাহির  
 জালা হইত আয়ারে। মৈজালা যুড়ান পুত্র দেখিয়া বত  
 কারে ॥ একপা আকর্ণ করি পুত্র। বতী কয়। তাহাতে  
 যুবাক্ষ হয় দুঃখের উদয় ॥ অবশেষে পিয় বাক্য সকলে  
 রে কন। তাহাতে মৈবাক্ষ হয় অস্বস্তি মন ॥ তৎপরে  
 রেন্দ সত বসিয়া পান্দি চারী নারী নিয়া। তাহেন সু  
 খের তরফে ॥ পুত্র। একপা ভাবে। মবে সমভাব। দি  
 মে মিনে হয় তার কট। পুত্র। লকিন থাণ্ডে এই ম  
 জেকনে মিতন। দ্বিতীয় থাণ্ডে রেন্দ করিব বস্তন। কি  
 ছ। মিন পরের। মাক্ষ। মিন হা। মন। অধির তনয়ে করি

লেন সমপণ ॥ হৃগলির পাশ্চমেতে পাউনন শ্রাম ।  
শিবের কৃপার জন্য ব্যাপি আছে নাম ॥ বিশেষে জন  
সী সেই শব্দে পোড়ায় ॥ মাথার পরম মণি গিরাছে  
নলয়ে ॥ উচাই পোলোভা ভায় উত্তরেতে হয় ॥ দিন  
কালী পদ দিন তথায় বঞ্চয় ॥

॥ অথ একাবলী ॥

১। রাজা অথ মন্ত্র রাজ্য করিয়া ॥ কষ্টে কাল মহাকা  
ল মেরিয়া ॥ অতঃপরে কহি শুনহসকে ॥ দ্বন্দ্ব মালী  
রাজ্য পালে যে ভাবে ॥ মুর মণি তুল্য সুখী সে রাজা ॥  
সন্তানের সম পালেন গুল্লান ॥ অতঃপরে ব্রহ্ম নিশা যো  
গেস্ত্রে ॥ সুধারতী সহ সদা মুখেতে ॥ এক দিন এক কুম  
বন্ধুগোপ পুত্রিনী বেশ্যারে পড়িল মনে ॥ কোটারে ব  
লেতে আনিয়া ভায় ॥ খোলদিয়া তার মাথা মুড়ায় ॥ দু  
দশ করিয়া বিধি মতেতে ॥ তাড়িয়া দিল নগর হ  
তে ॥ তৎপরে কোটারে ডাকি ধরিতে ॥ বলে যা হ মহো  
দরে আনিতে ॥ কোটা কাঞ্চিপুর গিয়া উঠিল ॥ আনিল  
ভূধরে করি চরণ ॥ তখন বিভা বরী অতি যোর ॥ রাজ  
ন ছিলেন ক্ষুধে অঘোর ॥ পরে রাজা তারে করিচেতন ॥  
বিবরিয়া কহে আত্ম বিবরণ ॥ শুনি স্বর্গ কেত্ত করি রে  
দন ॥ ক্রমাকর বলে ধরিয়া চরণ ॥ রাজা বলে নাহি আ  
শার রোব ॥ জানিহে তাহাতে ভ্রমি নির্দোষ ॥ এখন তো  
মারে সুধাই তাই ॥ রাজ্যের কুশল বিক্রপ ভাই ॥ শুনিয়া  
রাজনে কহে সকল ॥ বিক্রপ ঘটনা ঘটিয়া ছিল ॥ এক

৷ পঞ্চদশ অধ্যায় ৷

পিতা পুত্রম্ভ্যং স্যাদেশে মিলন যথন কাকি গুর  
 রাজ্য মণ্ড্যে পুত্রাদ তখন ৷ সিদ্ধপার চন্দ্রসেন মিলন  
 ভূপতি । পালিতা ভনয়ে তাঁর মেহ ছিল অতি ৷ নিশা  
 তে আছিল কন্যা নাক্ষত্রি পুত্রভাতে ৷ সখীরা চলিল ভূ  
 পে কুসুমবাদ দিতে । মিলিবান দলবল হীন বলমত ।  
 কান্দিয়া ভূপতি পদে সবে হয় নত ৷ নরেশ উদ্ভাদ বে  
 ঙ্গদেখিয়া সবার । হরো ব্যস্ত বলে ব্রহ্ম কহ সমাচার ।  
 কিভাবে এজার সর নিরাখিগো সখী । বিশেষিয়া সেব  
 ভ্রাতৃ মত কহ যোথি ৷ মম কন্যা লীলাবতী কিরা পুত্র  
 স্বতী । দেখি ঘোষ করি ঘোষ করেছে দুগতি ৷ কিরা আ  
 র আছে কোন অশুভ ব্যরতা । কহ শুনি কিরাপেতে আ  
 ছয়ে দহিতা ৷ শোক জন্য সখীগণ নাকরে সাহস । অ  
 ব শেষে নরাপিপ পুকাশিল রেঘব ৷ রাজার কুপিত দে  
 খি কহে দাসীগণ । সুখাওকি সর্বনাশ হয়েছে রাজন ৷  
 রজনীতে পুত্রাবতী নিদ্রাতে আছিল । নাহি জানি নর  
 ণি কে তাকে হরিল ৷ ক্রম ঘোষ নাহি দোষ আমাস  
 বাক্য ৷ গৃহ হৈতে নৈল হারি একি চমৎকার ৷ শুনি  
 অবহল বাণী অবনী পতি ৷ মহাশোকে মোহপেয়ে  
 পড়িলেন ক্রিতি ৷ সভাতে আছিল যত সভাসৎ গণ ।  
 কিহেল কিহেল বলি কালে মরুক ৷ সভাতে আছিল  
 যত রাজ ঠেবদ্য গণ । মহৌষধি মাগে তারা করিল চেত  
 ন ৷ চন্দ্রসেন পায়েষণ শোক যুক্ত মজ । কান্দিয়া ক

ন্যায় কথা কহে পার মিত্রে ॥ গৌরমুখ নামে মন্ত্রী আ  
ছিল আমার । সবে জান তিনটী তনয়া ছিল তার ॥  
অনাথা দেখিয়া আমি পালিলাম সবে । দুই নারী ত্য  
জি পুরী পূজে ভব দেবে ॥ কনিষ্ঠ উৎকৃষ্ট রূপ দেখি  
য়া তাহারে । রাখিয়া দিলাম পুরী মধ্যে সমাদরে ॥  
কি জানি যামিনী যোগে কামিনী কেঁলিল । কিছুই বু  
ঝিতে নারি নারীকি হইল ॥ সুবল নামেতে মন্ত্রী সভা  
য় আছিল । কর যোড়ে মন্ত্রীপালে কহিতে লাগিল ॥  
কন্যার পালিত ধাত্রী ছিল কুহকিনী । কহতুনি নরমণি  
কোথায় সে ধনী । তাহার কাছেতে চর পাঠাইয়া দেহ ।  
গণনায় জানিবেক নাহিক সন্দেহ ॥ ধীমান মন্ত্রীর কথা  
করি মান্যমান । দূত পাঠাইয়া দিল কুহকির স্থান ॥ ত  
ৎকালে সে বিদ্যাবতী খড়ি পাতি দেখে । স্বয়ং মত  
ব্রনাতল গণি একে একে ॥ নাপায় স্বর্গেতে ঠিক দিয়া  
বহু ঠিক । তত্ব করে নাগপুরে হইয়া বেঁঠক । নাপায়ে  
সে ঠিক ঠিকানা জন্মিল ভাবনা । খড়িকরে মত  
করিছে গণনা ॥ দেখে পরে সিদ্ধু পারে কাঞ্চীপুর ধানি ।  
শঙ্ক কেতু রাজপুত্র অথ মঞ্জানাম ॥ পূর্বেতে আসিয়া  
ছিল সেই দুরাচার । কোপেতে ফেলিয়া ছিনু সিদ্ধুর  
নাঝার ॥ সে শঙ্কটে পায় পুণ অকুরীক। গুণে । কন্যা  
য়ে করিল চুরি দৈত্যের অরণে ॥ দেখিব কেমন বেটা  
রে কত বল । নর বলিদিব কালি কালীকার হল ॥ এইক



গে করে নারী তাজন গাজন । হেনকায়ে রূপমুত সিল দর  
 শন ॥ ভূপের বারতা জারে করায় শ্রবণ । যেকপ ব্যঙ্গ  
 ল রাজা কন্যার কারণ ॥ সম্প্রতি সম্প্রীতি ভবি যদি কর  
 তার । তবে সে বাঁচিবে রাজা নতয়া সৎহার ॥ শুনিয়া  
 রাজার শোক শোকে কুহকিনী । উদ্ধ্বাসে ধায় রাণী  
 পায় পাগলিনী ॥ সভায় বাইয়া সবে দেখে শোকাঙ্গ  
 ল । কন্যা জন্য পূজাপতি অধিক ব্যঙ্গল ॥ দেখিয়া রা  
 জার বেশ ব্যথিত হৃদয় । ধরণী ধাতার আগে কর যো  
 ড়েকয় ॥ তাজ ভয় মহাশয় ভাবনা কি আর । কহি শু  
 ন পুতু পুতা বতীর সজাচার ॥ দেখিনু সিন্ধুর পার রাজা  
 স্বর্ভ কেভ । তাহার তনয় কন্যা নিল বিবাহেত্ত ॥ অঙ্ক  
 লে আছুয়ে তার পরম অঙ্কুরী । তাহার বলেতে নিল  
 তনয়ারে হরি ॥ ছাড়িয়া চাতুরী তার হরিয়া ক্ষয়ল ॥  
 কন্যা সহ অগ্নি দিব চরণের তল ॥ শুনিয়া ধরার পতি  
 খড়ে ধরে গুণ । বলে কুহকিনী পুতকর পরিব্রাজ ॥ সে  
 ই কন্যা তার জন্য সদাদহে দেহ । যাই বাল্য বিদ্যা ব  
 ডী কন্যা আনি দেহ ॥ আনিবে রাজার পুণে কামিনী  
 সহিতে । একপ মুকুট তার নাগারি সহিতে ॥ দেখি  
 কেমন বৈট । ধরে কত বল । পরনারী নিল হরি করি কে  
 ন ছল ॥ ভুমিবে বারিধি পারে সে নিধি আনিবে । এত  
 নে কেমনে মনে গুবোধ মানিবে ॥ একেসে রাজার পু  
 রী তাহে বহুদুর । চারি দিগে নানা সেনা বেষ্টিত সেপু  
 র ॥ অতএব আমিয়াব লয়ে নিজবল । করিয়া তুমুল

যুগ্ম হরিব সম্বল ॥ দেব তুল্য মৈন্য মম পরাক্রমে শূ  
 র্য। আনিব কন্যারে তার করি দর্প চুর ॥ অপরকারে কো  
 ণস্বরে অনুচরে ডাকে। শুনি কহিকিনী হিত বাণী কহে  
 তাকে ॥ অবধান আবেদন অবনীর পতি। অমীম করুণা  
 ময় অগতির গতি ॥ একগেতে অনুমতি কর আমা  
 গতি। শত্রুর পুতিদিয়া শাস্তা জন্মাইব পুতি ॥ হইমৈন্য  
 ভূপতি বারি পতি পারে যেতে। হইবে বৎসরা তীত ম  
 ক্ষেহ কি ভাতে ॥ সমাচার আর তার জাননা নরেশ। এ  
 কগে জিনিতে তারে নারেণ সুরেশ ॥ পূর্বেতে বলিছি  
 তার অঙ্গুরী আছয়। মনিসেব কহিতার শুন মহাশয়।  
 অঙ্গুরির আঙ্গাকারি যত দৈন্ত্য গণ। জন্মিবোপশিলে  
 তামু বিধির সূজন ॥ রায়কয় কহ শুনি সে আর কেমন  
 কেমনে পাইল যুবা অমূল্য রতন ॥ কেন বিধি সে নিধি  
 বা করিল নিৰ্মাণ। শুনায়ে সন্দেহ দূর কর মতিমান ॥  
 রণেতে জিনিতে যদি নারেন বাসব। কন্যার বিচ্ছেদ জা  
 ল। কেমনেবা সব। নিশ্চয় কহিনু আমি নাশিব জীবন।  
 ফাইবে যাতনা সব হইলে পতন ॥ ধনীকহে ধরা পতি  
 ধৈর্যধর তুমি। অঙ্গুরির আদ্য জন্ম কহি শুন আমি ॥  
 শুনিয়াছ মহাশয় লোচন দেবরাজ। তাহার নর্তকী খ্যা  
 ত ত্রিলোকের মাঝ। মধুরশায়ক তারা লাবণ্যে সুন্দর।  
 পঞ্চ জনের পঞ্চরস নিম্নি পঞ্চ বর ॥ এক দিন বিরিকি  
 বাঙ্কিত হয়েমনে। কৌতুক দেখিতে যান ইন্দ্রের ভুবনে।  
 পদ্মাসন দেখি পঞ্চ বর্ণাসন দিয়া। সভায় সবায় মাথো

বসাইল নিয়া ॥ পদ্মানন্দ পদধরি কল্যাপ বন্দন । কহে  
 কহ স্মৃতি কহ । কি তব মনন ॥ পুকাশ্য হইল আশি  
 আমার অদৃষ্ট । তাই মহা পুত্ৰ হয় তব কৃপা দৃষ্ট ॥ বুঝা  
 কন সুররাজ শুনহ বচন । নৃত্য দেখিবারে বাঞ্ছা করি  
 তেছে মন ॥ শুনি বজ্রধারি সেই ধাতার মানস । নাচনী  
 নাচায়ে করে তাহার সন্তোষ । কিন্তু সেদিবস তিলোত্তমা  
 বিদ্যাধরী । সকলে নিন্দিয়া নৃত্য করিল সুন্দরী ॥ দেখি  
 পুত্র পতি হয়ে হৃষ্ট অতিশয় । আপন অঙ্গুরী খুলি দি  
 লামহাশয় ॥ তিলোত্তমার গহ্বে রত্ন এ যুবরায় হয় । তি  
 লোত্তমা দিল তারে বলিয়া তনয় ॥ গণনাতে নরমণি জা  
 নিলাম সব । সন্তবে অজ্ঞানরে যাহা হয় অসম্ভব ॥ আ  
 চ্ছয়ে খড়ম সিদ্ধ আমার আবাসে । তাহে বসে যাই  
 তে পারিব তার পাশে ॥ এইরূপ কুহকিনী কহিল যথ  
 ন । শুনিয়া নৃপের হয় হরষিত মন ॥ দুরায় ভূপতি তা  
 রে দিল অনুমতি । যাহ রূপবতী গিয়া আন পূর্তাবতী ॥

অথ দ্ব্যর্থ বাক্য ॥

ভূধরের বাক্য শিরোধার্য করিধনী । পাদুকা য বসে ক  
 রি কৌন্তকের ধনি ॥ ধীমান দেখিল বেগে উঠিল বি  
 মান । খড়মের গতি নিন্দি আদিত্য বিমান ॥ নিমিষে  
 পুবেশে গিয়া যুবরাজ বাসে । সেবাসে অত্যন্ত কিন্তু  
 মনে ভয়বাসে ॥ কিরিতেছে অবিরত যত নিশাচর । প  
 রাক্রমে হয় তারা তুল্য নিশাচর ॥ তাহে পুরী আছে যে  
 রি ছিলক পুরী । জনে ২ আনে তারা হরি পাণ হরি ॥

বামেতে কোদণ্ড ধারী দক্ষিণ হস্তেশ্বর । নাশিত্তে পার  
 য়ে পুণ উদ্দেশিয়া শর ॥ হেনরূপে নগরেতে ভূমিতে  
 ছে সব । দেখে কুহকিনী ধনী ভয়ে পায়শব ॥ তৎপরে  
 পুবেশে গিয়া ত্রাসের সহিতে । দেখে রায় নিদ্রাযায়  
 যুবতী সহিতে ॥ ভূধর ধরেছে বকে পুভাবতী নারী ।  
 নারী দেখি নারীর কোষ বর্জিতারে নারী । কোষভরে পা  
 পায়নী কাছে পায়ের পর । অঙ্গুরী হরিতে তার হইলেন  
 পর ॥ অঙ্গুরি সহিত ছিড়ি লইয়া পলায় । বিধিদত্ত নি  
 ধি ধনী লইয়া পলায় ॥ বাহির হইল পুর ভয়ে কাপে  
 পুণ । দেখিয়া খডম গতি ভয়ে কাপে পুণ ॥ নিশা ম  
 ধ্যে মঞ্জারি বগর গিয়া পদ্য । পুরে গিয়া পুণামিল ভু  
 গতির পায় ॥ উদত্তর বিবরণ বিশেষিয়া কয় । যেইরূপ  
 নারী নারী দেখিয়াছে কয় ॥ লহলহ মহাশয় সেই ম  
 হা নিধি । যার বলে কন্যামিল লজ্জিতল নিধি ॥ অঙ্গুরী  
 পাইয়া ভূপ ডাকি নিরুপাত । বলে মিত্র শীঘ্র করি আ  
 ম তামুপাত ॥ আক্রামাত পাত পাত যোগাইল শেব ।  
 তখন গগণে পুয় নিশা হয় শেব ॥ রাজা সৃজে দৈত্য তা  
 মু অঙ্গুরী পরশে । ভীষণ আকার তারা গগণে পরশে ॥  
 মহাবল দশজন পুকাশিল শূর । তৎকালে গগণে দেখে  
 পুকাশিল শূর ॥ তপন উদয়ে হয় নিশার অন্তর । দেখি  
 য়া ব্যাঘ্রল বড় রাজার অন্তর ॥ দৈত্যগণে অনুমতি দিল  
 শীঘ্র গতি । সকলোঁতে কর শীঘ্র কাঞ্চীপুর গতি ॥ স্বর্ণ  
 কেতু রাজপুত্র অশ্বমজ্ঞা নাম । ভ্রমায় তাহারে গিয়া আ

ন মনসাম ॥ শুনিয়া রাজার বাণী দৈত্য কয়জন মনিমে  
 যে আনিল গিয়া রাজার নন্দন ॥ রাজা গিয়া রাখে তা  
 রে বন্ধন আনয় । নরবলি কালী কারে দিবার আশায় ।  
 তদন্তর দৈত্য বলে আনিতিন নারী । বন্ধ করি রাখে রা  
 জা আপনার পুরী ॥ বন্ধনে ব্যথিত হয়ে কাকীপুর প  
 তি । কালীকারে শুবকরে কাতরেতে আতি ।

তোটক চন্দ ॥ জয়যুক্ত কেশি যুকুন্দের মাতা ।  
 বিধি বিধু শিবে ভূমিনে পুসুতা ॥ নিধন মূজন সকল  
 সে ভূমি । ভূচর খেচর চরাচর ভূমি ॥ কাতরে কিঙ্করে  
 করে সাধনা গো । করুণা করুণা যা তনা মানাগো । হে মা  
 রা নিদ্রাভনয়ের পুতি । স্তম্ভুতা হয়ে কি বিমাতার রী  
 তি । খগ নগ গগ আদি রাজ দিবা । নরবা নর নাগ সে  
 ভূমি শিবা ॥ হে শিবে কেসবে এসব যা তনা । বিপদে  
 ত্রিপদে রাখ শরাসনা । পাদপদ্মে পরে কিবে জবা শো  
 ভা । মধু তত্তে অলি মন মত্ত লোভা ॥ অশী তাজি মুর  
 দী কৃশাঙ্গি শিবে । কটি পর নর করা বলী শোভে ॥  
 গলে মণ্ড মাল গলে রক্ত ধারা । যোগ তত্তে রত তত্ত ম  
 হী তারী ॥ করে থাণ্ডা ধরা ভালে অগ্নি জ্বলে । পদ ভ  
 রে ধরে রমা তলে চলে ॥ বাস দীন জ্বনে দেমা বাস হা  
 নে । বাসনা বাসনা ভাল বাসহীনে ॥ মাঝিনে কেজারে  
 মস্তানের মায় । অভয়ে এতয়ে রাখগো অভয়া ॥ রাজা  
 র নিকর নিশাচর জাগে । পুতাত্তে ত্রিপদে বলি দিবে  
 রাগে ॥ বিপদে ত্রিপদে বিকণাক দারা । স্বানদে অর

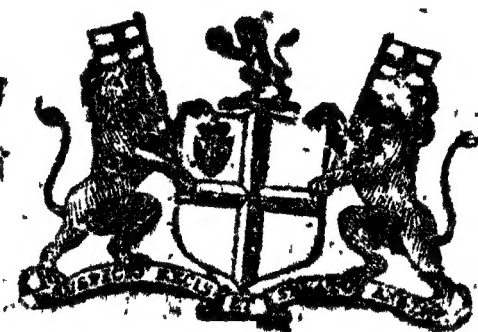
দে হেমা দুঃখ হরা ॥ দুগমে হে উমে ভুমিসে তরসা ॥  
 কর নিজ গুণে পূর্ণ ভক্ত আশা ॥ এ রূপ ভাবে তুল ভ  
 বানী পদ । ভণে তোটক থা কবি কালীপদ ॥  
 পয়ার ॥ এই রূপ অখমঞ্জা শুব স্তাতি করে । সে  
 তদন্ত মহাবিদ্যা জানিন অন্তরে ॥ যাইয়া রাজার পাশে  
 দিলেন স্বপন । শুনেহ মিলন পতি ছাড়হ স্বপন । অখ  
 মঞ্জা ভক্ত অতি আমল ধর্মোতে । যাতনা দিতেছ ভূমি  
 তাহার মর্মোতে ॥ ভক্তের জননী হয়ে একি পাণে সর ।  
 যাতনা দিতেছ তারে গুরু অতিশয় ॥ অতএব শীঘ্র তা  
 রে করহ মোচন । নহে রাজ্য সবংশেতে হইবে নিধন ।  
 এই কথা মহা দেবী কহেন শিয়রে । রাজার ভাবিল মি  
 ত্রা আতঙ্কে সিহরে ॥ তখনসে মহাদেবী হয়ে অন্ত র্ঘ্য  
 ন । অখমঞ্জা নৃপ কাছে করণে পয়ান ॥ অভয়া অভয়  
 দান পুদান করিয়া । কৈলাশে গেলেন দয়া দয়া পুকাশি  
 য়া ॥ এখানে মিলন পতি আনিয়া কাহিরে । কোটালে  
 রে আঞ্জাদিল ডাকিতে উজীরে ॥ কোটাল সে সমাচা  
 র উজিরে জানায় । রাজার আঞ্জার মন্ত্রী আইল সভা  
 য় ॥ স্বপনের বিবরণ কহেন রাজন । শুনে মন্ত্রী বলে ক  
 র রাজনে মোচন । অমদার পুত্র তিনি সন্দেহ কি তার ।  
 তারে দুঃখ দিলে রাজা পাবেনা নিস্তার ॥ শুনিয়া মন্ত্রী  
 র কথা চন্দ্রসেন রাজা ॥ অখমঞ্জায় আনিলেন দিয়া রাজ  
 পূজা ॥ লীলা বতী কন্যা সহ সেই তিন নারী । বিবাহ  
 দিলেন করি জনরব ভারি ॥ অখমঞ্জার মিষ্ট বাক্য রা

ভারকৌতক। অম্বুদ্রী আনিয়া দেন বিবাহি যৌতক ॥  
 রাজার নাহিক পুত্র মাত্র সেই কন্যা। ভাগ্যতায় রাজত্ব  
 দিলেন সেই কন্যা ॥ তদন্তর সমাচার দিল কাঞ্চীপুরে।  
 সুবাসনসিংহাসন মিলন মহরে। শামু আনিবেন বৃ  
 বাচিস্ত নাহি তার ॥ এখন শাসন পুত্রা মাত্র পুতি ভা  
 রা ॥ রাপেরে জিখিল পত্র সমস্তোষের হেতু। পত্র পাঠে  
 হুট চিঠি হৈল স্বস্ত কেত ॥ এই স্থানে পুথম খণ্ডের  
 শেষ আসি। কহে কবি কালী পদ পদ্য সুধারামি ॥

### পুথম খণ্ড সমাপ্তঃ

এই রসমিস্কু পেমবিলাস নামক নরগুহ রসিক জনগণ  
 মনোহরপুঞ্জমাথে পোলভা নিবাসি শ্রীকালী পদ মুখো  
 পাধ্যায় কতৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া বলাই  
 গৌড় নিবাসি শ্রীরসিক চন্দ্র গোবামি কতৃক সম্পূর্ণ  
 ধিত হওনান্তর আহিরী টোলার কথ্য লোচন যত্রে ম  
 দ্রিত হইল এই পুস্তক গৃহণেচ্ছ মহাশয়েরা গরাণ্ডহাটা  
 র ৭ ফকিরটোল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে তত্ত্ব  
 করিলে পাইতে পাইবেন ॥ মূল অঙ্ক মূদ্রা মাত্র ॥

সন ১২৫২ সাল  
 তাঃ ৮ বৈশাখ  
 গুহ সমাপ্তঃ



বেঙ্গল প্রেস প্রিন্ট







